The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 906 | 23 January 2026 | শুক্রবার ০৯ মাঘ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

Queens Leaders slam Trump over threats to withhold federal funds
→ Page 18

New York SNAP Recipients Face Stricter Work Rules Starting in 2026
→ Page 18

Trump wants to Revoke the Citizenship of Immigrants if Convicted of Defrauding
→ Page 18

An Appeal to Mayor Zohran Mamdani For Staten Island
→ Page 19

হাসিনা আর রাজনীতি করবেন না

- ইন্ডিয়া শেখ হাসিনার সেফ হ্যাভেন
- ২০২৪ এর নির্বাচন আমলারা হাতে তুলে নিয়েছিল
- আমার মা আন্দোলনকারিদের হত্যার নির্দেশ দেননি
- বাংলাদেশে ৭ কোটি ভোটার আওয়ামী লীগের

আল জাজিরাকে সজীব ওয়াজেদ জয়

আজকাল ডেস্ক

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ভারতে আশ্রিত শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে গেলে আর রাজনীতি করবেন না। তিনি অবসরে যাবেন। এমন কথাটি বলেছেন আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার মুখপাত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। শেখ হাসিনার সন্তান জয় ৩ দিন আগে বিশ্বখ্যাত টিভি চ্যানেল আলজাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে এ কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে নিজ বাসভবনে তিনি এ এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

সিলেটের পুণ্যভূমিতে বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভা

কুফরি ও হঠকারিতার বিরুদ্ধে তারেক

আজকাল রিপোর্ট

দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়, অন্য কোনো দেশ নয়, সবার আগে বাংলাদেশ উল্লেখ করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, যেমন দিল্লি নয়, তেমন পিন্ডি নয়, নয় অন্য কোনো দেশ। সবার আগে বাংলাদেশ। এবং যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি, দেশের মানুষই হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সব ক্ষমতার উৎস। সে জন্যই আমরা দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে বিশ্বাস করি।'

তারেক রহমান বলেন, 'কেউ কেউ বলে, অমুককে দেখেছি, তমুককে দেখেছি। এবার একে দেখেন। প্রিয় ভাইবোনেরা, ১৯৭১ সালে যে যুদ্ধ, যে যুদ্ধে লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

৩০ বছরের মধ্যে ভয়াবহ তুষারঝড় নিউইয়র্কে!

আজকাল রিপোর্ট

ভয়াবহ তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে নিউইয়র্ক অচল হতে পারে এবার। গত ৩০ বছরের মধ্যে এমন তুষার ঝড় নিউইয়র্কবাসি দেখেননি। আগামীকাল শনিবার ও রোববারের এই ঝড়ের তান্ডবে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যাবে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে শনিবার রাতের প্রথম দিকে ১৬ এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

জামায়াত কি দেশ চালাতে সক্ষম?

আজকাল ডেস্ক

ফরিদপুরের ৪৫ বছর বয়সী ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক তার জীবনে প্রথমবারের মতো বিশ্বাস করছেন যে, তার সমর্থিত রাজনৈতিক দল একটি শাসক জোটের নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রকৃত সুযোগ পেয়েছে। নিজের শহরে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণাকালে রাজ্জাক বলেন, সাধারণ মানুষ এবার জামায়াতকে ভোট দিতে 'ঐক্যবদ্ধ'। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে দলটি 'জামায়াত' নামেই সমধিক পরিচিত। এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ

বেপরোয়া ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস

আজকাল রিপোর্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির বিরোধিতায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও শ্রমিক বিক্ষোভ এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

রব ও মান্না নেই বিএনপির সাথে

আজকাল রিপোর্ট

বিএনপির জোট থেকে বেরিয়ে গেলো আসম রবের জেএসডি ও মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য। এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

সিনেটে ইমিগ্র্যান্ট বিরোধী 'স্টপ সিটিজেনশিপ অ্যাবিউজ' বিল উত্থাপন

আজকাল রিপোর্ট

মার্কিন সিনেটে প্রতারণা এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের অর্জিত নাগরিকত্ব বাতিলের জন্য একটি এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানী পুলিশ অফিসার তালহা যৌন হয়রানীর অভিযোগে সাসপেন্ড

আজকাল রিপোর্ট

পাকিস্তানী পুলিশ অফিসার শ্লীলতাহানীর অভিযোগে সাসপেন্ড হলেন। নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট একজন মহিলার অভিযোগের এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

আরবি শিখুন,
বাচ্চাদের শেখান
Contact Us
আপনার জন্য থাকবে একজন একান্ত নিবেদিত শিক্ষক, যিনি কেবল আপনাকেই শেখাবেন। বাংলা বা ইংরেজিতে শিখতে পারবেন। সন্তুষ্টি গ্যারান্টি ও সাশ্রয়ী মাসিক ফি।
যোগাযোগ: (646) 400-0786
TWO FREE SESSIONS!

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA/HHA Home care & Skilled Nursing
718-775-7852

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs · Inquiries · Collections · Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ 917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury, Attorney at Law

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
RAJIB AHMED, PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

‘নির্বাচিত দলের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র’

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন নির্বাচিত সরকার নিয়ে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। দায়িত্বভার গ্রহণ করে এই প্রথম তিনি ঢাকায় বলেন, আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল জয়ী হবে- তার সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র কাজ করবে। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি, যার মধ্যে আছে অর্থনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসা ও নিরাপত্তা।’ ঢাকার ইএমকে সেন্টারে কয়েকজন গণমাধ্যমকর্মীর সঙ্গে মতবিনিময়কালে গত ২১ জানুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। গত ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন। দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন বলেন, বাংলাদেশে কে নির্বাচিত হবে, কে

বাংলাদেশে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার হিসেবে দায়িত্ব নেবে, এটি বাংলাদেশের জনগণের একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত এবং এটি শুধু বাংলাদেশের জনগণেরই সিদ্ধান্ত। এতে অন্য কোনো দেশের বলার কোনো অধিকার নেই। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নতুন সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে মতপ্রকাশ বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌম অধিকার। বাংলাদেশে সব পক্ষের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ততার প্রসঙ্গ টেনে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন বলেন, ‘আপনারা জানেন, আমরা সবার সঙ্গে কথা বলি। ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক, সবার সঙ্গে কথা বলার আমাদের দীর্ঘ

এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

‘মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিতের লক্ষ্যেই মিরাজ’

আজকাল রিপোর্ট

রাসুল (সা.) এর মিরাজ ইসলামের ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোর অন্যতম। ‘পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান’ ইসলামের পূর্ণতা অনুধাবনের জন্যই মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। নবী মুহাম্মাদ (সা.) মিরাজের বরকতপূর্ণ রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য ১৪ দফা দিক-নির্দেশনা লাভ করেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে।। এর ১টি ছাড়া বাকি ১৩টিই সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত। শবে মিরাজের ১৪ দফা বাস্তবায়ন করতে হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োজন। এর ভিত্তিতেই রাসুল (সা.) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। গত ১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পবিত্র মিরাজুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে

এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক কমিউনিটির সঙ্গে সেলিম রেজার সাক্ষাৎ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন নিউইয়র্ক সফররত যুক্তরাজ্যের কমিউনিটি লিডার ও চুনারুঘাট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইউকে’র সভাপতি সেলিম রেজা।

গত ১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে স্টারলিন বাংলাবাজারের নিউ ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টে আয়োজিত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের উপদেষ্টা ও ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক ও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, চুনারুঘাট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের সদস্য ও হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক

এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

এবিসিএসকোর বার্ষিক পারিবারিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

‘আমেরিকান বাংলাদেশি সিভিল সার্ভিস কালচারাল অর্গানাইজেশনের (এবিসিএসকো) বার্ষিক পারিবারিক মিলনমেলা ও নৈশভোজ গত ১৮ জানুয়ারি এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড মেনর পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন জাহাঙ্গীর আহমেদ রুবেল। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতিয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ২০ ডিসেম্বর আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতোযোগিতায় অংশগ্রহণ কারী প্রায় অর্ধ শতাধিক শিশু শিল্পীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন জাহাঙ্গীর আহমেদ রুবেল ও রহিমা বেগম। সহযোগিতা করেন শীলা মুহিত, কানিজ হুসনা আকবরী, একেএম হক, নিজাম উদ্দিন ও মুসাদ্দেক

এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ বাড়লো

বদরুল-রোকন আবারও সভাপতি-সম্পাদক

আজকাল রিপোর্ট

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র বার্ষিক সাধারণ সভা গত সোমবার ১২ জানুয়ারি জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক জালালাবাদবাসী উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মঞ্চে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ’র ৪র্থ সম্মেলন উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

বৈষম্যহীন সমাজ গঠন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ’র চতুর্থ সম্মেলন। সম্প্রতি (রোববার) জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে আয়োজিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা বিভাগের সাবেক প্রধান ড. নজরুল ইসলাম।

সম্মেলনে হাফিজুল হককে পুনরায় সভাপতি ও জাকির হোসেন বাচ্চুকে সাধারণ সম্পাদক করে দুই বছরের জন্য ৪১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদুল ইসলাম।

উদ্বোধনী

এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন’র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ইউ এস এ ইনক এর বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৬, ডিনার পার্টি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত রোববার ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সকলের উপস্থিতিতে এক মিলন মেলায় পরিনিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এন আলম মিনা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এটর্নী মঈন চৌধুরী। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির

এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

গার্বেজে প্রবাসীদের ব্যালট পেপার ও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

প্রবাসী ভোটারদের অধিকার ও তার মর্যাদা রক্ষায় নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। কোটি প্রবাসীর আকাংখার প্রতিফলন ঘটেছিল ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাওয়ায়। পরো একটি কিংবা ২ দিন ব্যয় করেও প্রবাসে বসেই আইডি কার্ড তৈরির প্রক্রিয়ায় তারা অংশ গ্রহণ করেছেন। ভোটার হয়েছেন। কিন্তু তারা দেখতে পেলেন তাদেও নাম ঠিকানা সম্বলিত পোষ্টাল ব্যঅলট পেপার পোষ্ট অফিসের গুদামে। যা কিনা গার্বেজ করার অপেক্ষায়। নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরের পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টে অবহেলিতভাবে পড়ে আছে ব্যালট পেপারগুলো। বাহরাইনে ব্যালট পেপার নিয়ে এক জামায়াত নেতার ভোট কেলেংকারির ভিডিও ভাইরাল। নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বাস্তবতা হলো- এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব নির্বাচন কমিশন এখনো দিতে পারেনি। অন্যদিকে বাহরাইনের ভাইরাল ভিডিও পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। সেখানে দেখা যায়, একাধিক ব্যক্তি একটি বাসায় বসে অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুনছেন। ভিডিও ধারণে বাধা দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে- ভিডিও ছড়ালে ভাবমূর্তির ক্ষতি হবে। এই বক্তব্যই আসলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশ করে দেয়। কারণ যেখানে স্বচ্ছতা থাকার কথা। সেখানে গোপনীয়তার অজুহাতে সত্য আড়াল করার চেষ্টা মানেই সন্দেহকে আরও গভীর করা

বাহরাইন থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক পোস্ট অফিস পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট নিয়ে একের পর এক ঘটনায় নির্বাচন কমিশন যেন এক গভীর আস্থার সংকটে পড়ছে। পোস্টাল ব্যালট বিষয়টি কোনো সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাংবিধানিক ভোটাধিকার নিশ্চিত করার একটি স্পর্শকাতর ব্যবস্থা।

একই সঙ্গে এটি নির্বাচনের গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই ব্যালট যদি বাহরাইনে কোনো ব্যক্তির বাসায় গুনতে দেখা যায়। কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের পোস্ট অফিসে হাজার হাজার ব্যালট 'বিলির অযোগ্য' আখ্যা দিয়ে গুদামে পড়ে থাকে। এবং নির্দিষ্ট সময় পার হলে গার্বেজে ফেলে দেয়ার উপক্রম হয়। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আজকাল ও ঢাকার দৈনিক যুগান্তরে তা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠবেই যে, নির্বাচন কমিশন কি আদৌ এই জটিল প্রক্রিয়ার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত ছিল। নিউ ইয়র্কের ঘটনাটি আলাদা করে ভাবার দাবি রাখে। হাজারো পোস্টাল ব্যালট পেপার যুক্তরাষ্ট্রের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের স্টোরেজে পড়ে ছিল। নির্দিষ্ট সময় পর এসব চিঠি গার্বেজ হিসেবে ফেলে দেয়ার নিয়ম। একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান পোস্টাল কর্মীর কৌতূহল ও দায়িত্ববোধ না থাকলে হয়তো এসব ব্যালট চিরতরে নষ্ট হয়ে যেত। এটি কোনো ছোটখাটো ভুল নয়। এটি একটি সম্ভাব্য গণতান্ত্রিক বিপর্যয় বলে আমি মনে করি। কারণ এখানে প্রশ্ন শুধু কয়েক হাজার ভোট হারানোর নয়। বরং এই ঘটনা নির্বাচন ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও অসতর্কতার প্রমাণ বহন করে। নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিছু ব্যালটে জিপ কোডের বদলে পিও বক্স লেখা ছিল। ফলে সেগুলো ডেলিভারি না হয়ে স্টোরেজে জমা হয়। প্রশাসনিকভাবে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। কারণ প্রশ্নটা আরও গভীরে। পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর আগে ঠিকানার যথাযথ যাচাই কি নির্বাচন কমিশন করেনি। প্রবাসীদের ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে এতটা ঢিলেঢালা প্রস্তুতি কি গ্রহণযোগ্য?

বাস্তবতা হলো- এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব নির্বাচন কমিশন এখনো দিতে পারেনি।

অন্যদিকে বাহরাইনের ভাইরাল ভিডিও পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। সেখানে দেখা যায়, একাধিক ব্যক্তি একটি বাসায় বসে অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুনছেন। ভিডিও ধারণে বাধা দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে- ভিডিও ছড়ালে ভাবমূর্তির ক্ষতি হবে। এই বক্তব্যই আসলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশ করে দেয়। কারণ যেখানে স্বচ্ছতা থাকার কথা। সেখানে গোপনীয়তার অজুহাতে সত্য আড়াল করার চেষ্টা মানেই সন্দেহকে আরও গভীর করা।

শুধু সুষ্ঠু নির্বাচনই নয়, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাও ফেরাতে হবে

ফাহমিদা খাতুন

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে দেশে নির্বাচন প্রকৃত অর্থে জনগণের মতপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারেনি।

বিরোধী দলের অংশগ্রহণের অভাব, ভোট কারচুপির অভিযোগ এবং আনুষ্ঠানিক ভোট আয়োজনের কারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হয়।

একটি পুরো প্রজন্ম ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়নি। ফলে রাজনীতিতে মানুষের আগ্রহ কমেছে, জবাবদিহি দুর্বল হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে। এই নির্বাচন সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে।

তবে শুধু নির্বাচন সুষ্ঠু হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। আগামী সরকার একটি দুর্বল ও চাপে থাকা অর্থনীতি পাবে, যেখানে বহু বছর ধরে নীতিগত উদাসীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে।

গত ১৬ বছরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকৃত অর্থে সবার জন্য ভালো রাখার চাপ কম থাকায় অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতি কমেছে। প্রবৃদ্ধি কমেছে, মূল্যস্ফীতি অনেক দিন ধরে উচ্চপর্যায়ে রয়েছে এবং ব্যাংক খাত খেলাপি ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে আছে। বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ কম, সরকারি বিনিয়োগ অনেক ক্ষেত্রে অদক্ষ ও অপচয়মুখী, সরকারি ঋণ বেড়েছে, মানুষের প্রকৃত আয় কমছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি অনেক কমে গেছে। এসব কারণে অর্থনীতির ওপর দীর্ঘমেয়াদি চাপ তৈরি হয়েছে।

এই কঠিন বাস্তবতায় নতুন সরকারকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, সুশাসন জোরদার করা এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচি নিতে হবে। করণীয় অনেক, তবে তিনটি বিষয় সবচেয়ে জরুরি এবং একটি অপরটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

প্রথমত, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাই নির্বাচিত সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। গত কয়েক বছরে খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ার কারণে মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি ছিল। নিম্ন আয়ের মানুষের মোট ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি যায় খাদ্যে। ফলে খাদ্যের দাম বাড়লে তাদের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খাদ্যবাজারে প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে, সিন্ডিকেট ও মজুতদারি বন্ধ করতে হবে, সংরক্ষণ ও পরিবহন অবকাঠামো উন্নত করতে হবে এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। জ্বালানির দাম নির্ধারণে একটি স্বচ্ছ ও নিয়মভিত্তিক পদ্ধতি চালু করা দরকার, যাতে দামের ক্ষেত্রে হঠাৎ বড় ধাক্কা না আসে।

মজুরি বাড়ার হার মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম থাকায় মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে, সঞ্চয় কমেছে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুষ্টিতে খরচ কমাতে বাধ্য হয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি সামগ্রিক অর্থনীতির জন্যও ক্ষতিকর। এতে ব্যবসায় অনিশ্চয়তা বাড়ে, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কমে, টাকার ওপর চাপ পড়ে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর মানুষের আস্থা কমে যায়। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এখন।

> সবশেষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন শুধু কে দেশ শাসন করবে, সেই প্রশ্ন নয়। কীভাবে দেশ শাসিত হবে, সেটিও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। নতুন সরকারের সিদ্ধান্তই একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। সাহস ও দায়িত্ব নিয়ে দেশ পরিচালনা করলে বাংলাদেশ স্থিতিশীলতা, সুযোগ ও আস্থার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে পারে

মূল্যস্ফীতির পেছনে বৈশ্বিক কারণের পাশাপাশি দেশের নীতিগত দুর্বলতাও দায়ী। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বাড়ায় আমদানি খরচ বেড়েছে। জ্বালানির দাম দীর্ঘদিন কম রাখা হলেও গত কয়েক বছরে অনেক বাড়ানো হয়েছে, যা উৎপাদন খরচ বাড়িয়েছে। সরকার ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নেওয়ায় সেটিও মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়িয়েছে। পাশাপাশি প্রতিযোগিতার অভাব, মজুত ও পরিবহনব্যবস্থার দুর্বলতা খাদ্য সরবরাহে বাধা তৈরি করেছে।

নতুন সরকারকে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সমন্বিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ কৌশল নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে স্বাধীনভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

ইসলামী আন্দোলন ভোটের খেলা বদলে দিচ্ছে?

হাসান মামুন

জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটে তিনটি 'ইসলামী' তকমাবিহীন দলের যোগদানের ঘটনা বড় আলোড়ন তুলেছিল। আটদলীয় জোট ১১ দলীয় জোটে রূপান্তরের চাইতে এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের একাংশের দল এনসিপি যোগদান করায়। তবে এতে জোটে আসন সমঝোতার বিষয়টি নতুন করে জটিলতায় পড়ে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার মুহূর্তে। দৃশ্যত এ জটিলতায় পড়েই জামায়াত জোট থেকে বেরিয়ে গেল চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

১১ দলীয় জোট থেকে কেবল ইসলামী আন্দোলনই বেরিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বিষয়টি আলোচিত হওয়ার কারণ, তারা ছিল এই জোটের দ্বিতীয় বৃহৎ দল। সারাদেশেই দলটির নেটওয়ার্ক আছে বলে দাবি করা হয়। জাতীয় সংসদের প্রতিটি আসনে তাদের ৫ থেকে ২০ হাজার ভোট আছে বলেও ধারণা। বিগত শাসনামলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়েও ইসলামী আন্দোলন 'চমক' দেখাচ্ছিল। গণঅভ্যুত্থানের পর তারা জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ায় স্বভাবতই ঘটনাটি আলোচনায় আসে। সে কারণেই আবার তাদের প্রস্থানের পর ১০টি দল থাকলেও মনে করা হচ্ছে, জোটটি বড় ধাক্কা খেল।

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিসরে 'পিআর' চালুসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন করতে করতে জামায়াতের নেতৃত্বে আটদলীয় জোট গড়ে উঠেছিল। বলা হচ্ছিল, ইসলামপন্থিদের ভোট এবার 'এক বাক্সে' যাবে। অবশ্য প্রশ্ন ছিল- এমনকি আকিদা প্রশ্নে মতপার্থক্য পুষে রেখে এক মঞ্চে আসা দলগুলো শেষতক একত্রে থাকতে পারবে কিনা। জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সময় ইসলামী আন্দোলন কিন্তু বিশেষত জামায়াতের সঙ্গে নীতিগত মতপার্থক্যের কথা তুলে ধরেছে। শরিয়াহ আইন চালুর প্রশ্নে জামায়াতের অনিচ্ছা কিংবা দৃঢ়তার অভাবের কথা তারা বলেছে। নির্বাচনের পর বিএনপির সঙ্গে 'জাতীয় সরকার' গঠনে জামায়াত আমিরের আগ্রহ প্রকাশেও তাদের আপত্তি।

ইসলামী আন্দোলন বাদেও যেসব 'ইসলামপন্থি' দল জোটে রয়ে গেছে; উল্লিখিত প্রশ্নে তাদের আপত্তি কিংবা অনাপত্তির কথা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ইসলামী আন্দোলন জোট ছেড়ে যাওয়ায় তাদের জন্য বরাদ্দ আসনগুলো থেকে পছন্দসই কিছু আসন পাওয়ার ব্যাপারে কারোরই কম আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। জোটে নবাগত এনসিপি ৩০টি আসন পেয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট থাকলেও তারা এখন আরও ১০ আসন চায়। অপর দল এবি পার্টিও আসন বাড়াতে উদগ্রীব। তাদের সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বাধীন দল এলডিপিও জোটে এসে ভিড়েছিল। বাড়তি আসন পাতে তাদের বেশি উৎসাহ অবশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে ২০টির পর আরও পাঁচ আসন চায় মামুনুল হকের দল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। 'খেলাফত' নামযুক্ত আরও দুটি দল জোটে রয়েছে।

বলা হচ্ছে, এনসিপিসহ নতুন তিন দল জোটে যুক্ত হওয়ায় সংকট সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে জামায়াতের জন্য। এর আগ পর্যন্ত কিছু মতাদর্শগত ভিন্নতার মধ্যেও নির্বাচন অবধি একসঙ্গে থাকার ব্যাপারে নাকি তারা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। এনসিপিও তখন বিএনপির সঙ্গে আসন সমঝোতার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এর আগে কোনো কোনো ইস্যুতে জামায়াতের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদেও জড়ায় দলটি। তারপর এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হলে এমন কথাও রটে- এনসিপি আর জামায়াত জোটে যাচ্ছে না। কিন্তু পরিস্থিতি পেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা জামায়াতের সঙ্গেই গিয়ে ভিড়েছে। এতে দলের উদারপন্থিরা বেরিয়ে গেলেও তারা ভ্রুক্ষেপ করেননি। জামায়াত থেকে 'মতাদর্শগত বিরোধ' থেকে একদা বেরিয়ে আসা এবি পার্টিও তাকে অনুসরণ করে। জামায়াত তাদের স্বাগত জানায়। নতুন করে আসন বণ্টনেও নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় তারা মন রক্ষা করতে পারেননি ইসলামী আন্দোলনের। এ ক্ষেত্রে পছন্দমতো আসন না পাওয়া, নাকি এনসিপির চাইতে কম গুরুত্ব পাওয়া দলটিকে বেশি আহত করেছে, সে আলোচনাও থেমে নেই।

ইসলামী আন্দোলনের পরীক্ষিত জনসমর্থন রয়েছে সারাদেশে। তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থান বরিশাল বিভাগে। সেখানে দলটিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। তবে তাদের দাবি ছিল এনসিপির দ্বিগুণ আসন। পরে ৫০ আসনে হওয়া সমঝোতাও ভেঙে যায়। 'কৌশলগত' কিছু আসনে জোটের একক প্রার্থী রাখতে না চাওয়ার ব্যাপারে জামায়াতের অবস্থানও নাকি সংকট বাড়িয়েছে। কথা ছিল, ভোটের বিবেচনায় অন্তত ইসলামী আন্দোলন দ্বিতীয় গুরুত্ব পাবে। কিন্তু এনসিপি জোটে আসার পর সর্বক্ষেত্রে সেই অবস্থান হারিয়ে ফেলে ইসলামী আন্দোলন। শেষে নীতিগত প্রশ্নে জামায়াতের ঘোষিত অবস্থানও বোধ করি সম্পর্কে চিড় ধরায়।

জামায়াত জোট ভেঙে যাওয়ায় ইসলামপন্থি ভোট আর 'এক বাক্সে' যাওয়ার সুযোগ নেই। বিএনপি জোটেও একাধিক ইসলামপন্থি দল রাখা হয়েছে। সেটা এই ধারণা দিতে- বিএনপি মধ্যপন্থি হলেও আর হালে উদার পন্থার দিকে ঝুঁকলেও ইসলামী মূল্যবোধের এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

> জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট থেকে ইসলামী আন্দোলন বেরিয়ে যাওয়ার পর এ দুই পক্ষ ভোটের মাঠে তিক্ত বাদানুবাদে জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। সেটা না ঘটলেও এতে বাড়তি সুবিধা পাবে বিএনপি ও তার মিত্ররা। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী দেশে বিএনপির অবস্থান সবচাইতে শক্তিশালী বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন পৃথকভাবে নির্বাচন করার ঘটনা তাদের মনের জোর আরও বাড়িয়ে দেবে

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

মববাজ দমনের অপেক্ষায় জনতা

মোস্তফা কামাল

নির্বাচন সামনে রেখে এমনিতেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বাড়তি চাপ নিতে হয়। সুষ্ঠু ও নিরাপদ নির্বাচনের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এবারের পরিস্থিতির রূপ ও বাস্তবতা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে গুরুতর। তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও ফেলেছে বাড়তি যন্ত্রণায়। সরকারের কড়া নির্দেশনার আলোকে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো মব দমনের চেষ্টায় কোনো কমতি বা ঘাটতি করছে না। কিন্তু চেষ্টায় কুলাচ্ছে না। তারা এক জায়গায় পদক্ষেপ নিলে মববাজরা হামলে পড়ছে আরও কয়েক জায়গায়। মবের সমান্তরালে খুন, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাইয়ের ঘটনাও বাড়ছে। নারী নির্যাতন, পুলিশ আক্রান্ত, মাদক ক্রয়বিক্রয়, চোরাচালান, চুরিসহ বিভিন্ন অপরাধও বাড়বাড়ন্ত। আন্দোলনে দলীয় ক্যাডার রক্ষাকারী বাহিনীর মতো নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা সত্য। পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম গণমাধ্যমকে বলেন, গেল সরকার ১৬ বছরে পুলিশকে রাজনৈতিক কাজে অতিব্যবহারে নৈতিকভাবে কাবু করে গেছে। কিন্তু মানুষ এ ধরনের অজুহাত আর শুনতে চায় না। পুলিশ রাতারাতি জনবান্ধব হয়ে যাবে, সেই আশাও করে না। তাদের প্রত্যাশা পুলিশ অন্তত পেশাদারত্ব নিয়ে তৎপর হোক। মবসহ চলমান দুষ্কর্ম প্রতিহত করার কাজে পুলিশের চেষ্টা দৃশ্যমান হোক। তা মানুষকে অল্প হলেও আশা জাগাবে। মববাজ, চাঁদাবাজসহ অপরাধীদের ভয় জাগাবে। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর একটি প্রতিবেদনে গত এক বছরে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক চিত্র উঠে এসেছে। সেখানে মব ভায়োলেন্সের সবিশেষ বর্ণনা রয়েছে। এসেছে মবে ৮৯টি হত্যার কথা। সবচেয়ে বেশি মব ভায়োলেন্সে হত্যা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে, ৪৫টি। বলার অপেক্ষা রাখছে না, নির্বাচনের আগে এ মব নিয়ন্ত্রণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনের আগে আইন হাতে তুলে নেওয়ার এ মবপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ভোট পর্যন্ত পরিস্থিতি কোথায় গড়াবে, তা ভাবনায় ফেলেছে সচেতন মহলকে।

কেন দেশে মববেটিং বা গণপিটুনি এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এ নিয়ে সবিস্তারে ভাবার সময় এখন হাতে নেই। এর রহস্য সবারই জানা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে একের পর এক মব ভায়োলেন্স বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আগেও মব সহিংসতা ছিল। তবে এখন এটা চরম আকার ধারণ করেছে। কয়েকটি কেস স্টাডিতে দেখা যায়, মবের আগে পরিকল্পিতভাবে ট্যাগ, গুজব, সন্দেহ, চুরির অভিযোগের মতো কিছু নাটকীয়তা সাজানো হয়। সামান্য তর্ক দিয়েও মব জমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দলবদ্ধ করে কারা মানুষকে কারও ওপর কীভাবে হামলে দিচ্ছে, তা গোপন থাকছে না। মবের পেছনে থাকছে নানা হীনস্বার্থ। তাই এদিক-ওদিক না ভেবে তা দমাতে হবে শক্ত হাতে। পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এরকম কয়েকটি অ্যাকশন ঘটালে মব দমতে বাধ্য। নইলে মবের মতো ঘটনা ঘটতেই থাকবে। সরকারকে প্রমাণ দিতে হবে, তারা এ ব্যাপারে মুখে নয়, কাজেও শক্ত। মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস আনার দায়িত্ব সরকারের।

শহর-গ্রাম মিলিয়ে যতগুলো মব সৃষ্টি করা হয়েছে, ততবার বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এটাকে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে আশকারা দেওয়ার সুযোগ নেই। এমন আশকারা প্রকারান্তরে মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার উসকানি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একা এ উসকানি রুখতে পারবে না। সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সচেতন হতে হবে। নির্বাচন সামনে রেখে তাঁদের কর্মকাণ্ড মানুষ একটু বেশি করে দেখছে। পর্যবেক্ষণ করছে। বেশ কিছু গণমাধ্যম মব সহিংসতার বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও টানাপোড়েনের পর বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরকাল অতিক্রম করছে। এই সময়টিকে অনেকেই নতুন সম্ভাবনার সূচনা হিসেবে দেখছেন। একই সঙ্গে সমাজে জমে থাকা নানা ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রকাশও রয়েছে। মহলবিশেষের কাছে এটি মব তথা জনতাকে অনিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ। রাষ্ট্রযন্ত্র, সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বাস্তবতাকে অ্যাড্রেস করেছে, এটি ইতিবাচক। কিন্তু অ্যাকশন সেই তুলনায় না হওয়াতেই এত কথা। বর্তমান পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় তাদের সামনে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ এসেছে, যেখানে একদিকে জনমতের চাপ, অন্যদিকে আইনের শাসন বজায় রাখার দায়িত্ব-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রক্রিয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে আরও স্পষ্ট দিকনির্দেশনা, আইনি সুরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেওয়ার বিষয় রয়েছে। চব্বিশের ৫ আগস্টের পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় যে বিচ্ছিন্ন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো রাষ্ট্রের জন্য সতর্কবার্তা। এসব ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে আইনের শাসন আরও সুসংহত করা এবং জনগণের আস্থা আরও দৃঢ় করা কতটা জরুরি। কেবল দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নয়, পরিস্থিতিটা সবার জন্যই নতুন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তা মোকাবিলার পেশাদারি, সাহস ও ত্যাগের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে তাদের এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

> কেন ঘর থেকে বের হতেও ভয় থাকবে? নির্বাচন সামনে রেখে মানুষের ভয়ের রাজ্যে বসবাস কাম্য নয়। কেউ কোথাও মরে পড়বে, হামলার শিকার হবে, ট্যাগিংয়ের শিকার হবে-তা হতে পারে না। তেমন কিছু ঘটলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নতুন করে কলঙ্কিত হবে। নির্বাচনটিও হবে প্রশ্নবিদ্ধ। ঢাকা, রংপুরসহ কয়েক জায়গায় মব দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েকটি অ্যাকশন শান্তিপ্রিয় মানুষকে আশাবাদী করেছে আরও আগেই। অজানা কারণে পরবর্তী সময়ে সে ধরনের অ্যাকশন লক্ষ্য করা যায়নি। বিবেকবান মানুষের বিশ্বাস আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শক্ত হাতে পদক্ষেপে নামলে মব বা যেকোনো কুতৎপরতা দমতে বাধ্য। কারণ কুতৎপরতায় লিপ্তরা কোনোক্রমেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চেয়ে শক্তিমান নয়। তারা জনতার কাছেও ঘৃণিত

জাইমা রহমান রাজনীতিতে নতুন কণ্ঠ, নতুন বার্তা

নিয়াজ মাহমুদ

> জাইমা পড়াশোনা করেছেন আইনে। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যারিস্টার। মানে, রাষ্ট্র কীভাবে চলে, আইন কীভাবে কাজ করে-এই বোঝাপড়া তাঁর আছে। তার সঙ্গে যদি থাকে নৈতিক দৃঢ়তা আর আপসহীন মানসিকতা, তাহলে নতুন কিছু কি অসম্ভব? জাইমা রহমানের এই উপস্থিতি হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাতারাতি কোনো পরিবর্তন আনবে না। কিন্তু এটি একটি বার্তা দিয়েছে-গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এখনো হারিয়ে যায়নি, যদি আমরা তা দেখার চোখ রাখি। সিনিয়র নেতারা জাইমা রহমানের মধ্যে খালেদা জিয়ার প্রতিচ্ছবি দেখছেন। তারা বলেছেন, জাইমা রাজনীতিতে এলে বাংলাদেশের রাজনীতি আরও শক্তিশালী হবে। রাজনীতিতে 'জিয়া পরিবারের উত্তরসূরি হিসেবে জাইমা রহমানের রাজনীতিতে আসা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেআইবি মিলনায়তনে তার উপস্থিতি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির অংশ'

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু মুহূর্ত থাকে, যা কেবল কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নয়-একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। রোববার বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে তেমনই এক মুহূর্তের সাক্ষী হলো রাজনৈতিক অঙ্গন। আলোচনার বিষয় ছিল 'জাতি গঠনে নারী: নীতি, সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ'। কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ালেন এক নতুন কণ্ঠ-ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

তিনি কোনো স্লোগান দিলেন না, কোনো রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন না, ক্ষমতার ভাষায় কথা বললেন না। বরং খুব সংযত, মার্জিত এবং আত্মসমালোচনামূলক উচ্চারণে তিনি এমন কিছু প্রশ্ন ও উপলব্ধির কথা বললেন, যা রাজনীতির দীর্ঘদিনের ক্লান্ত শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে গেল। এটিই ছিল বাংলাদেশের কোনো নীতি-পর্যায়ের আলোচনায় তার প্রথম বক্তব্য। অথচ সেই প্রথম বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল-তিনি কেবল একটি রাজনৈতিক পরিচয়ের উত্তরাধিকার নন, বরং সময়কে বোঝার চেষ্টা করা এক সচেতন নাগরিক। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নাতনি, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে-এই পরিচয়গুলো তাকে ঘিরে থাকলেও, বক্তব্যের প্রতিটি বাক্যে তিনি নিজেকে পরিচিত করালেন ভিন্নভাবে। বললেন, "আমি এমন কেউ নই, যার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর আছে বা সব সমস্যার সমাধান জানা আছে।" রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমন স্বীকারোক্তি খুব কমই শোনা যায়। এই একটি বাক্যেই ধরা পড়ে তার অবস্থান-তিনি শিখতে চান, শুনতে চান এবং বোঝার জায়গা থেকে কথা বলতে চান।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে নারীর অংশগ্রহণ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ-সে কথা বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু জাইমা রহমান যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন, সেখানে ছিল বাস্তবতার স্বীকৃতি ও ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা। তিনি বললেন, "জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে পেছনে রেখে বাংলাদেশ বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারবে না।" এটি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, এটি একটি রাষ্ট্রীয় সত্য। নারীকে কেবল ভোটার বা কর্মী হিসেবে নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হিসেবে না দেখলে জাতি গঠনের পথ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে-এই বার্তাই যেন তার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো।

তার বক্তব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি বললেন, "আমাদের সবার আদর্শ, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। তবুও আমরা একসঙ্গে বসেছি এবং আলোচনা করছি। এই ভিন্নতা নিয়ে একসঙ্গে কথা বলা এবং একে অপরের কথা শোনা-এটাই গণতন্ত্রের আসল সৌন্দর্য।" বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায়, যেখানে ভিন্নমতকে প্রায়ই শত্রু হিসেবে দেখা হয়, সেখানে এই বক্তব্য নতুন করে গণতন্ত্রের অর্থ মনে করিয়ে দেয়।

জাইমা রহমানের বক্তব্যে রাজনীতি ছিল না-এমনটা বলা যাবে না। বরং তার বক্তব্য ছিল রাজনীতির গভীরতম জায়গা থেকে উঠে আসা। সেখানে ছিল গণতন্ত্রের দর্শন, নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রচিন্তা। তিনি ব্যক্তিগত আবেগের কথাও গোপন করেননি। বললেন, "ভিন্ন এক অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে আজ এখানে দাঁড়িয়েছি।" এই স্বীকারোক্তি তার বক্তব্যকে আরও মানবিক করে তোলে।

লন্ডন থেকে গত ২৫ ডিসেম্বর বাবা তারেক রহমান ও মা ডা. জুবাইদা রহমানের সঙ্গে দেশে ফেরার পর এটিই ছিল তার প্রথম প্রকাশ্য বক্তব্য। এর আগে আমেরিকা সফর বিএনপির প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে। পরে ইতালির একটি অনুষ্ঠানে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেও, সেখানে সরাসরি রাজনীতির কোনো উপাদান ছিল না। এমনকি প্রয়াত খালেদা জিয়ার জানাজার দিন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ঢাকায় এলে, বাবার সঙ্গে মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ঘটনাও আলোচনায় এলেও, সেটি ছিল ব্যক্তিগত ও কূটনৈতিক সৌজন্যের পরিসরে।

কিন্তু কেআইবি মিলনায়তনের এই মঞ্চটি ছিল ভিন্ন। এখানে তিনি দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে। এখানেই তার বক্তব্য রাজনীতির সীমা ছাড়িয়ে রাষ্ট্রচিন্তার জায়গায় পৌঁছেছে। তিনি বললেন, "নিজের ছোট্ট জায়গা থেকেও দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করার আন্তরিকতা আমাদের সবার থাকা উচিত।" এই বাক্যটি যেন নাগরিক দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তার উপস্থিতি রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করলেও, আলোচনার মূল আকর্ষণ ছিলেন জাইমা রহমানই। কারণ, তিনি কোনো দলীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করেননি, কোনো কর্মসূচির ঘোষণা দেননি। তিনি কথা বলেছেন মূল্যবোধ নিয়ে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। কিন্তু সেই অংশগ্রহণ কেমন হবে-তা নিয়েই প্রশ্ন। বিশেষ করে ৫ আগস্টের পর যাদের ওপর আমরা ভরসা করেছিলাম-কম বয়সি, নতুন, সাহসী-তাদের অনেককেই খুব দ্রুত পুরোনো সিস্টেম গিলে ফেলেছে। কেউ আপস করেছে, কেউ বদলে গেছে, কেউ আবার ঠিক আগের মতোই ক্ষমতার স্বাদে মত্ত হয়েছে। তখনই মনে হয়েছে, এই সিস্টেমের ভেতর জন্মানো, এই সিস্টেমে বড় হওয়া মানুষ দিয়ে এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

কবি জহিরুলের 'পাতা ঝাঁঝি' কবিতায় গ্রিক মিথের বিনির্মাণ ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ

নূরুল হক

> 'পাতা ঝাঁঝি' কবিতাটি প্রমাণ করে যে, মিথ কোনো মৃত হাতিয়ার নয়। একজন দক্ষ কবির হাতে মিথ বারবার জন্ম নেয় নতুন রূপে। ভেনাস বা আফ্রোদিতি এখানে কেবল স্বর্গের দেবী নন, তিনি প্রকৃতির এক অমোঘ শক্তির প্রতীক-যিনি সৃষ্টি এবং ধ্বংস, প্রেম এবং মৃত্যু সৌন্দর্য এবং বীভৎসতাকে একই বিন্দুতে ধারণ করেন। পরিশেষে বলা যায়, কাজী জহিরের 'পাতা ঝাঁঝি' কবিতায় গ্রিক মিথের প্রয়োগ অত্যন্ত সার্থক এবং বহুমাত্রিক। তিনি ভেনাস ও অ্যাডোনিসের রোমান্টিক ট্র্যাজেডিকে এক অদ্ভুত উদ্ভিদতাত্ত্বিক মিথের জন্মরহস্যে রূপান্তরিত করেছেন এবং শেষমেশ তাকে আধুনিক নাগরিক জীবনের জটিল মনস্তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই অল্প পরিসরে আমরা দেখলাম, কীভাবে একটি ক্ষুদ্র কবিতা মিথের বিশাল ভাণ্ডারকে ধারণ করে হয়ে উঠেছে কালাতীত

বাংলা কবিতায় মিথের ব্যবহার নতুন কোনো ঘটনা নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে-প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিথকে কবিতায় ঠাঁই দিয়েছেন। তবে সমকালীন বাংলা কবিতায় কাজী জহিরুল ইসলাম মিথকে যেভাবে ব্যবহার করেন, তা কেবল আখ্যানের পুনরুক্তি নয়, বরং মিথের 'বিনির্মাণ' বা `Reconstruction'। তাঁর 'পাতা ঝাঁঝি' (Venus Flytrap) কবিতাটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আপাতদৃষ্টিতে একটি সাধারণ উদ্ভিদ 'ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ'-এর নামকরণের আড়ালে তিনি গ্রিক পুরাণের প্রেমের দেবী ভেনাস (বা আফ্রোদিতি) এবং মর্ত্যের সুন্দর যুবক অ্যাডোনিসের প্রেমকাহিনির এক নতুন দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা দিয়েছেন। অল্প শব্দের এই বিশ্লেষণে আমরা দেখব কীভাবে কবি কাজী জহিরুল ইসলাম মিথের আধার ব্যবহার করে আধুনিক নগরজীবনের এক রূঢ় ও গোপন সত্যকে উন্মোচন করেছেন।

১. মিথের পটভূমি: ভেনাস ও অ্যাডোনিসের চিরকালীন আখ্যান

কবিতাটির গভীরে প্রবেশের আগে এর পেছনের গ্রিক মিথটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন, যা কবি নিজেও কবিতায় উল্লেখ করেছেন। গ্রিক পুরাণে 'আফ্রোদিতি' (রোমান পুরাণে 'ভেনাস') হলেন প্রেম, সৌন্দর্য ও যৌনতার দেবী। তিনি স্বর্গের বাসিন্দা হলেও মর্ত্যের এক অপরূপ সুন্দর যুবক অ্যাডোনিসের প্রেমে পড়েন। এই প্রেম ছিল তীব্র, আদিম এবং শরীরী। অ্যাডোনিস ছিলেন শিকারি। আফ্রোদিতি তাঁকে বন্য পশুর কাছ থেকে সাবধানে থাকতে বলতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক বন্য শূকরের আঘাতে অ্যাডোনিসের মৃত্যু হয়। অ্যাডোনিসের রক্ত থেকে জন্ম নেয় লাল অ্যানামুনি ফুল। এই হলো ধ্রুপদী মিথের মূল কাঠামো। কিন্তু কাজী জহির এই মিথের মূল কাঠামোটি গ্রহণ করে তাতে এক অভিনব সংযোজন ঘটিয়েছেন। তিনি ওভিদ (Ovid)-এর 'মেটামরফোসিস' (Metamorphoses)-এর আদলে গল্পের ভেতরে আরেকটি গল্প তৈরি করেছেন। তিনি এনেছেন এক 'সাক্ষী'-একটি ক্ষুদ্র তৃণ বা উদ্ভিদকে, যা এই ঐশ্বরিক ও মর্ত্যের নিষিদ্ধ মিলনের গোপন দর্শক।

মিথের অতল গহ্বর থেকে অ্যাডোনিসের জন্মবৃত্তান্ত, অভিশাপ ও ভেনাসের ট্র্যাজেডিটিও তুলে আনা দরকার। বোঝা দরকার কেন কবি বলেছেন, "পাপবোধে মূর্ছা যায় ক্রন্দনরতা ক্ষুদ্র তৃণ"।

কবি জহিরুলের 'পাতা ঝাঁঝি' কবিতাটি পাঠ করার সময় এর মিথিক্যাল সাবটেক্সট বা পৌরাণিক অবচেতনাটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি। কবি যখন বলেন, "এটি খুব সাধারণ এবং পুরনো গল্প", তখন তিনি আসলে মিথের এক বিশাল, জটিল এবং রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করেন। গ্রিক পুরাণে ভেনাস (আফ্রোদিতি) এবং অ্যাডোনিসের প্রেমকাহিনি কেবল একটি রোমান্টিক আখ্যান নয়; এর শিকড় প্রোথিত আছে এক ভয়ংকর 'অজাচার' (Incest), অভিশাপ এবং রূপান্তরের ইতিহাসের গভীরে। কবিতার 'পাপবোধ' শব্দটির ওজন বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে অ্যাডোনিসের জন্মের সেই নিষিদ্ধ ইতিহাসের দিকে।

ক. পাপের বীজ ও নিষিদ্ধ জন্ম:

অ্যাডোনিসের জন্মবৃত্তান্ত গ্রিক মিথলজির অন্যতম কলঙ্কিত ও করুণ অধ্যায়। সাইপ্রাসের রাজা সিনিরাস (Cinyras)-যাকে অনেক মিথে সম্রাট হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে-ছিলেন অ্যাডোনিসের পিতা এবং একইসঙ্গে নানা। সিনিরাসের কন্যা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী মীরা (Myrrha)। মিথ অনুসারে, মীরার মা দাবি করেছিলেন যে তাঁর কন্যা সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির চেয়েও সুন্দরী। তখন অহংকারে ক্ষুব্ধ হয়ে দেবী আফ্রোদিতি এক ভয়ংকর প্রতিশোধ নেন। তিনি মীরার মনে তার নিজের পিতা সিনিরাসের প্রতি এক তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেন।

কামনায় অন্ধ হয়ে মীরা এক ধাত্রীর সহায়তায় নিজের পরিচয় গোপন করে অন্ধকার রাতে মদ্যপ পিতার শয্যাসঙ্গিনী হন। এই নিষিদ্ধ মিলনের ফলেই মীরার গর্ভে অ্যাডোনিসের জন্ম। এখানে লক্ষণীয়, কবিতার ভেনাস বা আফ্রোদিতি নিজেই কিন্তু এই 'পাপ'-এর মূল কারিগর। যে অ্যাডোনিসের প্রেমে তিনি পরে পাগল হবেন, সেই অ্যাডোনিসের জন্মের পেছনে রয়েছে দেবীরই দেওয়া এক কুটিল অভিশাপ।

খ. অরণ্যে হত্যাচেষ্টা ও বৃক্ষে রূপান্তর:

যখন রাজা সিনিরাস জানতে পারেন যে তিনি তার নিজের কন্যার সাথেই মিলিত হয়েছেন এবং অনাগত সন্তানটি তারই ঔরসজাত, তখন তিনি লজ্জায় ও ঘৃণায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। এই ঘোরতর সামাজিক ও ধর্মীয় পাপ লুকোবার জন্য তিনি তলোয়ার বের করে নিজের কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। প্রাণভয়ে মীরা অরণ্যের দিকে পালিয়ে যান এবং দেবতাদের কাছে করুণা এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

SECI Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1090789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Mybestfly
الكويتية
KUWAIT
AIRWAYS
SUMMER SALE - 2026
New York - Dhaka - New York
Starting From
$590+
One-Way
$1190+
Round Trip
KUWAIT
Scan Me
mybestfly.com
718 406 9745
Sister Concern Company of
Global Tours & Travel
World Tours & Travel
37-12 75th St, 2nd floor Suite # 206. Jackson Heights, NY-11372, USA

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

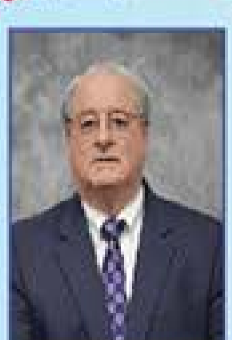

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

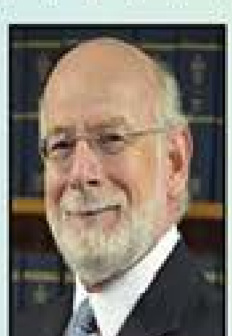

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

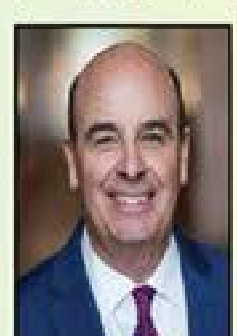

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

বাহরাইন থেকে নিউ ইয়র্ক পোস্ট অফিস: বিতর্কের বেড়াজালে নির্বাচন কমিশন!

সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, তিনি একটি বিশ্বমানের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান। এই ঘোষণা আশার সঞ্চার করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বর্তমান কার্যক্রম সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে যথেষ্ট বলে মনে হয় না। বাহরাইন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালটের যাত্রাপথ। সহিংসতা। রাজনৈতিক হুমকি। ধর্মের ব্যবহার। এবং কমিশনের নীরবতা। সব মিলিয়ে আশঙ্কা ও বিতর্ক দুটোই বাড়ছে। আমি মনে করি, এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। নির্বাচন কমিশন চাইলে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে পারে। পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে পারে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে প্রশাসনকে সক্রিয় করতে পারে। সহিংসতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখাতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে পারে

আহসান হাবিব বরুণ

আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। বহু বছর ধরে জমে থাকা অনাস্থা, ভয়, নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ও বিতর্কের ইতিহাসের পর জাতি আজ নতুন করে আশা করছে একটি উৎসবমুখর ভোটের জন্য। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, নির্বাচন কমিশনের কিছু সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। গোটা বিশ্বের চোখ এখন ঢাকার দিকে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। উন্নয়ন সহযোগী। মানবাধিকার সংস্থা। বিদেশি পর্যবেক্ষক। এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা গভীর আগ্রহে এই নির্বাচনের প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছেন। এই আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নিরপেক্ষতা। দক্ষতা। পেশাদারিত্ব এবং সাহসই নির্ধারণ করে দেয় একটি নির্বাচন কতোটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো- নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিতর্কের মেঘ ততই ঘন হচ্ছে। শুরুতে ছিল পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। এরপর বিদেশি পর্যবেক্ষকদের থাকা-খাওয়ার খরচ বহনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আর এখন বাহরাইন থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক পোস্ট অফিস পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট নিয়ে একের পর এক ঘটনায় নির্বাচন কমিশন যেন এক গভীর আস্থার সংকটে পড়ছে। পোস্টাল ব্যালট বিষয়টি কোনো সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাংবিধানিক ভোটাধিকার নিশ্চিত করার একটি স্পর্শকাতর ব্যবস্থা।

একই সঙ্গে এটি নির্বাচনের গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই ব্যালট যদি বাহরাইনে কোনো ব্যক্তির বাসায় গুনতে দেখা যায়। কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের পোস্ট অফিসে হাজার হাজার ব্যালট 'বিলির অযোগ্য' আখ্যা দিয়ে গুদামে পড়ে থাকে। এবং নির্দিষ্ট সময় পার হলে গার্বেজে ফেলে দেয়ার উপক্রম হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠবেই যে, নির্বাচন কমিশন কি আদৌ এই জটিল প্রক্রিয়ার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত ছিল। আমি মনে করি, নিউ ইয়র্কের ঘটনাটি আলাদা করে ভাবার দাবি রাখে। হাজারো পোস্টাল ব্যালট পেপার যুক্তরাষ্ট্রের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের স্টোরেজে পড়ে ছিল। নির্দিষ্ট সময় পর এসব চিঠি গার্বেজ হিসেবে ফেলে দেয়ার নিয়ম। একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান পোস্টাল কর্মীর কৌতূহল ও দায়িত্ববোধ না থাকলে হয়তো এসব ব্যালট চিরতরে নষ্ট হয়ে যেত। এটি কোনো ছোটখাটো ভুল নয়। এটি একটি সম্ভাব্য গণতান্ত্রিক বিপর্যয় বলে আমি মনে করি। কারণ এখানে প্রশ্ন শুধু কয়েক হাজার ভোট হারানোর নয়। বরং এই ঘটনা নির্বাচন ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও অসতর্কতার প্রমাণ বহন করে। নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ব্যালটে জিপ কোডের বদলে পিও বক্স লেখা ছিল। ফলে সেগুলো ডেলিভারি না হয়ে স্টোরেজে জমা হয়। প্রশাসনিকভাবে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। কারণ প্রশ্নটা আরও গভীরে। পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর আগে ঠিকানার যথাযথ যাচাই কি নির্বাচন কমিশন করেনি। প্রবাসীদের ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে এতটা ঢিলেঢালা প্রস্তুতি কি গ্রহণযোগ্য? বাস্তবতা হলো- এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব নির্বাচন কমিশন এখনো দিতে পারেনি।

অন্যদিকে বাহরাইনের ভাইরাল ভিডিও পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। সেখানে দেখা যায়, একাধিক ব্যক্তি একটি বাসায় বসে অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুনছেন। ভিডিও ধারণে বাধা দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে- ভিডিও ছড়ালে ভাবমূর্তির ক্ষতি হবে। এই বক্তব্যই আসলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশ করে দেয়। কারণ যেখানে স্বচ্ছতা থাকার কথা। সেখানে গোপনীয়তার অজুহাতে সত্য আড়াল করার চেষ্টা মানেই সন্দেহকে আরও গভীর করা।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভিডিওতে ১৬০টি ব্যালট ছিল। কোনো খাম খোলা হয়নি। তদন্ত চলছে। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। জনমনে সন্দেহ ঢুকে পড়েছে। আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সন্দেহই সবচেয়ে বড় শত্রু। একবার যদি মানুষ বিশ্বাস হারায় তাহলে পরে শত ব্যাখ্যা দিয়েও সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা কঠিন। এই সন্দেহ আরও তীব্র হয়েছে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার কারণে। ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন। এই তিনটি নির্বাচনই নানা মাত্রায় বিতর্কিত ছিল। ভোটার উপস্থিতি, প্রশাসনের ভূমিকা, বিরোধী দলের অংশগ্রহণ। সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। ফলে মানুষ আজ আর শুধু আশ্বাসে বিশ্বাস করতে চায় না। তারা চায় দৃশ্যমান নিরপেক্ষতা। চায় কঠোর ব্যবস্থা। চায় নির্বাচন কমিশনের দৃঢ় অবস্থান। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে আরেকটি ভয়ঙ্কর বাস্তবতা আমাদের সামনে এসেছে। সহিংসতা, একের পর এক লাশ। তফসিল ঘোষণার মাত্র বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেই বহুল আলোচিত নৃশংস হত্যার মধ্যদিয়েই শুরু হয় নতুন করে হত্যার রাজনীতি। সেই ধারা এখনো অব্যাহত। নিয়মিতই লাশ পড়ছে। মানুষ খুন হচ্ছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া।

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

রাজনীতি হোক প্রতিযোগিতার

ড. হারুন রশীদ

ফেলে এসেছি ২০২৫। বিগত বছর মহাকালের হিসাবে কিছুই না। কিন্তু একটি দেশের জন্য সময়টি কম নয়। বিশেষ করে, ২৪-এর গণআন্দোলন পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ বছর ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংস্কারের লড়াই এবং জনমতের পরিবর্তনের পর দেশ এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। বিশেষ করে ২০২৬ সালের শুরুতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণ-পরবর্তী বাস্তবতায় এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চলে যাওয়া কেবল একটি রাজনৈতিক দলের শূন্যতা নয়, বরং কয়েক দশকের দ্বিমেরুকেন্দ্রিক রাজনীতির একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। এই নতুন বাস্তবতাতেই আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। এরই মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সীমা পার হয়েছে। দেশ এখন পুরোপুরি নির্বাচনী আবহে।

প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইতিহাসে এক ভাগ্যনির্ধারণের দিন হতে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমা ও সংস্কার প্রক্রিয়ার পর জাতীয় নির্বাচন কেবল জনমত প্রতিফলনের মাধ্যম নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি পুনর্গঠনের এক মহাপরীক্ষা। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এবারের ভোট হবে প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, অংশগ্রহণমূলক এবং কারচুপিমুক্ত। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রথম শর্ত হলো, ভোটারদের নির্ভয়ে কেন্দ্রে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করা। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোটাররা যেন কোনো চাপ বা ভয়ভীতি ছাড়া তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রকে নিরাপদ রাখা জরুরি। গণতন্ত্র তখনই সার্থক হয়, যখন সব গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করতে হলে, সব দলের জন্য 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বা সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। কোনো বিশেষ দলকে সুবিধা না দিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সরকারের পাশাপাশি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নৈতিক বাধ্যবাধকতা। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অবাধ করার ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা হবে ইতিহাসের পাতায় দালিলিক প্রমাণের মতো। কমিশনকে প্রমাণ করতে হবে, তারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অনুগত নয়, বরং সংবিধানের রক্ষক। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে শতভাগ নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করার চ্যালেঞ্জ কমিশনকে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কেবল প্রশাসন নয়, নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। প্রার্থীরা যেন জনকল্যাণমুখী ইশতেহার নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হন এবং ভোট যেন পেশিশক্তি বা অর্থের বিনিময়ে না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের কার্যকর পর্যবেক্ষণ নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। গত বছরে 'সংস্কার' শব্দটি ছিল বহুল আলোচিত। ২০২৬ সালের রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্থায়ী সংস্কার। দেশের মানুষ এখন কেবল শাসক পরিবর্তন চায় না, তারা চায় ব্যবস্থার পরিবর্তন। নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই হবে নতুন বছরের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক দলগুলোকে কেবল ক্ষমতায় যাওয়ার লড়াইয়ে না মেতে, রাষ্ট্র সংস্কারের রোডম্যাপ স্পষ্ট করতে হবে। বলতে হবে, 'আমরা এই-ই চাই, আমরা এটিই বাস্তবায়ন করব।' দেশের মানুষ অনেক শুনেছেন, এখন তাদের প্রত্যক্ষ করার সময় এসেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে, ২০২৬ সাল হবে তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক পরিপক্বতা প্রমাণের বছর। রাজনীতিতে মেধা ও তারুণ্যের সংমিশ্রণ এখন সময়ের দাবি। প্রথাগত রাজনীতির বাইরে গিয়ে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক এবং জনহিতকর রাজনীতির চর্চা তরুণদের হাত ধরেই শুরু হতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা এবং নতুন নেতৃত্বকে জায়গা করে দেওয়া এখন আর শৌখিনতা নয়, বরং টিকে থাকার শর্ত। বাস্তবতাকে অনুধাবন করে যে দল এগিয়ে যাবে তাদের হাতেই দেশ থাকবে নিরাপদ।

বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে, দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থকতা ধরা পড়ে বাজারের ব্যাগে। নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দুর্নীতি রোধ করাই হবে ২০২৬ সালের রাজনীতির মূল পরীক্ষা। রাজনীতি যদি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারে, তবে সেই রাজনীতির ওপর জনগণের আস্থা ধরে রাখা কঠিন। পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা এবং ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রধান অংশ হওয়া উচিত। বিদ্বেষ আর বিভাজনের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে, জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি গড়ে তোলা ২০২৬ সালের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের সংস্কৃতি চালু করতে হবে। প্রতিহিংসার রাজনীতির

এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করতে পাঠ্যক্রমে সিভিক এডুকেশন বা নাগরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পুলিশ বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে জনগণের সেবকে পরিণত করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে, যাতে ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ২০২৬ সালে একটি সফল নির্বাচন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারলে, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। অনেক দিন ধরে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধমে, গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার ক্ষমতার পরিবর্তন দেখিনি। সময়ে আসছে, সেই শুভ দিনের। আমরা যেন এই সুযোগ নষ্ট না করি

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

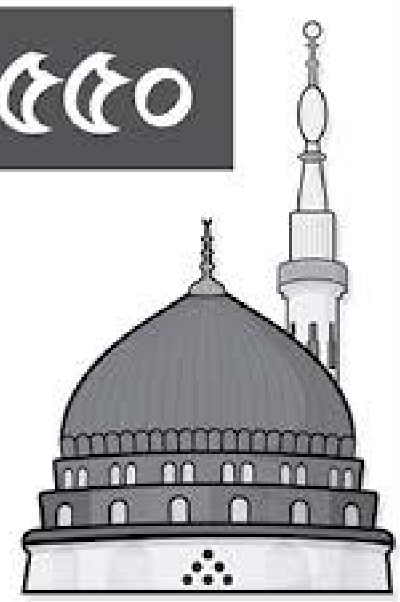

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES | Biman Bangladesh Airlines | American Airlines | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | Emirates | KUWAIT AIRWAYS

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জামান রঞ্জু — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয় — ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

জাতিসংঘ কি জেগে আছে

অজয় দাশগুপ্ত

জাতিসংঘ ব্যর্থ হলে সারা বিশ্বের মানুষের লোকসান। তাদের ভরসার জায়গা নড়ে গেলে এসব হানাহানি কমবে না। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, এককালে জাতিসংঘের আগমন ও ভূমিকা মানেই যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত ছিল। সে ভরসা এখন অস্তমিত।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে রুজভেল্ট ও চার্চিল হোয়াইট হাউসে মিলিত হন। এই বৈঠককে আর্কেডিয়া সম্মেলন বলা হয়। রুজভেল্টই প্রথম মিত্রশক্তিগুলোকে বোঝাতে 'জাতিসংঘ' নামটি ব্যবহার করেন। চার্চিল এ নামটি মেনে নেন। ১৯৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর রুজভেল্ট, চার্চিল ও হ্যারি হপকিন্স মিলে জাতিসংঘের ঘোষণার খসড়া তৈরি করেন। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু প্রস্তাব রাখা হয়। তবে ফ্রান্সকে এতে কোনো ভূমিকা দেওয়া হয়নি। আগের আটলান্টিক সনদের তুলনায় নতুন একটি বিষয় যোগ করা হয়-ধর্মীয় স্বাধীনতা। রুজভেল্টের অনুরোধে স্টালিন এতে সম্মতি দেন।

এর আগের একটি ঘটনা না বললেই নয়। গল্প হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইংল্যান্ড মোটামুটি ধরে নিয়েছিল যে, তার পতন তখন সময়ের ব্যাপার। বারবার চেষ্টা করেও হিটলার বাহিনীকে থামাতে পারেনি তারা। দেশের পর দেশ জয় করা 'বিলেত' দেশটি তখন ভয়ে কাঁপছে। তাদের ইজ্জত-সম্মান তো বটেই, স্বাধীনতাও বুঝি যাওয়ার পথে। তখন আটলান্টিক পারে সদ্য গজিয়ে ওঠা আমেরিকা আনকোরা এক দেশ। যার নাম শুনলেও তেমন কেউ চেনে না। কিন্তু এটা বোঝা হয়ে গিয়েছিল, ওই নতুন দেশটি তৈরি হয়ে আছে। তার শক্তি ও সহযোগিতা ছাড়া হিটলারকে দমন অসম্ভব। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে আমেরিকা-তারাই পারবে শত্রু দমন করতে।

কথিত যে রুজভেল্ট-চার্চিল বৈঠক, সেখানে রুজভেল্ট চার্চিলকে প্রস্তাব দেন তাঁরা সহযোগিতা করবেন এক শর্তে-ধীর ধীরে ইংল্যান্ড সাম্রাজ্যকে গুটিয়ে নিতে হবে, পরাধীন দেশগুলোকে দিতে হবে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা। এখন পেছন ফিরে তাকালে মনে হয় কী দূরদর্শী ছিলেন আমেরিকার এই প্রেসিডেন্ট! ৮০ বছর আগে বুঝেছিলেন তাঁরাই হতে যাচ্ছেন পরাশক্তি। চার্চিলের কাছে এ প্রস্তাব মানার বাইরে আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি তা মেনে নেন এবং তাঁর দেশের পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সরকার যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে একটি সাধারণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। এর প্রেক্ষাপটে উড্রো উইলসন তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা পেশ করেন। উইলসন তাঁর ১৪ দফা শর্তের ১৪ নম্বর দফায় বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ জুন ১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত 'ভার্সাই চুক্তি'র মাধ্যমে ১০ জানুয়ারি ১৯২০ সালে লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৬ জানুয়ারি ১৯২০ সালে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। জাতিপুঞ্জের তিনটি অঙ্গসংস্থা ছিল-পরিষদ, কাউন্সিল এবং সচিবালয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০ এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়। সংস্থাটির উত্তরসূরি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের জন্ম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর ১৯১৯ সালে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল, তার ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের তৎকালীন নেতারা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জাতিসংঘ হয়ে ওঠে একটি স্বীকৃত বিশ্বসংস্থা।

এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এমনকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও তার ভূমিকার কথা বলতে হবে। সে ইতিহাস অম্লমধুর। ভারত, রাশিয়া আর বাংলাদেশসহ কিছু দেশ এককাট্টা হয়ে মরিয়া চেষ্টা চালালেও পাকিস্তান পাচ্ছিল আমেরিকা আর চীনের পূর্ণ সমর্থন। তাদের ভেটো পাওয়ারের কারণে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়া। কিন্তু একসময় সবাই হার মানলে ভুট্টো সাহেব সবার সামনে কাগজপত্র ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। জাতিসংঘ মেনে নিয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

আজকের জাতিসংঘ অনেকটাই একমুখী। তার অভিভাবক আমেরিকার বাইরে পা ফেলতে পারে না সে। উন্নয়ন বা জাতিগঠনসহ নানা বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকলেও যুদ্ধ বা সংঘাত বন্ধে জাতিসংঘ এখন অকেজো প্রায়। সেই অতীতের বাঘা জাতিসংঘ অনেকটাই যেন বিড়ালে পরিণত হয়ে গেছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে, ইউক্রেনের সমর্থনে কিংবা রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থনও দিতে পারে না। কারণ, তার চাবিকাঠি আমেরিকা আর ইউরোপের হাতে। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এখানে চূড়ান্ত। ইরানের ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নময়। ভেনেজুয়েলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, তাদের প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পরও জাতিসংঘের এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

> মানবিক ত্রাণ আর সাহায্যের বাইরে সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কি সফল? মোটেও না। মহাসচিবের আগমন ঘটানো হলেও সমস্যা যায়নি। যায় না। ফলে আমাদের এ কথা মানতেই হবে-হয়তো এই সংস্থা তার সবলতা হারিয়ে ফেলেছে। হয়তো তার কাঠামো আর দর্শন আগের মতো কাজ করছে না। ফলে নতুনভাবে চিন্তা করার সময় উপস্থিত হয়েছে। জাতিসংঘ ব্যর্থ হলে সারা বিশ্বের মানুষের লোকসান। তাদের ভরসার জায়গা নড়ে গেলে এসব হানাহানি কমবে না। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, এককালে জাতিসংঘের আগমন ও ভূমিকা মানেই যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত ছিল। সে ভরসা এখন অস্তমিত। যার মূল কারণ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। অথচ জাতিসংঘের মূল কাজ ছিল এমন একক আধিপত্যের হাত থেকে বিশ্বকে মুক্ত রাখা

নির্বাচন বড় মজার জিনিস

বিমল সরকার

> না, নির্বাচনী মৌসুমে সুযোগ বুঝে তাঁরা নতুন জোট বা মোর্চা গঠন কিংবা তৈরি জোট বা মোর্চায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও বিশেষভাবে তৎপর ও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। নিজ এলাকায় থাকেন না, বলতে গেলে অপরিচিত মুখ। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে নেই, দেখা যায় না কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। অথচ জনপ্রতিনিধি হয়ে মানুষের সেবা করার কী অদম্য বাসনা! হায় রাজনীতি! হায় গণতন্ত্র! 'জুতা আবিষ্কার' নামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতা রয়েছে। 'রাজনীতির জুতা আবিষ্কার' বইটির নামকরণ কালজয়ী ওই কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিশেষে শেরেবাংলাকে শ্রদ্ধাভরে আবারও স্মরণ করি। ইলেকশন বা নির্বাচন আসলেই বড় মজার জিনিস। ইলেকশন এলেই কেবল রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং রাজনীতিকদের মতি-গতি এমন সবকিছু সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়

প্রবাদপ্রতিম বাঙালি রাজনীতিক শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ঢাকার এক জনসভায় (১১ জুলাই ১৯৫৮) বলেছিলেন, 'ইলেকশন বড় মজার জিনিস। এ সময় যে যা-ই বলেন তা-ই সত্য।' ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশে আজ এমনই পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। ভাঙা-গড়া, গ্রহণ-বর্জন, পুরস্কার-তিরস্কার, ভর্ৎসনা-প্রশংসা-এমন আরও কত কিছু। তলে তলে আরও কী ঘটছে বা ঘটে চলেছে, সব খবর কি আর সাধারণের গোচরে আসে?

সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে এখন রাজনীতির ভরা মৌসুম। সারা বছর কিংবা অন্য সময় যেমনই হোক, সংসদ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে রাজনীতিকদের তৎপরতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা বা উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করলে তো কোনো কথাই নেই, শুরু হয় একেকজনের দৌড়ঝাঁপ। গণনায় কর্মী সংখ্যা একেবারে নগণ্য হলেও দলীয় নেতাদের সে কী উৎসাহ আর উদ্যম! দলের নামকরণ, অফিসঘর ভাড়া নেওয়া, সদস্য সংগ্রহ করা, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন-এমন আরও কত কাজ, কত দায়িত্ব। একদিকে দলকে দাঁড় করানো, অন্যদিকে নির্বাচনী তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। ঘুম-বিশ্রামেরও সময় নেই। নির্বাচনের আগমুহূর্তে বিশেষ করে খুচরো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এখন এমনই অবস্থা।

আজ থেকে অন্তত ৪০ বছর আগে, আশির দশকের প্রথম দিকে 'রাজনীতির জুতা আবিষ্কার' শিরোনামে একটি বই পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, বইটির লেখক বাংলাদেশ বেতারের সাবেক অনুষ্ঠান ঘোষক আবুল হাসান। জেনারেল এরশাদ তখন রাষ্ট্রক্ষমতায়। সামরিক অধ্যাদেশবলে দেশে সভা-সমাবেশ ও মিছিলসহ সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ। বইটি লেখার সময় এমনকি 'ঘরোয়া রাজনীতির' দরজাটাও বোধ করি খোলা হয়নি। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, এমনকি ১৯৮৫ সালের হ্যাঁ-না ভোটের তারিখও অনেক দূরে। এমন পরিস্থিতিতে উল্লিখিত শিরোনামের বইখানা আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে হাতে পেয়ে এর কভারপৃষ্ঠা দুটি বেশ কৌতূহলভরে অনেকক্ষণ ধরে দেখি। কভারপৃষ্ঠার দুই পাশের লেখাগুলো পড়ে বইটি পড়ার আগ্রহ আমার আরও বেড়ে যায়-এর ভেতরে তাহলে কী লেখা আছে? নিউজপ্রিন্টের ছাপানো অনধিক ১০০ পৃষ্ঠার বইটির অবয়ব ও ছাপার মান সাধারণ পাঠককে তেমন আকর্ষণ করার মতো না হলেও এর দুই পাশে এলোমেলো অক্ষর ও আঁকাবাঁকা (অনেকটা আশি ও নব্বইয়ের দশকে সুপরিচিত 'উন্মাদ' নামের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনটির আদলে) শব্দ দিয়ে লেখা কল্পিত কিছু রাজনৈতিক দলের নাম সচেতন যেকোনো ব্যক্তিকে ভিন্ন এক ভাবনার জগতে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

উল্লিখিত কয়েকটি কল্পিত রাজনৈতিক দলের নাম অনেকটা এমন (বহু বছর আগের ঘটনা স্মৃতির ওপর ভর করে লেখায় নামগুলো অবিকল নাও মিলতে পারে): 'উত্তরপাড়া মহাদুর্ভিক্ষ দল', 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল পার্টি', 'ওয়ান ম্যান ওয়ান পার্টি', 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা পার্টি', 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দল', 'লেজেগোবরে লীগ', 'খাই খাই পার্টি', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম পার্টি', 'চাচা ভাতিজা মামা ভাগিনা দল' প্রভৃতি। বইটিতে লেখক কিছু ঘটনা ও কল্পিত চরিত্রের মাধ্যমে গল্প এবং আড্ডার ছলে দেশে বিরাজমান আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঠক সাধারণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। সংঘটিত দু-চারটি বিদেশি ঘটনা ও দৃষ্টান্তেরও অবতারণা করা হয় এতে।

এর আগে সত্তরের দশকে নানা নামের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, এই ধারা দেশে এখনো চলমান। এগুলোর মধ্যে বাহারি নামেরও ছিল দু-একটি। ১৯৮০ সালে দেশে ঠিক এমনই 'বাংলাদেশ ইসলামী আওয়ামী লীগ' নামে নতুন একটি রানৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আলহাজ গোলাম মোর্শেদ নামের এক ব্যক্তি ছিলেন দলটির আহ্বায়ক। নবগঠিত ইসলামী আওয়ামী লীগের স্লোগান নির্বাচন করা হয় 'জয় আল্লাহ' এবং 'জয় বাংলা'। (দৈনিক ইত্তেফাক: ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৩)। কেবল জেলা নয়, একদম উপজেলা স্তরে 'প্রধান কার্যালয়' বানিয়ে নতুন দল গঠন করে চালিয়ে যেতেও দেখা যায়। দলের মধ্যে 'প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান' বা 'আজীবন সভাপতি' এমন পদ সৃষ্টি করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন একেকজন। ৩০০ আসনের মধ্যে প্রার্থী হিসেবে একটি বা দুটিতে দাঁড়ানো কিংবা দাঁড় করানো। নিজ দলের অনুকূলে বরাদ্দ করা প্রতীকে সবমুদ্ধ দেড়-দুই শ ভোট পাওয়া-তা সত্ত্বেও নির্বাচনী তৎপরতায় উৎসাহে কোনো ভাটা নেই তাদের। কেবল কি দল? না, নির্বাচনী মৌসুমে সুযোগ বুঝে তাঁরা নতুন জোট বা মোর্চা গঠন কিংবা তৈরি জোট বা মোর্চায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও বিশেষভাবে তৎপর ও উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

নিজ এলাকায় থাকেন না, বলতে গেলে অপরিচিত মুখ। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে নেই, দেখা যায় না কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। অথচ জনপ্রতিনিধি হয়ে মানুষের সেবা করার কী অদম্য বাসনা! হায় রাজনীতি! হায় গণতন্ত্র!

'জুতা আবিষ্কার' নামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতা রয়েছে। 'রাজনীতির জুতা আবিষ্কার' বইটির নামকরণ কালজয়ী ওই কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিশেষে শেরেবাংলাকে শ্রদ্ধাভরে আবারও স্মরণ করি। ইলেকশন বা নির্বাচন আসলেই বড় মজার জিনিস। ইলেকশন এলেই কেবল রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং রাজনীতিকদের মতি-গতি এমন সবকিছু সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

বিমল সরকার: অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক ও কলাম লেখক।

নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকঃ আনোয়ার জাহিদ

নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, অত্র কমিটির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক বর্তমান আমেরিকায় অবস্থান না করায় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অত্র কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

জনাব আনোয়ার জাহিদ

নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের কথা ভাবছেন?

সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সঠিক সময়

আমরা কম সময়ের মধ্যে আপনার বাড়ি সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করতে সহায়তা করতে পারি।

MLS

ISLAND ADVANTAGE REALTY

360 Motor Parkway Suite 200A, Hauppauge, NY 11788. 631.351.6000

আপনি (০% থেকে ৩.৫% ডাউন পেমেন্টে) FHA লোন
সেলফ এমপ্লয়েডরা ৫% ডাউন পেমেন্টে (শুধু ২০২৫ সালের ট্যাক্স ফাইল দিয়ে)
এবং ইনকাম না থাকলেও ২০% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারেন।

কামরুজ্জামান বাচ্চু
KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed Real Estate Salesperson

347.465.3220
kamruzbaccu1@gmail.com

Buying/Selling:
Residential, Commercial
Investment, HUD
Auctions, Foreclosures
REO/Bank Owned &
Short Sale.

Rental:
Cash, W-2
CityPHEPS
PHEPS
Section-8 &
other
programs

প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ'র ৪র্থ সম্মেলন উদ্বোধন

৩ পৃষ্ঠার পর

বক্তব্যে ড. নজরুল ইসলাম বলেন, "বাংলাদেশে বর্তমানে একটি ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক চরিত্র পরিবর্তনের জন্য নানামুখী প্রচেষ্টা চলছে। এই অপ-রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রগ্রেসিভ ফোরামকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।"

সম্মেলনে সভাপতি হাকিকুল হকের সভাপতিত্বে প্রথম পর্ব শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। প্রয়াত সদস্য ও বিশিষ্টজনদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শোকবার্তা পাঠ করেন সাংস্কৃতিক

সম্পাদক সাবিনা হাই উর্বি। স্বাগত বক্তব্য দেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জাকির হোসেন বাচ্চু ও সদস্য সচিব কল্লোল দাস।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুজাহিদ আনসারী, মিথুন আহমেদ, সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি, মোশারফ হোসেন সেন্টু, রানা ফেরদৌস, সাগর লোহানী, ডা. আজিজুল হক, জুলফিকার হোসেন বকুল, আলীম উদ্দিন, ওবায়দুল্লাহ মামুন, ক্লারা রোজারিও, মিনহাজ আহমেদ শাম্মু, তাহমিনা শহিদ, লিয়াকত আলী এবং নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি রানিয়া রেজা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, "মানুষের মুক্তির সংগ্রাম ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রগ্রেসিভ ফোরাম যে ভূমিকা রাখছে, তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

এরপর দ্বিতীয় সাংগঠনিক পর্বে সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি শামসাদ হুসাইন। অর্থ ও সাধারণ সম্পাদকের খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিরো চৌধুরী। পরে নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা ও শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এছাড়া সম্মেলনের সমাপনী পর্বে অনুষ্ঠিত হয় সংগীতানুষ্ঠান। এতে অংশ নেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অতিথি শিল্পী রেজা রহমান।

নতুন কার্যকরী কমিটিতে (২০২৫-২০২৭) রয়েছেন, সভাপতি হাকিকুল হক, সহ-সভাপতি শামসাদ হুসাইন, আশীষ রায়, সৈয়দ রেজাউল করিম, এডভোকেট শেখ আখতারউল ইসলাম, মুনতাক শাহ আজাদ, গিয়াসউদ্দিন বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাচ্চু, সহ-সাধারণ সম্পাদক হিরো চৌধুরী, সুলেখা পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল চৌধুরী, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মিনহাজ আহমেদ শাম্মু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাবিনা হাই উর্বি, প্রকাশনা সম্পাদক সাকি মুনতাসীন, কোষাধ্যক্ষ বিপুল কুমার সাহা, কার্যকরী সদস্য ডা. আব্দুল হক, খান সামান, মিল্টন বড়ুয়া, ইলা চন্দ, কাকলি বিশ্বাস, ডা. মোর্শেদুল হাকিম শুভ্র, মোস্তফা মুনতাসীর, খোরশেদুল ইসলাম, ডা. ওবায়দুল্লাহ মামুন, আলীম উদ্দিন, রীনা সাহা, ডা. আজিজুল হক, মুনাফির আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা, তাহমিনা শহিদ, সঞ্জীবন সরকার, আব্দুল বারী, জুলফিকার হোসেন বকুল, লিয়াকত ইলাহি, কল্লোল দাস, প্রতিমা সরকার, আব্দুল্লাহ চৌধুরী ও আলমগীর কবির।

এছাড়া গত ২১ অক্টোবর ২০২৫ মঙ্গলবার, নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাচ্চু ও সহ-সাধারণ সম্পাদক হিরো চৌধুরী জানান, প্রচার সম্পাদকসহ আরও তিনজন সদস্য পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

হাসিনা আর রাজনীতি করবেন না

১ পৃষ্ঠার পর

সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। আল জাজিরা'র সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল 'তোমার মা কি রাজনীতি থেকে অবসরে যাচ্ছেন? বাংলাদেশে ফিরে গেলে কি তিনি আর রাজনীতি করবেন না? জবাবে জয় বলেন, না। সি ইজ ওল্ড (সে একজন বৃদ্ধা)। সে অবসরে যেতে চান। আগেই তিনি এ কথা বলেছিলেন। প্রশ্ন: তা হলে কি হাসিনা যুগের সমাপ্তি? জয়: সম্ভবত। প্রশ্ন: আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে পুনরায় রাজনীতির সুযোগ পেলে তা কি হাসিনা ছাড়াই হবে? জয়ঃউত্তরে বলেছেন। আওয়ামী লীগ ৭০ বছরের পুরনো একটি রাজনৈতিক দল। ৪০ থেকে ৫০ ভাগ মানুষ এ দলটিকে সমর্থন করে। ৬ থেকে ৭ কোটি ভোটার আওয়ামী লীগের। এ দলটি হাসিনা থাকলে কিংবা না থাকলে এগিয়ে যেতে পারবে।

আল জাজিরা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছে। সাপ্তাহিক আজকালের পাঠকের জন্য তার সারাংশ তুলে ধরা হলো। হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ও বাংলাদেশে তাকে এক্সট্রেডিশন প্রশ্নে জয় বলেন, একটি ক্যাঙ্গারু কোর্টে আমার মায়ের বিচার হয়েছে। সেখানে আমার মা নিজের একজন আইনজীবীও নিয়োগ দেবার সুযোগ পান নি। আর বন্দী বিনিময় একটি ফ্রি ফেয়ার জুডিশিয়াল প্রোসেসের বিষয়। ভারত একটি গনতান্ত্রিক ও আইনের দেশ। তারাও এ বিচার প্রক্রিয়া দেখে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেবে। অন্য কোন দেশে শেখ হাসিনা যেতে চান কিনা কিংবা যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে জয় বলেন, ভারত আমার মায়ের জন্য সেফ হ্যাভেন। সর্বোচ্চ নিরাপদ দেশ। সেটা আমি ও আমার মা উভয়েই মনে করি। আর ইন্ডিয়া-বাংলাদেশের মধ্যে উত্তেজনার যে কথা বলা হচ্ছে তা আমার মাকে নিয়ে নয়। বাংলাদেশে জঙ্গিদের উত্থান ও ভারতের ইস্টার্ন পার্টে বাংলাদেশি টেররিস্টদের সম্ভাব্য তৎপরতা নিয়েই এ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

জয়ের খালাতো বোন ও যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী টিউলিপের পদত্যাগ ও দুর্নীতি প্রশ্নে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, বাংলাদেশ সরকার প্রমান করতে পারেনি। যুক্তরাজ্যের ওয়াচডগ তাকে নির্দোষ বলেছে। টিউলিপ তার সরকারকে বিব্রত করতে চায় নি। তাই পদত্যাগ করেছে।

দুর্নীতি করে আমেরিকায় জয়ের বাড়ি ও ব্যবসা নিয়ে প্রশ্ন করেন আলজাজিরার সাংবাদিক। জবাবে জয় বলেন, এই বাড়িটি দেখছেন এটিই আমার একমাত্র সম্পত্তি। কোন ব্যবসা নেই। আমি এ বছরেই (২০২৬) আমেরিকার নাগরিক হলাম। আমার দুর্নীতি থাকলে এ সময়ে নাগরিকত্ব পেতাম না।

আলজাজিরার সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল 'তোমার মার নির্দেশে জুলাই আন্দোলনে ১৪০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ১১৪ জনকে গণকবর দেয়া হয়েছে। তোমার মা কি এ জন্য ক্ষমা চাইবে? জবাবে জয় বলেন, আগষ্টের সরকার বিরোধী আন্দোলন ঠেকাতে মিসহ্যান্ডেলিং হয়েছে। তবে আমার মা মানুষ হত্যার নির্দেশ দেন নি। যদি তিনি আন্দোলনকারিদের হত্যাই করতেন তাহলে ক্ষমতায় থাকতেন। আর গণকবরের কথা আমি শুনিনি। ২৪ এর গনঅভ্যুত্থান ও সরকারের পতন থেকে তোমাদের কোন শিক্ষা হয়েছে কি? তোমরা রাজনৈতিক দল ব্যান্ড করেছো। সাধারন মানুষের ওপর নির্যাতন করেছো। তোমরা কি অনুতপ্ত না? সজিব ওয়াজেদ জয় বলেন, আওয়ামী লীগ কোন রাজনৈতিক দল ব্যান্ড করেনি। একটি থার্ড পার্টির মামলায় তা কোর্ট করেছিল। আমার মা এতে জড়িত নন।

২০১৮ ও ২০২৪ এর বিতর্কিত নির্বাচন প্রশ্নে জয় বলেন, আমি ও আমার মা ২০২৪ সালের অনিয়মের নির্বাচন চাইনি। আমলারা (প্রশাসন) সে নির্বাচন হাতে তুলে নিয়ে ছিল। এতে আমরা ক্ষুব্ধ ছিলাম। সুষ্ঠ নির্বাচন হলে আমরাই জিততাম। এমন একাধিক জরিপ আমাদের হাতে ছিল। আর ২০২৪ এ নির্বাচনেতো বিরোধীরা অংশগ্রহনই করেনি।

সিনেটে ইমিগ্র্যান্ট বিরোধী 'স্টপ সিটিজেনশিপ অ্যাবিউজ' বিল উত্থাপন

১ পৃষ্ঠার পর

বিল উত্থাপন করেছেন রিপাবলিকান সিনেটর এরিক শিথ। মিনেসোটায় অসংখ্য প্রতারণার তদন্তের মধ্যে এই মার্কিন সিনেটর গত সোমবার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রতারণা এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের অর্জিত নাগরিকত্ব বাতিলের জন্য একটি বিল উত্থাপন করছেন।

রিপাবলিকান সিনেটর এরিক শিথ 'এক্স' (সাবেক টুইটার)-এ 'স্টপ সিটিজেনশিপ অ্যাবিউজ অ্যান্ড মিসরিপ্রেজেন্টেশন (অ্যাম) অ্যাক্ট' নামে বিলটি উত্থাপন করেন।

শিথ বলেন, "সোমালি প্রতারণা কেলেঙ্কারি একটি কঠিন সত্য প্রকাশ করেছে: আমাদের নাগরিকত্ব প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। এটি ঠিক করার সময় এসেছে। এ কারণেই আমি এমন একটি বিল উত্থাপন করছি যা প্রতারণা এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত অর্জিত নাগরিকদের নাগরিকত্ব বাতিল করবে।" (সূত্র-এবিসি৬ নিউজ)

শিথ বলেন, এই বিলটি সরকারি কর্মসূচির বিরুদ্ধে গুরুতর প্রতারণা, গুরুতর অপরাধ, অথবা মাদক চক্র বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে যোগদান বা সংশ্লিষ্টতার মতো গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব বাতিলের জন্য ব্যবহার করা হবে।

পাকিস্তানী পুলিশ অফিসার তালহা যৌন হয়রানীর অভিযোগে সাসপেন্ড

১ পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে তাকে সাসপেন্ড করে। মহিলার অভিযোগ, এনওয়াইপিডি পুলিশ অফিসার তালহা জোরপূর্বক তার নিতম্বে চাপ প্রয়োগ করেছেন। মহিলার টেলিফোন নাম্বারও তিনি চেয়েছিলেন। যা যৌন হয়রানীর পর্যায়ে পড়ে। একজন পুলিশ অফিসার আজকালকে বলেন, এ ধরনের অভিযোগ পেলে সুষ্ঠ তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করা হয়। তদন্ত শেষে দোষী প্রমানিত হলে চাকুরী হারাবে। নির্দোষ প্রমানিত হলে সার্ভিসে ব্যাক করবে। মহিলা ১৩ বছর সন্তানের অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য ৯১১ কল করেছিলেন। প্রথম দফায় তালহা ও তার সহকর্মিরা ৯১১ এর রিসপন্সে তার বাসায় যায়। এর ৫ ঘন্টা পরে তালহা একা ঐ মহিলার বাসায় যান ঘটনার ফলো আপ করার জন্য। ঐ মহিলার বাসায় তালহার দ্বিতীয় ভিজিট ছিল। এ ভিজিটের সময় তালহার সাথে অন্য কোন পুলিশ অফিসার ছিল না, দ্বিতীয় দফায় কেন ঐ মহিলার বাসায় গেলেন, এটা কোন ট্র্যাপ কিনা সবকিছু খতিয়ে দেখবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

তালহা ডিপার্টমেন্টে সুখ্যাতির সাথেই কাজ করছিলেন। একটা পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা মোকাবেলায় সাহসিকতার জন্য সম্মানিতও হয়েছিলেন তিনি ৫ বছর আগে। অথচ শ্লীলতাহানীর অভিযোগ তাকে গ্রেফতার ও সাসপেন্ড হতে হলো। ব্রুকলিনে সিক্সটি ওয়ান প্রিসিংক্ট এলাকার ঘটনা। তালহাকে গ্রেফতার করা হয় গত শুক্রবার ১৬ জানুয়ারি। মুচলেকায় তাকে আবার মুক্তি দেয়া হয়েছে। চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন তিনি। ২১ জানুয়ারি এবিসি৭ ও ডেইলি নিউজ সহ মূলধারার মিডিয়াগুলো এ ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট করেছে।

নাইন ওয়ান ওয়ানে পারিবারিক সহিংসতার শিকার এক নারীর কলের সূত্র ধরে তালহা আহমেদ দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। আদালতে নারীর অভিযোগ, দ্বিতীয় দফা ভিজিটে বিবাদী তার নিতম্ব চেপে ধরেন।

২৮ বছর বয়সী তালহার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক স্পর্শ, যৌন অসদাচরণ, যৌন নির্যাতন এবং হয়রানির অভিযোগ আনা হয়েছে। মঙ্গলবার সার্জেন্টের আইনজীবী পিটার ট্রিল সংবাদমাধ্যমে বলেন,এটি খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতি যখন আপনি কাউকে সাহায্য করার জন্য বাইরে যান এবং শেষ পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে এনওয়াইপিডিতে যোগ দেন তালহা। ২০২১ সালেই ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্ট এরিক অ্যাডামসের 'হিরোস অব দ্য মান্থ' হয়েছিলেন তিনি।

৪ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে ক্রাউন হাইটসে একটি পারিবারিক বিরোধের ঘটনা সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছিলেন তিনি। এক বাসার রান্নাঘরে একব্যক্তি ১৩ ইঞ্চি একটি ছুরি নিয়ে উন্মত্ত আচরণ করছিলেন। লোকটি অন্য একজন পুলিশ অফিসারকে ছুরিকাঘাত করলেও সেটি তার আঘাতনিরোধী জ্যাকেটের কারণে বড়ো দুর্ঘটনার কারণ হয়নি। আহত অবস্থায় বেঁচে যান ওই অফিসার। তালহা সেসময় উন্মত্ত ব্যক্তিটিকে থামাতে গুলি চালান। এবং তাকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে গ্রেফতার করেন।

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

সাবেক অবসরপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, কমিউনিটি একটিভিস্ট নিশান রহিম , মিজানুর রহমান, হুমায়ুন কবির, দুলাল বেহেলু ও ক্লিন রুদ্র।

শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত ও গীতা পাঠ মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস আলম মিলা এর পুত্র সামান আলম মোয়াজ। গীতা পাঠ করেন সংগঠনের ওয়েলফেয়ার সম্পাদক উত্তম সমাদ্দার। এর পর বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কার্যকরি কমিটির মধ্যে বক্তব্য রাখেন অর্থ সম্পাদক মোঃ আমানুল, সহ-সভাপতি মোঃ মোজাম্মেল হক, সহ-সভাপতি মতিলাল দাস, সহ-সভাপতি সানি গোপ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ বাবুল হোসেন সানি, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, ওয়েলফেয়ার সম্পাদক উত্তম সমদার ও নির্বাহী সদস্য এম ডি কামাল। সকল বক্তা সংগঠনের বিগত দিনের নানা কার্যবলী তুলে ধরেন এবং সবাইকে এক সাথে মিলে মিশে কাজ করার জন্য আহবান করেন।

প্রধান অতিথি এটর্নী মঈন চৌধুরী পোষ্টাল এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশিরা সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় সুনামের সাথে কাজ করছে। এজন্য আমরা গর্বিত। আমাদেরকে মূলধারার চাকুরিতে বেশি বেশি করে প্রবেশ করতে হবে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব সংগীত ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন পৃথিলা সাহা, রেশ্রা সাহা, ও প্রাধান্যিকা গোপ। গানে অংশ নেন প্রামী গোপ ও নিউইয়র্ক এর স্বনামধন্য শিল্পী রাজিব ভট্টাচার্য ।

এবিসিএসকোর বার্ষিক পারিবারিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

আলম। অনুষ্ঠানে এবিসিএসকোর কোর ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও সেন্টার প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। কোর কমিটির পক্ষে মো. শফিকুল ইসলাম এবং সেন্টার প্রতিনিধিদের পক্ষে তানজিলা চৌধুরী ও মো. মাহফুজুল হক বক্তব্য রাখেন।

এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'আবহো পূর্ণ প্রাণ'র মোড়ক উন্মোচন করেন সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম। উপস্থিত ছিলেন স্মরণিকা সম্পাদক মনজুর কাদের, সহ সম্পাদক মো. মাহফুজুল হক ও নিজাম উদ্দিন এবং সম্পাদনা উপদেষ্টা রহিমা বেগম, জাহাঙ্গীর আহমেদ রুবেল, আনোয়ার পারভেজ, মোঃ শফিকুল ইসলাম, একে এম হক, ইব্রাহিম বড় ভূঁইয়া, জুনায়েদ রানা, মোকাররম চৌধুরী ও আঞ্জুমেন্দা কামাল।

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানির চিফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, লোকাল ৩৭১ এর পক্ষে নু চাঙ, আর্মেনিয়া ভিইকারন, জাহেদ রবিনসন বক্তব্য রাখেন। এসময়ে বিভিন্ন সেন্টারে কর্মরত বাংলাদেশি ইউনিয়ন ডেলিগেটদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

এবিসিএসএ'র প্রেসিডেন্ট ড. নাকিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হেলালে আলম টিটু, ও উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যবৃন্দ ও হাউজিং অথরিটি -সাইটার প্রতিনিধিসহ পাঁচ শতাধিক অতিথি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

'নির্বাচিত দলের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র'

৩ পৃষ্ঠার পর

ইতিহাস রয়েছে। এখানে রাজনৈতিক পরিসরের সব দিক থেকেই ২০ বছর ধরে আমার বন্ধু রয়েছে। তবে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ যে ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে যে দলই জয়ী হোক না কেন, তার সঙ্গেই আমরা কাজ করব।'

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ জানিয়ে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন বলেন, '২০২৪ সালের আগস্ট থেকে আমরা এখানে ব্যাপক পরিবর্তন দেখেছি। আমার মনে হয়, আমরা সামনে আরও পরিবর্তন দেখতে থাকব।' বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় আছেন উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আপনাদের সবার সঙ্গে কাজ করতে, এই আলোচনা চালিয়ে যেতে আমি আগ্রহী।'

এ প্রসঙ্গে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন আরও বলেন, 'আপনারা জানেন, বাংলাদেশের জনগণ কথা বলেছে এবং ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তারা আবারও তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ পাবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। আবারও বলছি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসা ও নিরাপত্তা। আর সে কারণেই আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাকে এই পদে নির্বাচন করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে এখানে আসার সুযোগ দিয়েছেন।'

'মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিতের লক্ষ্যেই মিরাজ'

৩ পৃষ্ঠার পর

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস (মসজিদ নামিরাহ) কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ এ সব কথা বলেন।

জ্যাকসন হাইটস মুনা সেন্টারের অর্থ সম্পাদক মাওলানা মু. ফখরুল ইসলাম মাহমুদের সভাপতিত্বে ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির স্টাডি বোর্ড সদস্য আজগর আলীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মফিজুল ইসলাম মজুমদার। প্রধান আলোচক ছিলেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা অলিউর রহমান সিরাজী। আলোচনা করেন, মসজিদের সেক্রেটারী আহমোবাদ কবির, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী নাসির উদ্দিন আহমেদ, বোর্ড সদস্য হামিদুর রহমান হামিম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মিজানুর রহমান। ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আতাফাত রহমান।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ের এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্তির পয়গাম দিয়ে যায় রাসূলের (সা.) পবিত্র শবে মি'রাজ। মহান আল্লাহ তাকে স্বশরীরে পরিভ্রমণ তথা মিরাজে নিয়ে গিয়েছেন। কুরআনেও বলা হয়েছে তাকে রাত্রে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সে কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিলেন আবু বকর (রা.)। তাইতো তাকে সিদ্দিক উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এখন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মতো ঈমানদার মানুষ প্রয়োজন। এই মহিমান্বিত রজনীতে আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। নামাজ সমাজ গড়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। নামাজ মানুষকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। আমাদের শ্লোগান হতে হবে: আগে নামাজ পরে কাজ। নামাজ আমাদের সকল বিভেদ ভুলে পারস্পরিক ঐক্য, নেতৃত্বের আনুগত্য ও সামাজিক শৃংখলা শিক্ষা দেয়। তাই একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নামাজের ভূমিকা অপরিসীম।

আলোচকরা বলেন, মিরাজ মসজিদের গুরুত্বকে মানুষের মনে প্রোথিত করে, কেননা, আল্লাহ তায়ালা তার হাবিবের মিরাজকে শুরু করিয়েছিলেন মসজিদ থেকে। আবার শেষ হয়েছে মসজিদে। এর মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মসজিদই হচ্ছে মুসলমানদের জাগতিক ও পরলৌকিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে সব জাতি আর বর্ণ একাকার হয়ে যায়। জানান দেয় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের।

এই সপ্তাহের কবিতা

বিচার ও গণতন্ত্র

সুজন দাশ

পক্ষপাতে ধুকলে বিচার,- বিচার তাকে যায় কি বলা?
তেবে দেখুন সুধী সমাজ কাটছে কারা নীতির গলা।
নীতি বিহীন কোন সমাজ সত্যিকারে রয় কি টিকে?
গেঁড়ে বসে সব অনিয়ম মর্যদা মান করতে ফিকে।

সুশাসনের ভিত্তি বিচার থাকলে এটা শান্তি ফিরে,
বিচারবিহীন সব ভেসে যায় শান্তি চলে যায়ও নীড়ে।
পক্ষ নিলে রাষ্ট্র সমাজ যায় ভেসে ন্যায় নীতির ধারা,
বিচার তখন রয়না বিচার সৎ কাজে মন দেয় না সাড়া!

দলও মতের থাকবে তফাৎ আইন হওয়া চাই সবার সমান,
দোষী হলেই শাস্তি পাবে নির্দোষীকে দাও আগে মান।
মূর্খ সমাজ হলেই কেবল আইন তুলে নেয় নিজের হাতে,
ওদের নিয়েই সুবিধাবাজ চিরটাকাল ধ্বংসে মাতে।

নিপীড়িতের পক্ষে বিচার যখন থাকে ঢালটি হয়ে,
হয় কুপোকাত জালিম শোষক গুন্ডা ডাকাত থাকে ভয়ে!
একেই বলে আসল বিচার মানবতা উর্ধ্বে তাবে,
হাকিম নড়ে তাকে হুকুম ন্যায়ের পক্ষে রায়টি যাবে।

বিচার ছাড়া সুশাসনের যায় না কভু আশা করা,
থাকলে বিচার গণতন্ত্র ঘুচে মনের দুঃখ খরা।
পক্ষপাতে আসবে সুদিন এমন আশা করছে যারা,
মানুষ ওরা নয় কখনো সময় হলে বুঝবে তারা।

সৃষ্টির উল্লাস

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

কবির দৃষ্টি জগৎ দেখে
গল্প যত ধ্যানে রেখে
মিটায় মনের তৃষ,
দুঃখ-ব্যথার পাহাড় ঠেলে
আলোর চেরাগ নিত্য জ্বেলে
পায় যে পরম সুখ।

ছন্দ নাচে কলম-ডগায়
সুধা ঢালে স্নেহেরই বায়
গড়ে নতুন দেশ,
অক্ষরেতে জীবন সাজে
সুর বাজে যে মনের মাঝে
মুছে সকল ক্লেশ।

মাটির গন্ধে মাতাল কবি
আঁকে বসে নিখুঁত ছবি
করতে কলুষ দূর,
হৃদয় নিংড়ে বিলান দেওয়া
সুখের পরশ খানিক নেওয়া
সৃষ্টির মধুর সুর।

কাপুরুষের কাব্য না হয়
লড়তে হবে আনতে বিজয়
চুরমারে সব ভয়,
কলম যখন হয় তলোয়ার
বিনাশ ঘটে ঘোর তমসার
কবির লভে জয়।

শূন্য পেটে শব্দ মাগে
তীষণ মায়ায় অনুরাগে
জাগে গভীর প্রাণ,
কষ্টে ঘেরা জীবন হলেও
সবটুকু মন উজাড় দিলেও
ফোটে জয়ের গান।

শীতের সকাল

আতিকুর রহমান

উত্তরের ওই হাওয়ায় নাচে
মাঠের সবুজ ঘাস,
শিশির কণা নিয়ে এলো
মিষ্টি শীতের মাস।

গাছি ওঠে খেজুর গাছে
কোমর বেঁধে রশি,
মাটির হাঁড়ি তরল রসে
দেখছে দাদা বসি।

চাষি তাই সব লাঙল চালায়
ভোরবেলায় ওই মাঠে,
সর্ষে ফুলের হলুদ হাসি
ছড়িয়ে পড়ে বাটে।

কলাই শাক আর আলুর ক্ষেতে
লাগল মধুর ছোঁয়া,
শীতের ভোরে গ্রাম বাংলায়
ওঠে পিঠের ধোঁয়া।

মিষ্টি রোদে উঠোন জুড়ে
হাসছে খোকা খুকি,
শীতের দিনে এমন আমেজ
পায় না যারা দুঃখী।

চিলের ডানায় ভর করে

ইকবাল খান

চিল যখন আকাশে থাকে, আমি শুনি এক পুরোনো প্রতিজ্ঞা,
দূর পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকে তার ডানার দীর্ঘ নিশ্বাস।
নীলের ভেতর সে যেন দাগ কাটে স্বাধীনতার রেখা,
অচেনা বাতাসে ভেসে আসে অদম্য যাত্রাপথের গান।

তার ডানার নিচে জমে থাকা ছায়া আমাকে ডাকে-
ওঠো, আরও ওপরে, যেখানে ভয় আর থেমে থাকা মানে নেই।
পৃথিবী ছোট হয়ে আসে, বড় হয়ে ওঠে নিঃশব্দ উচ্চতা,
যেন জীবনও কখনো চাইলে এমনই হালকা হতে পারে।

চিলের চোখে দেখি জমায়া-জমাট বাস্তবতার স্ফুলিঙ্গ,
দূরের প্রতিটি শিলা, প্রতিটি তরঙ্গ-সব তার মুঠোয় ধরা।
আর আমি নিচে দাঁড়িয়ে ভাবি, আমার স্বপ্ন কি এমন উড়ে যাবে?
এমন স্থির, এমন সত্য, এমন প্রস্থানের দৃঢ় ঘোষণা নিয়ে?

বাতাসে তার পালের মতো ডানা যখন আরও বিস্তৃত হয়,
মনে হয় আকাশ আসলে এক খোলা বই-
যেখানে প্রতিটি উড়ান লিখে যায় এক লাইনের সত্য-
মানুষ বাঁচে যতটুকু আকাশ তাকে উড়তে দেয়।

নিউ রোড জরাজীর্ণ

আনজানা ডালিয়া

নিউ রোড নামে বিখ্যাত থামেলের শহর
ভেবেছিলাম সব নিউ আর সুন্দর
নাহ্ গিয়ে কিছুই পেলাম না
চা,কফি দামে চার গুনা।
শপিং জোন ঠিকই আছে
মই কেড়ে নেয় তুলে গাছে
মেড ইন বাংলাদেশের সিলে
নিয়ে নিচ্ছে মানিব্যাগ ছিলে।
ট্যুরিজম আর ধান চাষে ব্যস্ত তারা
কনকনে শীত আর কুয়াশায় ভ্রমন সারা।

নগর জুড়ে

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

নগর জুড়ে বইছে মাতাল হাওয়া
কেড়ে নিচ্ছে শহরের উড়না খানা
শোনা যায় শুকনো পাতার কান্না
পুরো টাউন আজ যেন স্বামীহীন
বৈধ অবৈধ একাকার হয়ে গেছে
কুকুরগুলো উঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে
খেতে চায় সে নগরের তাজা মাংস
অনুভূতির ঘরে বিচ্ছেদের বৈঠক
হৃদয় উঠোনে ফাটলের চিহ্ন!
চারিদিকে হৈচৈ শব্দ শোনা যাচ্ছে
মনে হচ্ছে শকুন দরজার সামনে।

কুঞ্জখানা স্বপ্নের কারাগারেই বন্দি
কথার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে শব্দ চয়ন
চোখে মুখে ভয়াবহ বিষন্নতার ছাপ
হৃদয়ে বইছে উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ
কাঠ-পোড়া মনে বজ্রপাতের শব্দ
অন্দর হলে হেঁটে চলে অদৃশ্য ছায়া
ভয়ে সারা অঙ্গ থেকে ঝরছে ঘাম
পাতিল ঝুলছে একটি ঝুলন্ত শিকে
কালো বিড়ালটি তাকিয়ে আছে
ঝাপটা দিতে সেই ঝুলন্ত শিকে।

কবি আহম্মদ হোসেন বাবু'র কবিতায় পথচলা!

কাজী হেলাল

কবি, কথা সাহিত্যিক ও আবৃত্তিশিল্পী আহম্মদ হোসেন বাবু'র জন্ম ১৯৬১ সালে ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুরে। জননী আনেলা বেগম আর পিতা মোহাম্মদ মহির উদ্দিন মণ্ডলের স্নেহে তাঁর শৈশব কেটেছে নদীঘেরা জনপদের মাটি, বৃষ্টির গন্ধে ও জ্যোৎস্নাস্নাত রাতের নিস্তব্ধতায়।

মির্জাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেনী শেষে তিনি যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন নতুন বই, নতুন ক্লাস আর বন্ধুদের সঙ্গে আরও আনন্দময় নতুন শিক্ষাজীবনে প্রবেশের। ঠিক তখন তাঁর জীবনে ঘটে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

প্রাদেশিক রাজনৈতিতে বাবার সংশ্লিষ্টতার কারণে হঠাৎই জীবনের মোড় যায় ঘুরে। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশেষ করে সিপিএম রাজনীতির সংঘাত, তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলো-পরিবার নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে।

দশ বছরের কোমল শেকড় উপড়ে, শৈশবের বন্ধুদের বুকের স্পর্শকে পেছনে রেখে, স্বদেশের মাটির গন্ধকে বুকের গহীনে লুকিয়ে কবি পাড়ি দিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানায়। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ-সবকিছুই ছিল তাঁর কাছে অপরিচিত। জন্মভূমির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহপাঠী রানু দাস, কানাইলাল, আব্দুল মুমিন ও বান্ধুরা যেন প্রতি রাতে স্বপ্নের জানলা ধরে এসে দাঁড়াত, এবং বলতো বাবু চল আমরা ঐ নদীর জল ছুঁয়ে আসি'চ 'এইতো যাব আর আসবো' তারপর ঘুম ভেঙে গেলে চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তো।

নির্বাসনের সেই দুঃসহ সময়ে তিনি আশ্রয় নিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশের কবিতার কাছে। জন্মভূমিকে ভুলে থাকার জন্য একটু বড় হয়েই তিনি কলম ধরলেন-কাঁচা হাতে লেখা প্রথম কবিতার অক্ষরগুলো তাঁর জন্য হয়ে উঠল মুক্তির সোপান ও দুঃখ লুকানোর জায়গা। ছোট শোক, বড় বেদনা, গভীর নস্ট্যালজিয়া-সব মিলিয়ে তাঁর কাব্যজন্মের প্রথম বীজ রোপিত হল শৈশব কৈশোরের সন্ধিক্ষণে।

বিশ্বকবি W. H. Auden এক জায়গায় লিখেছিলেন- 'Poetry is the clear expression of mixed feelings.'

আহম্মদ হোসেন বাবু'র কবিজন্ম যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি হয়ে তাঁর হৃদয় সমুদ্রে আছড়ে পড়ে।

নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় এসে তিনি শুরু করেন নতুন জীবন । নজিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় দিয়ে শুরু করে নজিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ ডিগ্রি কলেজ এবং শেষ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বিভিন্ন কবিতা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, লিখেছেন দুই হাতে! তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়ে, অঞ্চলিক জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

পরে জীবনের যাত্রাপথে যোগ হলো শিক্ষকতা-বাংলাদেশ সমবায় কলেজ, কোটবাড়ি, কুমিল্লায় প্রশিক্ষক হিসেবে, এরপর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থায় সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। জীবনের এই সময়ে তিনি শিখেছেন মানুষের ভেতরের আলো ও অন্ধকার দেখে, সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-সংগ্রামের গল্প শুনে।

১৯৯২ সালে তিনি পাড়ি জমান আমেরিকায়। দীর্ঘ ২৭ বছরের প্রবাসজীবন তাঁকে দিয়েছে বিচ্ছেদের দীর্ঘসেতু, আবার দিয়েছে বিশাল মানবজীবনের নতুন ব্যাখ্যা। Emily Dickinson বলেছেন-

'To live is so startling, it leaves little time for anything else.'

আহম্মদ হোসেন বাবু'র প্রবাসজীবনও তেমনই বিস্ময় এবং বেদনার আবহে তৈরি এক সংগ্রামমুখর জীবন । কিন্তু তারপরেও তিনি ভুলে যাননি আত্রাই নদীর মানুষ-প্রকৃতি, গ্রামের ব্যাকুল সন্ধ্যা, অথবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার ক্যাম্পাস।

এখানে লেখকের সঙ্গে কবির প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কবি কাজী হেলাল ও আত্রাই বিধৌত মহাদেবপুরে জন্ম। সমসাময়িক সময়ে তিনিও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা ও মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন! মতিহার চত্বরে ছিল তাঁদের আনাগোনা ও কবিতায় বসবাস!

লেখক কবি আহম্মদ হোসেন বাবু ও লেখক কবি কাজী হেলাল কাছাকাছি শহরের বাসিন্দা হয়েও অদ্ভুত কোন কারনে তাদের দেখা হয়নি কখনোই ! তবে দুজন দুজনের কবিতাকে ভালোবেসে কাছে এসেছেন অন্তর্জালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

কবি আহম্মদ হোসেন বাবু'র মত লেখকও ৯০ এর দশকে টরোন্টো প্রবাসী হন!

সাহিত্যিক ও কবি Ernest Hemingway এক সন্ধ্যায় ঘর ছাড়েন ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বিলাস বৈভব ছেড়ে! পরবাসী হয়ে বহু বছর তিনি কিউবাতে কাটিয়েছেন! এবং সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'The Old Man and the Sea'

তাঁর সুন্দর একটি উক্তির কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই 'But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated.'

এখানে কবি আহম্মদ হোসেন বাবু'র সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি পরবাসী হয়েছেন, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু হেরে যাননি।

বরং প্রবাসের যাপিত জীবনের সুষমা,অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। যা তাঁর কাব্যে কখনো উদ্ভাসিত আলো, কখনো বেদনাময়, তবে সেখানে হতাশা নেই; বরং পুনর্জন্মের শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর জীবনসঙ্গী সেলিনা আক্তার তুহিন, যিনি বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থান করছেন-এই দীর্ঘ যাত্রাপথে ঘর- বাহিরের যে টানাপোড়েন তাঁর আস্থার জায়গা হলো তাঁর স্ত্রী। তাঁদের দুই সন্তান-তন্ময় আহমেদ স্বর্ণ এবং তামান্না আহমেদ শান্তি-প্রবাসে জন্ম এবং

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

কবি, কথা সাহিত্যিক ও আবৃত্তিশিল্পী আহম্মদ হোসেন বাবু

ZILLUR TAX ACCOUNTING
& INSURANCE SERVICES
• Tax Filing & Payroll
• IRS Audit Assistance
• Insurance &
• Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
• OUR SERVICES
☐ Personal Tax Filing
☐ Business Tax Filing
☐ New Business Setup
☐ Home & Business Insurance
☐ Immigration Services
☐ ITIN Number Application
☐ Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY
OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA
CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

New York SNAP Recipients Face Stricter Work Rules Starting in 2026

Shah Nawaz

SNAP Recipients are going to face stricter rules from 2026. AS a recipients what need to do are explained here.

SNAP work requirements:

- Some adults must prof 80 hours of work, training, school or volunteering each month to keep SNAP.
- In most of New York, enforcement starts March 1, 2026.
- If you don't meet the rules, you can usually only get SNAP for three months in three years.
- U.S.-citizen children can still get SNAP even if their parents cannot.

What's changing with SNAP?

Some adults who receive Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), also known as food stamps, now have to show they completed 80 hours a month at a job or an equivalent opportunity to maintain their benefits.

to get our curation of news, insights on big stories, job announcements, and events happening in immigration.

You're Subscribed! Please check your email for further instructions. The new rules are most often applied when you recertify, which is the renewal process where you confirm your household information.

Do these SNAP work rules apply to everyone?

No. Some adults must follow SNAP work rules, but many people are exempt. Also, SNAP has two separate work rule systems.

One set is the general SNAP work rules, which applies to many adults who are able to work. The other is the time limit rule for certain adults, which can cut off SNAP after a few months if you do not meet the 80-hour requirement.

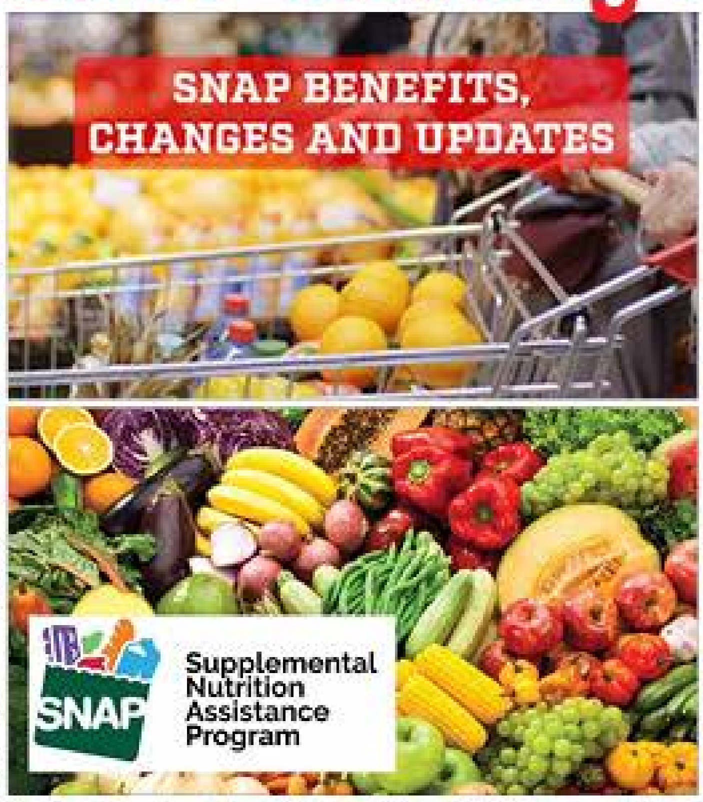

What are the general SNAP work rules?

The general work rules usually apply to adults ages 16 to 59 who are able to work. Under these rules, SNAP may require you to register for work, accept a suitable job offer and participate in employment and training.

If you do not follow these rules, you can be disqualified from SNAP for at least one month and the penalty can be longer if it happens again.

The rest of this article is related to adults whom the government classifies as Able-Bodied Adults Without Dependents. These people have additional requirements to receive SNAP regularly and face harsher consequences if they don't.

What is the stricter SNAP time limit rule?

Under President Trump's One Beautiful Bill Act (OBBA), more SNAP participants will have to work to receive food stamps (—) or provide the government with evidence that they should be exempt from a work requirement.

The biggest changes with SNAP affect Able-Bodied Adults Without Dependents (ABAWD), which the government defines as adults ages 18 to 64 who do not have dependents, a disability that prevents them from working, or a combination of other exemptions.

If you qualify as an ABAWD, and you do not spend 80 hours a month at a job or an equivalent opportunity, then you can generally receive SNAP for only three months within a 3-year period. After those three months are used, benefits stop unless you later meet the requirement or are granted an exemption.

What counts as 80 hours a month?

To keep SNAP, you must document at least 80 hours per month of work. You can meet the requirement through paid work, job training or a combination of approved *Continued on page 26*

Trump wants to Revoke the Citizenship of Immigrants if Convicted of Defrauding

Ajkal Desk

U.S. President Donald Trump announced Tuesday, 13th January that his administration will revoke the citizenship of any naturalized immigrant from Somalia or elsewhere convicted of defrauding American citizens, as part of a broader crackdown on immigration.

"We're also going to revoke the citizenship of any naturalized immigrant from Somalia or anywhere else who is convicted of defrauding our citizens," Trump said in a speech at the Detroit Economic Club.

The statement aligns with the administration's recent moves targeting Somali immigrants, including the decision to end Temporary Protected Status (TPS) for about 1,100 Somalis in the U.S., Homeland Security Secretary Kristi Noem said Tuesday.

Noem argued that conditions in Somalia have improved sufficiently to no longer warrant the humanitarian protections, despite ongoing conflict with al-Shabaab militants. "Country conditions in Somalia have improved to the point that it no longer meets the law's requirement for Temporary Protected Status," she said in a statement. "Further, allowing Somali nationals to remain temporarily in the United States is contrary to our national interests. We are putting Americans first."

The TPS termination, set to expire March 17 unless challenged legally, follows Trump's criticism of Somali immigrants, whom he has called "garbage" and accused of fraud in Minnesota, home to an estimated 76,000 Somalis. The administration surged over 2,000 federal immigration agents to the state amid allegations of fraudulent daycares involving some Somalis.

Trump highlighted immigrant welfare use in a post, sharing a table of recipient rates by country of origin. The top three listed were Bhutan at 81.4%, Yemen Arab Republic (North) at 75.2%, and Somalia at 71.9%.

Queens Leaders slam Trump over threats to withhold federal funds

Anik Raj

President Donald Trump threatened to withhold federal funds to states home to local governments with sanctuary city policies. Official White House photo.

Elected officials in Queens have described President Donald Trump's recent threats to withhold federal funding to any state housing sanctuary cities as an "authoritarian attempt" to punish areas that protect immigrant communities.

Trump on Jan. 14 announced that he would deny federal funds to any states that are home to local governments with sanctuary city policies starting Feb. 1, referring to cities that do not collaborate with federal immigration authorities.

"Effective February first, no more payments will be made by the federal government to states for their corrupt criminal protection centers known as sanctuary cities," Trump wrote in a social media post on Wednesday.

The move marks an expansion of Trump's previous threats to cut off federal funding to sanctuary cities that resisted his administration's immigration policies. In August, a federal judge blocked Trump from denying funding to over 30 cities, including Boston and Los Angeles, due to their policies limiting cooperation with federal immigration officers.

Gov. Kathy Hochul, meanwhile, has vowed to sue the Trump Administration over the latest move, describing the threat as an effort to "intimidate" states like New York to "bow in submission."

Mayor Zohran Mamdani, on the other hand, told reporters that he has texted Trump to express his concerns about the impact that federal funding cuts could have on his affordability agenda. The city's budget relies on $7.4 billion in federal funding, according to the State Comptroller's office, which is mainly allocated toward social services, housing and education.

"Any cut in funding would have a significant impact on the city's ability to not only fulfill the budget that it has today, but also to fulfill an agenda that would ensure that more New Yorkers can afford to stay in the city," Mamdani told reporters on Wednesday.

Meanwhile, State Comptroller Tom DiNapoli said the state received an estimated $96.7 billion in federal funding for the fiscal year 2024/25.

A number of Queens representatives in the state legislature strongly criticized Trump over the threats, with several lawmakers vowing to fight the Trump in court.

Assembly Member Catalina Cruz, a former undocumented immigrant who was born in Colombia, described Trump's threats to withhold funding as "political retaliation and punishment." She said York's sanctuary city policies help to keep communities safe.

New York's sanctuary city policies limit local cooperation with immigration authorities in order to ensure that immigrant populations can access essential services.

"New York has been clear from the start: our policies are about keeping communities safe, utilizing our resources to serve our neighbors, and not taking on the federal government's responsibilities," Cruz said in a statement. "Courts have repeatedly rejected these attempts to strong-arm cities and states. We've fought this before, and we fully expect New York to fight back again in court to defend our communities and uphold our values."

State Sen. John Liu similarly vowed to fight against the move in court, adding that withholding federal funds would devastate the local *Continued on page 26*

An Appeal to Mayor Zohran Mamdani For Staten Island

To:
Mayor Zohran Mamdani
Deputy Mayor for Economic Justice
Director, NYC Office of Management and Budget
Commissioner, NYC Department of Transportation
President & CEO, NYC Health + Hospitals
CEO, Staten Island Economic Development Corporation
City Council Member-District 49, 50 and 51
From:
Mohammed Karim Chowdhury
69 Oxford Place, Staten Island, NY 10301
Subject: Advancing Staten Island Affordability and Equity Through
(1) Verrazzano-Narrows Bridge Toll Relief Partnership and
(2) Establishment of a Staten Island Public Hospital

SUMMARY
Staten Island residents face unique and structural affordability challenges not experienced by residents of other New York City boroughs. Most notably:
- Staten Island is the only borough where residents must pay a toll for routine intra-city travel by car.
- Staten Island is the only borough without a public hospital in the NYC Health + Hospitals system.
- The majority of Staten Islanders believe that Staten Island Residents are being penalized for their geographic location in the city although we all pay the same city, state and Federal taxes.
- The fiscal inequality and inequity towards Staten Island Residents named Staten Island as a 'Forgotten Borough of the city'.

This memorandum proposes two targeted, fiscally responsible interventions aligned with Mayor-Elect Mamdani's AFFORDABILITY Agenda:

1. A City–Resident cost-sharing model to further reduce Verrazzano-Narrows Bridge tolls for Staten Island residents, building on existing State subsidies.
2. The establishment of a Staten Island public hospital to address long-standing healthcare access and equity gaps.

Together, these initiatives materially reduce household costs, advance borough equity, and strengthen public health infrastructure.

I. POLICY PROPOSAL #1: VERRAZZANO-NARROWS BRIDGE TOLL RELIEF FOR STATEN ISLAND RESIDENTS
Historical Context: Staten Island Commuting and Isolation
Prior to the opening of the Verrazzano-Narrows Bridge in 1964, Staten Island residents relied almost entirely on ferries and limited marine transport to access the rest of New York City.
While ferries provided a vital connection, Staten Island remained geographically isolated, with restricted access to employment centers, healthcare, and essential services.
The Verrazzano Bridge transformed Staten Island's integration into the City's economy—but unlike bridges serving other boroughs, it was constructed as a toll facility, embedding a permanent cost into daily life for Staten Island residents.
More than sixty years later, this toll structure continues to impose a borough-specific affordability penalty that no other New York City residents face.
Current Toll Structure and State Subsidy
Since 2014, New York State has funded a resident toll rebate program for Staten Island residents using the Verrazzano-Narrows Bridge. Despite this subsidy, residents still pay approximately $2.75 per crossing, or $5.50 per round trip, via the Staten Island resident E-ZPass program.
Documented State-Supported Rebate Costs (Recent Years):
Fiscal Year Estimated Rebate Value to Staten Island

Residents

FY 2021–2022 ~$22.0 million
FY 2022–2023 ~$23.2 million
FY 2023–2024 ~$26.7 million

These figures represent the value of the toll discount received by Staten Island residents, funded primarily through annual State budget appropriations with limited MTA participation.
While this program has provided meaningful relief, Staten Island remains the only borough whose residents must pay a toll simply to move within their city.
Affordability Impact on Households
At current rates:
- $5.50 per day × ~240 workdays = ~$1,320 annually per commuter

For working-class households, seniors, and essential workers, this recurring cost directly undermines affordability and economic mobility.
Revised City–Resident Cost-Sharing Proposal
Policy Adjustment for Fiscal Responsibility
To balance affordability relief with City fiscal responsibility, this memorandum proposes a shared-burden model rather than full toll elimination.
Proposed Toll Structure (Per Staten Island Resident):
- Resident payment:
  - $1.50 per crossing
  - $3.00 per round trip
- City subsidy:
  - $1.25 per crossing
  - $2.50 per round trip

Zohran K Mamdani
Mayor, The City of New York

Mohammed Karim Chowdhury
National President, ASAAL

- State subsidy:
  - Continues at current levels

This structure:

- Reduces the resident toll burden by nearly 45% (from $5.50 to $3.00 round trip).
- Preserves a modest user contribution.
- Significantly lowers the City's fiscal exposure.

Estimated City Fiscal Impact (Adjusted)
Using recent rebate data as a baseline:
- Current State-supported resident rebates: ~$22–27 million annually
- Proposed City subsidy per resident round trip: $2.50
- Estimated City cost under shared model: ~$120–170 million annually, depending on actual resident crossing volumes.

This represents a substantially lower cost than full toll elimination while delivering meaningful affordability gains.
Policy Benefits
- Restores partial parity with other boroughs without eliminating tolls entirely.
- Delivers immediate, tangible household savings.
- Supports workforce mobility and economic participation.
- Demonstrates fiscal prudence while honoring affordability commitments.

II. POLICY PROPOSAL #2: ESTABLISHMENT OF A STATEN ISLAND PUBLIC HOSPITAL
Current Healthcare Gap
- Staten Island's population (~500,000) is served by only two main hospitals (Staten Island University Hospital campuses and Richmond University Medical Center) with a total of hospital beds well below other NYC boroughs on a per-capita basis. In Staten Island there are about 2 beds per 1,000 residents, compared to about 6 per 1,000 in **Manhattan. New York State Nurses Association**
- Staten Island is the only NYC borough without a public hospital in the NYC Health + Hospitals (H+H) system, meaning the safety-net infrastructure is weaker and residents may have to travel farther for certain services. New York State Nurses Association

Public Hospital Proposal – Rationale
A city-operated public hospital facility on Staten Island would:
- Provide universally accessible care regardless of ability to pay.
- Strengthen the safety-net healthcare infrastructure in a borough with elevated health needs post-events like Hurricane Sandy and ongoing chronic disease prevalence. Northwell Health
- Reduce strain on existing facilities and decrease out-of-borough transfers for complex care.

Cost Estimate – Build & Operate
Construction cost benchmarks (NYC urban context):
- NYC hospital construction typically ranges from an estimated $580 to $870 per square foot due to high urban costs. Becker's Hospital Review
- Using rough benchmarks, a 100-bed community hospital (typical community facility size) could cost on the order of $60M–$150M+ to construct, depending on site, design, and scope. FreshBooks
- Additional outfitting for medical equipment, licensing, and initial operations could increase the cost.

Ongoing operating costs:
- Average annual operating expenses for hospitals vary widely by size; medium community hospitals can have operating expenses in the $100M–$300M/year range depending on services provided. Definitive Healthcare
- A public hospital would also require staffing, technology, and integration with NYC Health + Hospitals administration.

Proposed City Action
Establish a Staten Island Public Hospital as part of NYC Health + Hospitals, providing:

- Emergency and trauma care
- Inpatient and outpatient services
- Behavioral health and substance use treatment
- Primary, preventive, maternal, and child health services

Estimated Costs
Capital Costs:
- Approximately $60–$150 million for a modest-scale (~100-bed) community hospital.

This expenses can be lowered if The City takes over the very poorly operated Richmond University Medical Center and turns it into a NYC Health and Hospital Facility

Operating Costs:
- Approximately $100–$250 million annually, consistent with comparable public hospitals.

Phased Implementation Strategy
1. Phase I: City-operated emergency and urgent care center
2. Phase II: Expansion to inpatient and specialty services
3. Phase III: Full integration into NYC Health + Hospitals system

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Staten Island residents have borne long-standing structural costs—in transportation and healthcare—that no other borough faces. The combined proposals to:
1. Implement a City–Resident shared toll relief model, and
2. Establish a Staten Island public hospital,

offer measured, fiscally responsible, and equity-driven solutions that advance the Mayor AFFORDABILITY Agenda while respecting budget realities.
- Property Taxes: Staten Island collected about $1.1 billion in property taxes in FY 2022 alone, a tangible figure showing local burden. Independent Budget Office
- Disparity in Returns: Despite high tax contributions, Staten Island lacks infrastructure parity — like the only borough without a public hospital and unique toll costs.

Staten Island pays roughly $29B to $41B total tax revenues per year but still does not get the much needed Verrazano Bridge toll relief and or necessary health care services despite repeated demand to City, State and Federal public Officials.
Recommended next steps:
- Direct OMB and DOT to finalize traffic and cost modeling.
- Initiate coordination with MTA and NYC Health + Hospitals.
- Include both initiatives in upcoming operating and capital budget cycles.

আদা খেলে পাবেন যেসব উপকার

জাকারিয়া সুমন

আদা হলো একটি মসলা, যা বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে পারে আদা। মসলাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জিঞ্জেরল, যাতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। চলুন জেনে নিই এর ৯টি গুণ।

বমি বমি ভাব দূর করে

পেটে গ্যাস্ট্রিক রসের উৎপাদন বাড়ায় আদা, যা খাবারকে খুব দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে থাকা অ্যান্টিস্পাজমোডিক পেশির খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি পাচনতন্ত্রের পেশি শিথিল করতে সাহায্য করে। আদায় আছে জিঞ্জেরল, শোগাওল, জিঞ্জেরোন। যা বমি বমি ভাব দূর করে, বিশেষ করে পেট ফোলা ভাব ও অস্বস্তি দূর করে।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়

প্রতিদিন আদা খেলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। আদায় থাকা জিঞ্জেরল ও শোগাওল শরীরের প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ (এনকে বা ন্যাচারাল কিলার্স সেল) উৎপন্ন করে। এনকে সেল হলো শ্বেতরক্তকণিকা, যা দূষিত কোষ ও ক্যানসার কোষ ধ্বংস করে। জিঞ্জেরল শ্বেতরক্তকণিকার কার্যকারিতা বাড়ায়, এই যৌগ ম্যাক্রোফেজের উৎপাদনও বাড়ায়, যা শরীর থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়।

মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে

মাইগ্রেনের ব্যথায় ভুগছেন? প্রতিদিন আদা খান। এটি আপনাকে স্বস্তি দেবে। বহু শতাব্দী ধরে মাইগ্রেনের ব্যথায় ঘরোয়া টোটকা হিসেবে আদা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শরীরের প্রদাহ সৃষ্টিকারী এনজাইমগুলোকে বাধা দেয় আদা। এসব এনজাইমই মাইগ্রেনের জন্য দায়ী। আদা পেশি শিথিল করতে এবং রক্তনালিতে ফোলা ভাব কমাতেও সাহায্য করে। ব্যথা কমায়। শোগাওল মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ হ্রাস করতে পারে। এটি আপনার মস্তিষ্কের সংবেদনশীল এলাকায় রক্তের প্রবাহ কমিয়ে মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়

আদায় বিদ্যমান অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যাল শরীরের ক্যানসার কোষের বিরুদ্ধে লড়াই করে। গবেষণায় দেখা গেছে, আদা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে। আদার রস টিউমারের বৃদ্ধি প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস করে এবং টিউমারের আকৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়।

রক্তে উচ্চ শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

রক্তে উচ্চ শর্করার সমস্যায় বহু শতাব্দী ধরে আদা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আদা টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

মায়ের দুধ কেন পরিপূর্ণ খাবার

অধ্যাপক প্রণব কুমার চৌধুরী

শিশুর জন্মের প্রথম ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া ও শাল দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা জরুরি। ছয় মাস (১৮০ দিন) বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধু মায়ের দুধ খাওয়ালেই চলে। এ সময়ের পর থেকে ঘরে তৈরি বাড়তি খাবারের পাশাপাশি শিশুকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত।

ছয় মাস বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শিশুর পুষ্টির জন্য যা প্রয়োজন, তার সব উপাদান মায়ের দুধে সঠিক পরিমাণে আছে।

মায়ের দুধ পরিপূর্ণ খাবার যেসব কারণে:

* শিশু সহজেই মায়ের দুধ হজম করতে পারে।
* শিশুকে বিভিন্ন রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে।
* শিশুর সর্বোচ্চ শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি হয়।

মায়ের দুধ সময়ের সঙ্গে শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

প্রচুর পানি থাকে বলে গরমকালেও শিশুকে আলাদা করে পানি দিতে হয় না।

মায়ের দুধে থাকা এনজাইম 'লাইপেজ' চর্বি হজমে সাহায্য করে। মায়ের দুধ খেলে পরবর্তী জীবনে শিশুর ডায়াবেটিস, ক্যানসার, কানের প্রদাহ ও দাঁতের সমস্যা কম হয়।

মায়ের জন্যও উপকারী

জন্মের পরপর শিশুকে মায়ের দুধ দিলে মায়ের রক্তক্ষরণ কম হয়। ব্রেস্ট ফিডিং শারীরিক গড়ন আগের অবস্থায় দ্রুত ফিরতে সাহায্য করে। এটি প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজ করে। স্তনের ও জরায়ু ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায় ব্রেস্ট ফিডিং। ঘরে তৈরি বাড়তি খাবারের পাশাপাশি শিশুকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত।

মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা

এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

তেল নিয়ে ৬ ভুল ধারণা

কে.এম লতিফুল হক

১. রান্না করা অলিভ অয়েল খারাপ

অপরিশোধিত বা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের গুণের শেষ নেই। বিশেষ করে হৃদ্‌রোগে এ ধরনের তেল খুবই উপকারী, এমন তথ্য উঠে এসেছে একাধিক গবেষণায়। সালাদ বা রান্না না করে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল খাওয়া ভালো।

কিন্তু এই তেল দিয়ে যদি রান্না করা হয়? অনেকে মনে করেন, সাধারণ তেলের চেয়ে এই তেল দ্রুত ধোঁয়া তৈরি করে, যা নাকি বিষক্রিয়ার লক্ষণ। মোটকথা, এক্সট্রা ভার্জিন তেল দিয়ে রান্না খেলে নাকি ক্যানসার, হৃদ্‌রোগসহ অনেক রোগ বাসা বাঁধতে পারে। ইন্টারনেটে ঢুঁ মারলে এমন অনেক তথ্যই আপনি পাবেন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আদতে এমন তথ্যের কোনো ভিত্তি নেই। নতুন একটি গবেষণা বলছে, কাঁচা খাবারের সঙ্গে সালাদ হিসেবে খাওয়ার চেয়ে বরং রান্না করে এক্সট্রা ভার্জিন তেল খাওয়াই বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে রান্নার সময় আঁচ অল্প হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তবে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল যত উপকারীই হোক, দিনে ২ থেকে ৪ টেবিল চামচের বেশি খেলে সেটাও হতে পারে ক্ষতির কারণ।

তেলের স্মোকিং পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ

কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় রান্না করা হচ্ছে, তার ওপর তেলের পুষ্টিগুণ অটুট থাকা না-থাকা নির্ভর করে। রান্নায় যত ডিগ্রি তাপমাত্রায় তেলের গুণ নষ্ট হওয়া শুরু হয়, সেটিই স্মোকিং পয়েন্ট।

গবেষণায় দেখা গেছে, অলিভ অয়েল বা জলপাইয়ের তেলের স্মোকিং পয়েন্ট ৩৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অর্থাৎ এর চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় তেলটির গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সয়াবিন তেলের স্মোকিং পয়েন্ট ৪৫০ থেকে ৪৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। রাইস ব্রান অয়েলের ৪৯০ ডিগ্রি এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে যা করতে হবে

অধ্যাপক ডা. মো. সেতাবুর রহমান

দেশে স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। স্তন ক্যানসার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা এবং সামাজিক স্টিগ্মা, ট্যাবু ইত্যাদি দূর করে এর লক্ষণ, শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে বাংলাদেশে নারী বা পুরুষ যে কেউই প্রকাশ্যে স্তনবিষয়ক কোনো আলোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করে। একইভাবে নারীদের স্তনে কোনো পরিবর্তন বা প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেও তাঁরা তা গোপন রাখেন। ফলে অনেক দেরিতে রোগটি শনাক্ত হয়।

তাই স্তন ক্যানসারকে লজ্জা পাওয়া বা গোপন রোগ হিসেবে চিন্তা করার অবকাশ নেই। জীবনের দামে লজ্জার দাম পরিশোধ করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। স্তন ক্যানসার শনাক্তকরণে সমাজের সবাই সচেতন হলে স্তন ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত শনাক্ত করা গেলে এই রোগ ক্ষেত্রবিশেষে পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য এবং এর মাধ্যমে স্তন ক্যানসারজনিত মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভব।

শনাক্তকরণের উপায়

* স্তনের স্ব-পরীক্ষা: চিকিৎসকেরা ২০ বছর বয়স থেকে বাড়িতে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

পারকিনসনস কি শুধু বয়স্ক ব্যক্তিদের হয়

ডা. এম এস জহিরুল হক চৌধুরী

পারকিনসনস মস্তিষ্কের একটি ব্যাধি বা ক্ষয়রোগ। মস্তিষ্কে একধরনের রাসায়নিক পদার্থের ঘাটতির কারণে এই রোগ দেখা দেয়। পারকিনসনস বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা দেয় বলে আমরা জানি। কিন্তু এই রোগ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেও হতে পারে।

হাতের কম্পন, পেশির দৃঢ়তা কমা ও সঞ্চালনের সমন্বয়ের মতো অসুবিধা এ রোগের অন্যতম উপসর্গ। এই রোগের প্রাথমিক সূত্রপাত হতে পারে কম বয়সীদের মধ্যেও। তরুণ যাঁরা পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত, তাঁদের আচরণগত পরিবর্তন বা স্মৃতিশক্তি হ্রাস নাও পেতে পারে, যা সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়। কাঁপুনি, নড়াচড়ার ধীরতা, দৃঢ়তা হ্রাস, মুখের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা কমে যাওয়া, কথা বা বক্তৃতার সময় পরিবর্তন তরুণদের মধ্যে পারকিনসনসের লক্ষণ। তরুণ পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ শতাংশের কম।

এই রোগের প্রাথমিক সূত্রপাত হতে পারে কম বয়সীদের মধ্যেও।

তরুণদের মধ্যে পারকিনসনস রোগের লক্ষণ কী? পারকিনসনস ডিজিজের স্বাভাবিক উপসর্গগুলো হচ্ছে কাঁপুনি, হাত কাঁপা (যা সাধারণত একপাশে শুরু হয়), কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন (আওয়াজ কমে যায়), সব কাজে ধীরতা। বিশ্রামের সময় হাতের কাঁপুনি বেশি হয়। নড়াচড়ায় ধীরগতি ব্রাডিকাইনেসিয়া নামে পরিচিত। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি গোসল করতে, পোশাক পরতে, খাবার খেতে বেশি সময় নেন। ধীরগতিতে হাঁটেন, হাঁটার সময় পা টেনে আনতে থাকেন এবং ঘুরে দাঁড়ানোর সময় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে পারেন।

এ ছাড়া শরীরের পেশি শক্ত হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে বাহু, ঘাড় ও পা। মুখের অভিব্যক্তির প্রকাশ কমে এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহ্হামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক থেকে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রায় আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন [illegible] লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই নিজ নিজ সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার [illegible] গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র তৈয়ব আলী নামক (?) গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহঃ

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগঃ

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

জামায়াত কি দেশ চালাতে সক্ষম?

১ পৃষ্ঠার পর

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এটিই প্রথম নির্বাচন। অভ্যুত্থানের পর নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। ফলে আসন্ন নির্বাচন মূলত দুই শক্তির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। যেখানে একদিকে রয়েছে বর্তমানে অগ্রগামী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), আর অন্যদিকে রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। চব্বিশের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া ছাত্রদের দ্বারা গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং অন্যান্য ইসলামপন্থি দলগুলোর সমন্বয়ে নির্বাচনী জোট করেছে দলটি।

সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতে জামায়াতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চিত্র রাজনৈতিক মহলে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক দশক ধরে বিএনপি'র জোটসঙ্গী হিসেবে থাকা জামায়াত এবার জনপ্রিয়তায় বিএনপি'র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)-এর ডিসেম্বরের এক জরিপে দেখা গেছে, বিএনপি'র প্রতি সমর্থন ৩৩ শতাংশ এবং জামায়াতের প্রতি ২৯ শতাংশ।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশি সংস্থা ন্যারেটিভ, প্রজেকশন বিডি, আইআইএলজি এবং জাগরণ ফাউন্ডেশন পরিচালিত যৌথ জরিপে দেখা গেছে, বিএনপি ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং জামায়াত ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ সমর্থন নিয়ে প্রায় সমানে সমান অবস্থানে রয়েছে।

জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট যদি বিজয়ী হতে পারে, তবে তা হবে দলটির জন্য এক অভাবনীয় ঘুরে দাঁড়ানো। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে জামায়াতকে চরম দমনপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ওই সময়ে দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়, শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি দেয়া হয় অথবা কারারুদ্ধ করা হয় এবং হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়।

হাসিনা সরকারের আমলের বিতর্কিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের ভিত্তিতেই এই দমন-পীড়ন চালানো হয়। যা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে গঠিত হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, গত নভেম্বরে সেই একই ট্রাইব্যুনাল ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনাকে চব্বিশের ছাত্র আন্দোলনে ১৪০০-এর বেশি মানুষকে হত্যার আদেশ দেয়ার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে বর্তমানে তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতে নির্বাসনে আছেন হাসিনা। ড. ইউনূস সরকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও নয়াদিল্লি এখন পর্যন্ত হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য হস্তান্তরে রাজি হয়নি।

দশকের পর দশক দমনপীড়ন শেষে জামায়াতের পুনরুত্থান: ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন দেয়ার বিষয়টি আজও বাংলাদেশের অনেক মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। তবে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া এবং পরে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের কারামুক্তি দলটিকে রাজনীতিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সক্রিয় করে তুলেছে।

ফরিদপুরের ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক আল জাজিরাকে বলেন, হাসিনার শাসনামলে আমাদের নেতাকর্মীরা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। অনেক নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। জামায়াত-শিবিরের অসংখ্য কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এখন পরিস্থিতি বদলেছে। মানুষ আমাদের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তারা আমাদের সততাকে মূল্যায়ন করছে। এ কারণেই তারা আমাদের ভোট দেবে।

১৯৪১ সালে বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আবুল আলা মওদুদীর হাত ধরে জামায়াতের যাত্রা শুরু হয়। এরপর এটি একটি আঞ্চলিক আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র শক্তিতে পরিণত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থানের কারণে ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় এলে জামায়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। খালেদা জিয়ার আমলেই জামায়াতের তৎকালীন নেতা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়। ২০০১ সালে জামায়াত আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটে যোগ দেয় এবং সরকারের দুটি মন্ত্রিত্ব লাভ করে।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের বিচার শুরু করেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, সাবেক আমীর মতিউর রহমান নিজামী ও সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এই ক্র্যাকডাউন দলটির নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দেয় এবং টানা ১৫ বছর তাদের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে রাখে।

চব্বিশের অভ্যুত্থানের পর দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমান আমীর ডা. শফিকুর রহমান, নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে দলটি আগামী নির্বাচনের জন্য শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে।

জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. তাহের আল জাজিরাকে বলেন, গত ৫৫ বছর ধরে বাংলাদেশ মূলত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দ্বারা শাসিত হয়েছে। মানুষ উভয়ের শাসনের অভিজ্ঞতা নিয়েছে এবং অনেকের মধ্যেই হতাশা তৈরি হয়েছে। তারা এখন দেশ পরিচালনার জন্য নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তি চায়।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ায় যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, জামায়াত সেখানে নিজেদের বিএনপি'র প্রধান বিকল্প হিসেবে তুলে ধরছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের সাফল্য এই ধারারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডা. তাহেরের দেয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশে জামায়াতের প্রায় ২ কোটি সমর্থক রয়েছে, যার মধ্যে নারীসহ নিবন্ধিত সদস্য বা 'রুকন' সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার। এই বিশাল সাংগঠনিক কাঠামোই নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি'র মতো শক্তিগুলোকে জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে আগ্রহী করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগণের এই আগ্রহ বজায় থাকলে আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবো।

ইসলামপন্থি শক্তির উত্থান ও উদ্বেগ: জামায়াতের এই শক্তিশালী পুনরুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে- বাংলাদেশ কি একটি ইসলামপন্থি শক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত? সমালোচকদের শঙ্কা, ক্ষমতায় এলে দলটি শরিয়াহ আইন কার্যকর করতে পারে কিংবা নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

তবে জামায়াত নেতারা এমন আশঙ্কা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তাদের দাবি, তারা দেশের বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের আলোকেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এবং সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেবেন। দলটির নায়েবে আমীর ডা. তাহের বলেন, আমরা ক্ষমতায় এলে সবার সম্মতিক্রমে গৃহীত সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করবো। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দমনে যেখানে নতুন আইনের প্রয়োজন হবে, আমরা তখন তা পর্যালোচনা করবো।

তিনি জামায়াতকে একটি 'রক্ষণশীল' দল হিসেবে তকমা দেয়ার বিরোধিতা করে নিজেদের 'মডারেট' বা মধ্যপন্থি ইসলামী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। তার মতে, আদর্শ চাপিয়ে দেয়ার চেয়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমেই তারা দেশ পরিচালনা করতে চান।

ডা. তাহের জানান, এনসিপি এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা বীর অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সঙ্গে তাদের জোট মূলত একটি প্রজন্মের মেলবন্ধন। এটি একাত্তরের স্বাধীনতার স্পৃহার সঙ্গে চব্বিশের গণ-আকাঙ্ক্ষাকে একীভূত করার প্রচেষ্টা, যা কোনো কট্টর আদর্শিক অবস্থান নয়।

নিজেদের মুসলিম সমর্থক গোষ্ঠীর বাইরেও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে জামায়াত এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে। দলটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তারা একজন হিন্দু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। খুলনা-১ আসন থেকে কৃষ্ণ নন্দী নামে এক হিন্দু নেতাকে প্রার্থী করে দলটি বার্তা দিতে চাইছে যে, তারা সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক আসিফ বিন আলী মনে করেন, বাংলাদেশের ভোটাররা আগের চেয়ে অনেক বেশি ধর্মপ্রাণ হলেও তারা রাজনৈতিকভাবে বেশ বাস্তববাদী। আল জাজিরাকে তিনি বলেন, সমাজের একটি বড় অংশ ইসলামী ভাবধারার দিকে ঝুঁকছে ঠিকই, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কোনো রক্ষণশীল ইসলামী নেতৃত্বের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। বাংলাদেশে মধ্যপন্থি ও বাম ঘরানার ভোটারদের সংখ্যা এখনো অনেক বেশি, যারা রাষ্ট্রকে কট্টর ইসলামী ধাঁচে পুনর্গঠনের যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবে।

আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক থমাস কিন মনে করেন, জামায়াতের বড় সুযোগ তাদের ইসলামী পরিচয়ে নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল ও 'পরিচ্ছন্ন' রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের ভাবমূর্তি তুলে ধরার মাঝে। বিশেষ করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভোটারদের কাছে এটি একটি বড় আকর্ষণ হতে পারে।

তবে কিন সতর্ক করে বলেন, দলটির অতীত বিতর্ক এবং কিছু আদর্শিক অবস্থান এখনো অনেক ভোটারের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ। তার মতে, আগামী নির্বাচনে জামায়াত হয়তো তাদের ইতিহাসের সেরা ফল করতে যাচ্ছে। কিন্তু জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আমি এখনো সন্দিহান। কারণ এর আগে কোনো নির্বাচনেই তারা ২০টির বেশি আসন বা ১২ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্নিপরীক্ষা: আসন্ন নির্বাচন এবং সেখানে জামায়াতের ফলাফল প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে- বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অগ্নিপরীক্ষা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের থমাস কিন সতর্ক করে বলেছেন, হাসিনা সরকারের পতনের পর ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে যে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনে বিএনপি'র চেয়ে জামায়াত নেতৃত্বাধীন সরকার বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। তিনি বলেন, ভারত নির্বাচনের পর একটি নতুন শুরুর অপেক্ষায় আছে, কিন্তু ক্ষমতায় জামায়াত থাকলে বিএনপি'র তুলনায় সেটি বেশি কঠিন হবে। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মারপ্যাঁচে জামায়াত এবং ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি'র (নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদী দল) পক্ষে একসঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত দুরূহ হবে।

কিন আরও উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, অভিবাসন, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং পানি বণ্টনের মতো দীর্ঘস্থায়ী ইস্যুগুলো ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তাপ ছড়াবেই।

অন্যদিকে, চব্বিশের আগস্টে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে উভয় দেশ কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও পরিবহন সংযোগ চালুর বিষয়ে আলোচনা এবং উচ্চপর্যায়ের সরকারি সফর শুরু করেছে।

জামায়াত সমর্থকদের মতে, ১২ই ফেব্রুয়ারির এই নির্বাচন কেবল একটি ভোট নয়, বরং এটি একটি গণভোটের মতো। দীর্ঘদিন ধরে বর্জন ও বিতর্কের মুখে থাকা একটি দল তাদের সাংগঠনিক সক্ষমতাকে জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য শাসন ক্ষমতায় রূপান্তর করতে পারে কিনা, এটি তারই পরীক্ষা।

সোয়াস (এসওএএস) ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক খান মনে করেন, এবারের লড়াই আদর্শের চেয়ে সুশাসনের প্রতিশ্রুতির ওপর বেশি নির্ভর করবে। তিনি বলেন, এই নির্বাচন ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা বাম বনাম ডানপন্থার লড়াই হবে না। এটি হবে মূলত সংস্কার বনাম স্থিতাবস্থার লড়াই। যে জোট স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সংস্কারের একটি বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা দিতে পারবে, তারাই নির্বাচনে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

শবেবরাতের তাৎপর্য করণীয় ও বর্জনীয়

মুফতি এনায়েতুল্লাহ

আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত পালিত হবে। হিজরি শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত শবেবরাত হিসেবে পরিচিত, যার আরবি লাইলাতুল বরাত। ফারসি শব আর আরবি লাইলাতুন অর্থ রজনী, রাত। বারাত অর্থ মুক্তি, পরিত্রাণ। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় পরিত্রাণের রজনী। যেহেতু হাদিস শরিফে বারবার বিবৃত হয়েছে, এই রাতে আল্লাহ মুসলমানদের গোনাহ থেকে পরিত্রাণ দেন, তাই এ রাতের নামকরণ করা হয়েছে- লাইলাতুল বারাত বা শবেবরাত। হাদিসের পরিভাষায় এই রাতের নাম হলো- লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা মধ্য শাবানের রাত।

ইসলামে অশুভ বলে কিছু নেই। তারপরও সৃষ্টিকর্তা দয়াময় আল্লাহতায়ালা সৃষ্টিজগতে এক বস্তুর ওপর অন্য বস্তুকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন- স্থান হিসেবে মক্কা-মদিনা অন্যান্য স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ। কূপের মধ্যে জমজম সর্বশ্রেষ্ঠ। সাপ্তাহিক দিনের মধ্যে জুমার দিন শ্রেষ্ঠ। মাসের মধ্যে রমজান সর্বশ্রেষ্ঠ। রাতের মধ্যে লাইলাতুল কদর (শবেকদর) শ্রেষ্ঠ। ঠিক তেমনি শবেবরাতও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাত। এসব মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার। এ উপহারগুলো গ্রহণ করে ওই শ্রেষ্ঠ স্থান, দিন-রাত ও সময়কে মুমিনরা কাজে লাগিয়ে যত বেশি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়, আল্লাহ তত বেশি মুমিনের পার্থিব-অপার্থিব মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তাই মুমিনদের উচিত এসব স্থান ও সময়ে যথাসাধ্য ইবাদত ও জিকির-আজকারে মশগুল হয়ে আল্লাহর নৈকট্যলাভে ব্রত হওয়া।

সাহাবি হজরত মুআজ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নফসের পরিশুদ্ধিতেই প্রকৃত সাফল্য

মাওলানা মনিরুজ্জামান

মানুষ সাফল্যের খোঁজে সারাজীবন ছুটে চলে। কেউ তা খোঁজে সম্পদে, কেউ ক্ষমতায়, কেউ মানুষের প্রশংসায়। অথচ কোরআন জানিয়ে দেয়, প্রকৃত জয় কিংবা পরাজয় নির্ধারিত হয় নফসের অবস্থার ওপর। যে নফস আল্লাহর স্মরণে রত হয়, তা শুদ্ধ হয় ও শান্ত হয়। আর যে নফস গাফিলতিতে লিপ্ত হয়, তা কলুষিত হয়, বিপথগামী হয়। আত্মশুদ্ধি তাই কোনো ঐচ্ছিক সাধনা নয়, বরং মুমিন জীবনের মৌলিক দায়িত্ব। নফসের পরিশুদ্ধির গুরুত্ব, তার পথ ও স্তরগুলো উল্লেখ করা হলো, যেন পাঠক নিজের অন্তরের দিকে ফিরে তাকাতে পারে এবং সংশোধনের সাহস পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর নিশ্চয়ই সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে কলুষিত করেছে।' (সুরা শামস : ৯-১০)। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময় এই দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে তাকওয়া দান করুন এবং তাকে পবিত্র করুন। আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিশুদ্ধকারী। আপনিই তার অভিভাবক ও সাহায্যকারী।' (সহিহ মুসলিম) অতএব মানুষের জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

দান-সদকায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা

আলিফুর রহমান

পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত রাগের ওপর দয়া ও ক্ষমাকে প্রাধান্য দিতে মানুষকে পথ দেখায়। সুরা নূরের একটি আয়াতে তেমনই শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সুরা নুর ২২)। এ আয়াতে আমাদের জন্য বহুমুখী শিক্ষা রয়েছে। একটি প্রসিদ্ধ ঘটনাও রয়েছে এ আয়াত প্রসঙ্গে। হজরত আবু বকর (রা.)-এর একজন নিকটাত্মীয়ের নাম ছিল মিসতাহ (রা.)। তিনি ছিলেন একাধারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি, মুহাজির এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম বীর যোদ্ধা। তিনি ছিলেন আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন। যে কারণে হজরত আবু বকর (রা.) তার জন্য মাসিক ভাতা জারি করেছিলেন।

একবার বনু মুসতালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়েশা (রা.) সম্পর্কে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অপবাদের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। পুরো ষড়যন্ত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে মুনাফিকের একটি দল। তারা নানা কটুকথা বলে বেড়ায় মানুষের কাছে। এ সংবাদ যখন রাসুল (সা.) ও হজরত আবু বকর (রা.) জানতে পারেন তখন তারা ব্যথিত হন। অবশ্য পরবর্তী সময় মহান আল্লাহ অহির মাধ্যমে মুনাফিকদের এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিলেন এবং দুর্নাম ছড়ানো ব্যক্তিদের নামও প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

ঘটনাচক্রে দুর্নাম ছড়ানো ব্যক্তিদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মিসতাহ (রা.)। হজরত আবু বকর (রা.) যখন এ এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নেতৃত্বের আবশ্যিক গুণাবলি

মুফতি উবায়দুল হক খান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম মানবতার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছে। সমাজ পরিচালনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করা এসবের কেন্দ্রে রয়েছে নেতৃত্ব। তবে নেতৃত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নয়, বরং দায়িত্ব, আমানত এবং মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহির প্রতিশ্রুতি। এ কারণে ইসলামে নেতৃত্বের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণকে অত্যন্ত জরুরি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিহাসে নবী-রাসুল, সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন এসব গুণের অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের আবশ্যিক গুণগুলো বিশদভাবে তুলে ধরা হলো।

তাকওয়া ও আল্লাহভীতি : ইসলামি নেতৃত্বের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো তাকওয়া। আল্লাহভিত্তিক নেতৃত্বই সর্বোচ্চ ন্যায়, সততা ও দায়িত্বশীলতার নিশ্চয়তা দেয়। যে নেতা আল্লাহকে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City জানুয়ারি ২০২৬

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
23	5:54	7:13	12:08	2:42	5:03	6:22
24	5:54	7:13	12:08	2:43	5:04	6:23
25	5:53	7:12	12:08	2:44	5:05	6:24
26	5:52	7:11	12:09	2:45	5:06	6:25
27	5:52	7:10	12:09	2:46	5:08	6:26
28	5:51	7:10	12:09	2:47	5:09	6:27
29	5:50	7:09	12:09	2:48	5:10	6:28

source: salahtimes.com

New York SNAP Recipients Face Stricter Work Rules Starting in 2026

Continued on page 18

activities. Qualifying activities typically include working a paid job full time or part time, doing in-kind work where you work in exchange for goods or services, volunteering at an approved site or participating in an approved employment and training program. You can also combine work and training hours, as long as the total adds up to 80 hours for the month.

I'm a parent. Do I still qualify for an exemption?

It depends on your child's age.

If your youngest child is 14 to 17, you may now have to meet the 80-hour requirement to keep SNAP, even if you are the head of household.

Who is exempt from the 80-hour rule?

Many people are still exempt. In general, you do not have to meet the 80-hour requirement if you are pregnant, if you can provide medical documentation that proves you have a physical or mental condition that limits your ability, or if you are caring for a child under 14 in your household.

You may also be exempt if you are caring for an incapacitated person who cannot care for themselves, if you are participating in a drug or alcohol treatment program or if you are a student enrolled at least half time.

Students can qualify for exemptions, but SNAP has additional student eligibility rules, so it's important to confirm your situation with your local office.

What exemptions did OBBBA remove?

The law removed some temporary protections that were added in recent years. Under OBBBA, exemptions connected to veteran status, homelessness and young adults who were previously in foster care no longer automatically apply. People in those groups may now need to meet the 80-hour rule.

What's the situation in New York?

Able-Bodied Adults Without Dependents in New York must begin meeting the work rules on March 1, 2026. If you're not sure whether the rule applies where you live, your local SNAP office can confirm. The first month benefits may be cut is June 2026 for people who did not meet the requirement during March, April and May.

Will my SNAP benefits stop immediately if I don't meet the new rules?

Not automatically. Current recipients generally continue receiving benefits, and the new requirements are often reviewed when you renew or recertify your case. If you think you may be affected, it's safer to act early. Recertification is how you renew your SNAP benefits. If you already get SNAP in New York, you will usually receive a recertification packet in the mail about two months before your benefits are scheduled to end. The packet includes a renewal application and an interview appointment listed on the first page.

The process has three key steps:

- You must submit the recertification application before you can be interviewed. You can submit it by mail, online through myBenefits.ny.gov, by fax, or in person at your local department of social services.
- You must complete the interview, which is often done by phone.
- After the interview, the SNAP office may ask you for additional documents, such as proof of income or changes in your household.

If you submit your application after the interview date listed in your packet, you must reschedule your interview yourself before the certification period ends. If you miss deadlines, your benefits can be delayed or stopped, even if you are still eligible.

What about SNAP and mixed-status households?

U.S.-citizen children can still qualify even if their parents are undocumented or no longer eligible. In a mixed-status household, the SNAP office generally asks immigration information only for the people applying for benefits. Benefits are calculated based on the number of eligible people in the household, so the amount may be smaller if not everyone qualifies.

What should I do before my next renewal?

If you think the work rules may apply to you, the most important step is to figure out whether you qualify for an exemption and report it as soon as possible. If you are pregnant, have a disability or care for a child under 14, tell your SNAP office and ask what documents they accept.

If you can work, ask your SNAP office what activities count toward the 80 hours and how you should report your hours each month. If you are close to losing benefits, ask for a written explanation of your time limit status, including which months were counted.

Queens Leaders slam Trump over threats to withhold federal funds

Continued on page 18

economy.

"Threatening to withhold funding to cities that dare to care for our immigrant communities is an authoritarian attempt to punish those who choose basic humanity over fearmongering," Liu said. "Doing so would devastate our local economy and the countless community-based organizations that provide programs and services to New Yorkers from all backgrounds."

Queens Borough President Donovan Richards said diversity is the "heartbeat" of the borough and accused Trump of stooping to a new "low" by threatening federal funding cuts for sanctuary cities.

"Here in The World's Borough, we disprove Donald Trump's dystopian white supremacist worldview every single day, and no threat from Washington will ever stop us from uplifting or defending our immigrant neighbors," Richards said in a statement. "In this proud sanctuary city built by immigrants, like my own father, our diversity is the heartbeat of who we are and who we will continue to be, long after this administration is mercifully out of office." Council Member Julie Won said the threatened federal funding cuts are "reckless," adding that the move "punishes" New Yorkers for keeping immigrant communities safe. "Sanctuary city laws allow people to go to school, go to work, and report crimes without fear, which makes our city stronger, not more 'dangerous,'" Won said.

She described the move as a "political play" that uses federal funds as a "political weapon" to target cities like New York for following due process. Won added that New York would "not be intimidated" into abandoning its values. However, Council Member Joann Ariola, one of five members of the Council's Republican Caucus, described the move as an act of "tough love." Ariola said Trump "really does love New York City" and added that the President is attempting to threaten the city coffers in order to "get a handle" on undocumented immigration, which she described as a crisis.

"We've been spending billions here in the city to shelter people who came across the border illegally," Ariola said. "Maybe once the money starts to dry up, the city administration will finally set their ideology aside, come back to reality and do something about the issue."

Elected officials also blasted Trump for a recent State Department decision to indefinitely pause visa processing for individuals from 75 nations around the world. The measure, which comes into effect next week, applies to countries such as Russia, Brazil, Colombia and Somalia, which the Trump Administration has deemed likely to rely on public assistance in the United States.

The measure does not apply to non-immigrant visas, including tourist visas, student visas or temporary work visas like H-1B work visas or J exchange visas. The indefinite pause instead applies to immigrant visas, such as permanent residency visas. The State Department said non-immigrant visas make up the vast majority of all visa applications.

Still, elected officials criticized Trump over the move, describing the pause as a "cruel policy."

Liu accused Trump of causing "foundational harm" to diversity in America, which he described as the nation's "defining strength." "Halting immigration visas from a staggering 75 countries is pure paranoia that stands to cause irreparable harm to New York, and especially the nation's most diverse county of Queens," Liu said. Cruz said the pause was a harmful policy that tears into families in Queens, noting that the borough is home to a number of international communities featured in the pause.

"The visa process is already expensive and arduous enough; shutting it down entirely is about targeted exclusion, not safety," Cruz said. Won, meanwhile, noted that 75% of her district is foreign-born, including a number of residents from nations included in the pause, such as Bangladesh, Nepal and Colombia. She accused the Trump Administration of "cutting off pathways" for families to reunite with each other in the US and build a future together.

"The Trump Administration should be creating more pathways to legal immigration, as opposed to limiting opportunities for immigrants to come to the United States," Won said. (Source-QNS)

কবি আহম্মদ হোসেন বাবু'র কবিতায় পথচলা!

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসেই বেড়ে ওঠা দুটি স্বপ্ন, যেন দুটি দীর্ঘ কবিতা। যাদেরকে কবিতার মত গড়ে তুলেছেন তাঁরা। কবির বর্ণিল কাব্যজগৎ-দ্রোহ, প্রেম, অপ্রেম, প্রকৃতি, সাম্রাজ্যবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, ও মানবতার সংলাপে ভরপুর এক দীর্ঘ যাত্রা---

এখন পর্যন্ত কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তেরো। কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে- জল দাও অঙ্গিমা, দাঁড়ালে না কথা ছিল, দেখা হয় যদি, ভালবাসি বলতে চাই, যুগল সমর্পণ, নির্ভীক নোঙর, আত্মার আলো আত্মাই, তারামৈত্রীর জন্য সংশতি, বৃক্ষ আমার বন্ধু, মাটিচেতনা বঙ্গবন্ধু, মায়ের মায়া তোমার ছায়া, সৌধ্য এবং তবুও প্রণয় তুমি। সবগুলো কাব্যগ্রন্থ প্রাকোনম্যান পাবলিকেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং সবগুলো কাব্যগ্রন্থের চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোস্তাফিজ কারিগর।

কবির ভাষা স্বতন্ত্র তবে মাটির গন্ধে ভরপুর -কখনো দ্রোহী, সেখানে বারুদ, একাত্তরকে খুঁজে পাওয়া যায়। আবার কখনো কখনো কবি প্রেমময়, মানবিক হয়ে ধরা দিয়েছেন তাঁর কাব্যে । তাঁর কবিতায় প্রবাসজীবন, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতার সংকট থেকে শুরু করে প্রেম-সবই মিশে আছে সমান শক্তিতে।

'জল দাও অঙ্গিমা'

প্রকাশ পায় ২০১৬ এর ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলার তুমুল আলোড়নের ভেতর।

এখানে কবি লিখেছেন দ্রোহ, প্রেম, প্রবাসের যন্ত্রণাবোধ, সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির আবর্ত ও মানুষের একাকিত্ব নিয়ে।

চলুন ছুঁয়ে আসি তাঁর কিছু পংক্তি:

"কুয়াশায় ঢেকে যাওয়া শহরে / একটু ভালোবাসার খোঁজে করি...।"

"কতটুকু কষ্ট পেলে মানুষ কাঁদে / আর কষ্ট কত বেশি হলে মানুষ পাথর হয়ে যায়?"

এই বই পড়লে মনে পড়ে যায় Frost-এর বিখ্যাত উক্তির কথা- 'To be a poet is a condition, not a profession.'

বাবুর কবিতা সত্যিই তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় তাঁর অস্তিত্বের ভাষা জীবন্তভাবে ফুটে এসেছে।

আরো একটি কাব্যগ্রন্থ

'দাঁড়ালে না কথা ছিল'

এখানে প্রকৃতি, প্রেম, যুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের টানাপোড়েন একেবারেই জীবন্ত।

"কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে কোন পক্ষে আমি? কৃষ্ণপক্ষ নাকি শুক্ল? /

আমি তো শান্তিকামী মানুষের দলে-মানুষ আর কবিতা সেই পক্ষে আমি।"

এটি তাঁর মানবতাবাদী কন্ঠের অন্যতম বলিষ্ঠ সুর।

'যুগল সমর্পণ' কাব্যগ্রন্থে তিনি লিখলেন, মানব প্রেম, প্রকৃতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রবাসযাপিত জীবনের সবকে-সবই এই কাব্যে পাওয়া যায়।

"আলোর নিচে অন্ধকারে স্থির দাঁড়িয়ে আছি / অন্ধকারকে শিখবো বলে।"

এই চরণে স্পষ্ট দেখা যায় তাঁর আত্মসংগ্রাম, নিজের অন্ধকারের সঙ্গে তাঁর অবিরাম যুদ্ধ ।

'নির্ভীক নোঙর' কাব্যগ্রন্থে আবার ফিরে এলেন তিনি প্রেম, দ্রোহ, মহাবিশ্ব, আধুনিক বোধ, মূল্যবোধের অবক্ষয়-সব নিয়ে বহুমাত্রিক কাব্যের ভাষা নিয়ে।

"বড় দেশে বড় রাজা বড় কথা বলে/সংশয় নিয়ে মন আজ বড় দোলাচলে।"

সম্পূর্ণ আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে এই চরণে।

'আত্মার আলো আত্মাই'

এটি তাঁর দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার এক কাব্যগ্রন্থ! মানুষ, প্রকৃতি, নদী-সবকিছুই এখানে নস্টালজিয়ার রামধনু আঁকা হয়েছে!

"মানুষ দেখার আনন্দে/আমার কষ্টগুলো ভিজতে থাকে।"

মাটিচেতনা বঙ্গবন্ধু (২০২১)

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, ভাষা আন্দোলন, দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিক রাজনীতি-সব মিলিয়ে এই বইটি তাঁর রাজনৈতিক চেতনার একেবারেই ভিন্ন ধরনের উচ্চারণ।

"আমার নেতা তোমার নেতা ওদের কেউ নয়/বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা দেশের কেউ নয়।"

কি বলিষ্ঠ উচ্চারণে তিনি জাতির পিতাকে স্মরণ করেছেন এখানে!

আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, বর্তমান রাজনৈতিক এবং দেশের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে কবি হয়তো বিমর্ষ হয়ে আছেন! সেই অস্থিরতা থেকে হয়তো সৃষ্টি হবে এক মহাকাব্য আমরা অপেক্ষায় থাকবো সেই নব সৃষ্টির জন্য!

'সৌধ্য' ২০২৪ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি দারুন পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

এখানে লিমেরিক ও রুবাইয়াত এর রূপে-ছন্দে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন কবি

"প্রেম জ্যোতির্ময় প্রলোভন নয়/প্রেম তো আলো আঁধার কী হয়?"

স্বল্পপরিসরে যতটুকু তাঁর কাব্য জগত বিচরণ করে আমার মনে হয়েছে তিনি কবিতাকে নিজের ভেতরে লালন করেন, কবিতায় তিনি ভুবনান্তর খেলেন!

তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ-তবুও প্রণয় তুমি (২০২৫)। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন ধরনের সনেট দিয়ে সাজানো কাব্যগ্রন্থ-প্রকৃতি, দ্রোহ, সাম্রাজ্যবাদ, নৈতিকতার দ্বন্দ্ব-সব মিলিয়ে একজন পরিণত কবির চিত্রাঙ্কণং উঠে এসেছে এখানে। "জিহ্বাকে সুপ্ত করো, কথা বলো চোখে চোখ রেখে।"

আমি মনে করি কবি এখানে তাঁর মানবিক সাহস ও নৈতিকতার ঘোষণা দিয়েছেন স্পষ্ট।

কবি সবসময় কবিতার সঙ্গে ছিলেন এবং এখনো আছেন! একটু পিছন ফিরলে দেখা যায় ; কলেজ জীবনে তিনি যুক্ত হন উন্মেষ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে। বর্তমানে কবি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে চলছেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নকালে পদাবলি, স্বনন, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, প্রবাসে নিউইয়র্ক সাহিত্য একাডেমি-সবকিছু মিলিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন গড়ে উঠেছে বহুমাত্রিক সংগঠনের সঙ্গে পথচলার মধ্য দিয়ে।

তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ- "কবি ছিলেন আমার মা-বাবা"। মোট ১৪ টি গল্প নিয়ে লেখা এই গল্পগ্রন্থটি। গল্পগুলো হচ্ছে- যমুনায় জোছনা জোয়ার, একটি রঙিন রুমাল, এই যাওয়া মানে ফেরা, সোনিয়ার শাড়ির আঁচল, বিবর্ণকাল, বৃক্ষশ্রেণীশোভিত সেই মানুষ, একি ভাগ্যলিপি, একটি জ্যোতির্ময় জোনাকির ঝিলিমিলি, বিষবাষ্প, অশ্রু ভালোবাসার ভাগবাটোয়ারা, পাথরপ্রস্তর, মণিহারের মনিদ্বীপ বন্ধু তুমি, লাশকাটা ঘর, এবং কবি ছিলেন আমার মা-বাবা -শিরোনামেই বোঝা যায় তাঁর কবিচিত্তের মূল উৎস পরিবার, স্মৃতি ও নস্টালজিয়া।

কবি Ezra Pound বলেছিলেন- 'Poetry is the news that stays news.'

আহম্মদ হোসেন বাবুর কবিতাও ঠিক তেমন-সময় গেলে ভাষা বদলায়, প্রসঙ্গ বদলায়, কিন্তু তাঁর কাব্যের অন্তর্দীপ আলো মনে হয় জোনাকির মত, আঁধারে আমাদের পথ দেখায়।

সবশেষে এটুকু বলতে পারি, বারবার কবির দেশ বদলেছে, শহর নগর বদলেছে! তাতে করেই কবির কবিতা গ্লোবাল পরিচিতি পেয়েছে।

আহম্মদ হোসেন বাবু'র কবিতা পড়লে আমরা বুঝি-তিনি কেবল একজন কবি নন; তিনি এক শেকড়চ্যুত মানুষের নির্ভীক অঙ্গীকার, এক অন্তর্মুখ প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস এবং সেই সঙ্গে এক দ্রোহের অগ্নিমূর্তি। তাঁর কবিতায় প্রেম আছে, আছে দেশ, আছে প্রকৃতি, আছে আধুনিকতার সংকট, আছে বিশ্বরাজনীতির দ্বন্দ্ব।

সবশেষে বলা যায়- কবি তাঁর বুকের যন্ত্রণা,অগাধ ভালবাসা নিয়ে কবিতা লেখেন, আর আমরা তাঁর কবিতায় অবগাহন করে নিজেদের খুঁজে পাই।এই কারণেই তাঁর কবিতা বাংলা কবিতায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শুভকামনা কবি! এভাবেই চলতে থাকুক আপনার কলম!

লেখক: প্রাবন্ধিক, আবৃত্তিকার ও নাট্যাভিনেত্রী। টরোন্টো, কানাডা।

বিশ্ব ক্রিকেট কাঁপিয়ে দেওয়া বাংলাদেশের 'উত্তাল' ২০ দিন

৫২ পৃষ্ঠার পর

হয়, বৈঠকে আইসিসি বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরানো সম্ভব নয়। উত্তাপ আরও বেড়ে যায়।

৭ জানুয়ারি ২০২৬ বিসিবি জানায়, আইসিসি আলটিমেটাম দেয়নি। ক্রীড়া উপদেষ্টা স্পষ্ট করেন, দেশের মর্যাদার প্রশ্নে আপস করে ভারতে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ। মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল থেকে বাদ পড়ার ঘটনা তখন বাংলাদেশের ক্রিকেট ছাপিয়ে হয়ে যায় দেশের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপার।

৮ জানুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আইসিসিকে দ্বিতীয় দফায় ইমেইল করে বিসিবি। ৩ তারিখ থেকে ৮ তারিখ টানা ছয়দিন নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে রীতিমতো উত্তাল হয়ে পড়ে ক্রিকেটাঙ্গন।

১২ জানুয়ারি ২০২৬ কয়েকদিন বিরতি দিয়ে ১২ জানুয়ারি ক্রীড়া উপদেষ্টা জানান, আইসিসির নিরাপত্তা দল ভারতে মোস্তাফিজসহ বাংলাদেশ দলের জন্য তিনটি বড় ঝুঁকির কথা বলেছে। উপদেষ্টা আবারও ভারতে না যাওয়ার অনড় অবস্থানের কথা বলেন।

১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তার একদিন পর ১৩ জানুয়ারি বিসিবি ও আইসিসির মধ্যে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে অন্য কোনো দেশে আয়োজনের জন্য আইসিসিকে আবার অনুরোধ করা হয়েছে।

১৬ জানুয়ারি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু নিয়ে আলোচনা করতে শনিবার ঢাকায় আইসিসির প্রতিনিধি আসার কথা জানানো হয়। ঢাকায় এসে বিসিবি কর্তাদের পাশাপাশি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও বৈঠক করার ঘোষণা আসে আইসিসির প্রতিনিধি দলের।

১৭ জানুয়ারি ২০২৬ ঘোষণা অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারি শনিবার ঢাকায় আইসিসির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বিসিবি আবারও বাংলাদেশের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। গণমাধ্যমগুলো জানায়, 'বি' গ্রুপে থাকা আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে গ্রুপ অদলবদলের অনুরোধও করেছে বাংলাদেশ।

১৮ জানুয়ারি ২০২৬ পাকিস্তানের গণমাধ্যমগুলো জানায়, বাংলাদেশের দাবি পূরণ না হলে বিশ্বকাপে খেলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে পিসিবি।

১৯ জানুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ না খেললে বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে নেওয়ার খবর আসে এবং এটাও শোনা যায়, আইসিসি বাংলাদেশকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।

২০ জানুয়ারি ২০২৬ ক্রীড়া উপদেষ্টা আবারও সাফ জানিয়ে দেন, কোনো 'অযৌক্তিক চাপে' পড়ে বাংলাদেশ ভারতে খেলতে যাবে না। বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে আইসিসিকে চিঠি পিসিবির।

২১ জানুয়ারি ২০২৬ আইসিসি বোর্ড সভায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ কেবলমাত্র পাকিস্তানকে তাদের পক্ষে পায়। অন্য সবাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মত দেয়। সেইসঙ্গে আইসিসির পক্ষ থেকে বিসিবিকে ভারতে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে এক দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

২২ জানুয়ারি ২০২৬ আইসিসির বেঁধে দেওয়া ২৪ ঘণ্টা আলটিমেটামের উত্তর দিতে আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিসিবি কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বৈঠক শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার আবারও নিজেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায় বাংলাদেশ। সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ না খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানান আসিফ নজরুল। এখন অপেক্ষা আইসিসির চূড়ান্ত ঘোষণার। স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ উপহার দিবে নাকি 'মিরাকল' কিছু দেখবে বাংলাদেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে ফুটবল বিশ্বকাপেও 'বয়কট' প্রসঙ্গ

৫২ পৃষ্ঠার পর

(ডিএফবি) ও ফিফা।

যদিও বিশ্বকাপ বয়কটের আলোচনা এখনো প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে, তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসী রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে উদ্বেগ পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সম্ভাব্য বয়কটের তালিকায় আরও যেসব দেশের নাম শোনা যাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য।

২০২৬ বিশ্বকাপ বয়কটের ডাক দিল জার্মানি : ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনায় অনড় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর ফলে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি।

জার্মান ফুটবল ফেডারেশনকে এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও সংসদ-সদস্যরা। জার্মান সরকারের এতে সম্মতি আছে। গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনার বিরোধিতা করায় ডেনমার্ক, জার্মানিসহ ইউরোপের আটটি দেশের ওপর চড়া শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। সেটি কার্যকর হলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বকাপ বর্জনের পথে হাঁটতে পারে জার্মানি। ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ তিনটি হলেও অধিকাংশ ম্যাচ হবে যুক্তরাষ্ট্রে। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প যদি গ্রিনল্যান্ড দখলে সামরিক শক্তি ব্যবহার করেন, ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ বিশ্বকাপ বর্জন করতে পারে। আপাতত জার্মানি নিজেদের কাজ এগিয়ে রাখছে। বিশ্বকাপে খেলা বা না খেলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি)। বয়কটের পক্ষে জনমত গঠনে প্রচারণা চালাচ্ছেন রাজনীতিবিদরা। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, জার্মানির ৪৭ শতাংশ মানুষ ২০২৬ বিশ্বকাপ বয়কটের পক্ষে। বিপরীতে বিশ্বকাপে খেলার পক্ষে ৩৫ ভাগ মানুষ।

'আইসিসি ও ভারত কনভিন্স করার চেষ্টাই করেনি'

৫২ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশনাহীন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, আইসিসি আসল ইস্যু বাদ দিয়ে তার স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি প্রসিডিউর নিয়ে আলোচনা করেছে। গত বুধবার আইসিসি ভোটাভুটির পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে জানায়, খেলতে হলে ভারতের মাটিতেই খেলতে হবে। নয়তো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না খেলার বিষয়টি জানাতে হবে। সেই ইস্যুতে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আজ বৈঠক করে বিসিবি ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। সেই সভা থেকে বেরিয়ে বিশ্বকাপ ভারতে না খেলার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ। ক্রীড়া উপদেষ্টা জানিয়েছেন, ভারতে গিয়ে খেলার ব্যাপারে আইসিসি কিংবা বিসিসিআই বাংলাদেশকে রাজি করার কোনো প্রকার চেষ্টায় করেনি।

আসিফ নজরুল বলেন, 'নিরাপত্তার ইস্যুতে আমাদের কনভিন্স করার জন্য আইসিসি কোনো চেষ্টাই করেনি। আইসিসি আসল ইস্যু বাদ দিয়ে তার স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি প্রসিডিউর নিয়ে আলোচনা করেছে। যে সমস্যা নিয়ে এই আলোচনা, সেই বিষয়েই কোনো স্ট্যান্ড নেয়নি আইসিসি। এমনকি ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদেরকে কনভিন্স করার কোনো চেষ্টা করেনি। ফলে আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই।' আসিফ নজরুল আরও বলেন, 'আইসিসি নামে যে কোনো দেশ নেই। অন্যের আস্থানে আমরা কেন একটি দেশে খেলতে যাব। যেখানে উগ্রবাদীদের কাছে মাথা নত করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আমাদের দেশের একজন সেরা ক্রিকেটারকে ভারত থেকে বের করে দিতে বলেছে। সেখানে কী এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, আমরা সেখানে খেলতে যাব। আমরা কিভাবে ভাববো যে, সেখানে উগ্রবাদীদের আস্ফালন ঘটবে না?' যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা মনে করি, আইসিসি থেকে কোনো সুবিচার পাইনি। আমরা এখনও আশা করছি, আইসিসি সুবিচার করবে। অন্য দেশে গিয়ে বিশ্বকাপে খেলার এমন অনেক নজির আছে। আমরা আশা করবো, আইসিসি আমাদেরকে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে খেলার সুযোগ করে দেবে। সেই আশাবাদ নিয়ে এখনও অপেক্ষা করছি।'

শবেবরাতের তাৎপর্য করণীয় ও বর্জনীয়

২৫ পৃষ্ঠার পর

'আল্লাহতায়ালা শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে মাখলুকের প্রতি (বিশেষ) দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।' -সহিহে ইবনে হিব্বান : ১২/৪৮১, হা. ৫৬৬৫। আরও ইরশাদ হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহতায়ালা শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে মাখলুকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং বিদ্বেষ পোষণকারী ও খুনি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।' -মুসনাদে আহমদ : ১১/২১৬, হা. ৬৬৪। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, 'আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে পাঁচ রাতের দোয়া কবুল হয়- জুমার রাত, ঈদুল আজহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, রজবের প্রথম রজনী এবং মধ্য শাবানের রজনী। -সুনানে কাবির, ৩/৪৪৫, হা. ৬২৯৩। হজরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা মধ্য শাবানের রজনীতে জাগ্রত থাকো এবং দিনে রোজা রাখো। সূর্যাস্তের সময় আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছো কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছো কি কেউ রিজিক যাচনাকারী, আমি তাকে রিজিক দান করব। কোনো বিপদগ্রস্ত আছো কি, আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেব। এরূপ কেউ আছো কি? এরূপ কেউ আছো কি? এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। -ইবনে মাজাহ : ১/৪৪৪, হা. ১৩৮৮। এ বিষয়ে এরূপ আরও বহু হাদিস বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। উল্লিখিত হাদিসগুলো থেকে অনুমিত হয়, শবেবরাত বা মধ্য শাবানের রজনীর গুরুত্ব, মহত্ত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত অপরিসীম। এর মধ্যে কিছু সহিহ, কিছু হাসান, আবার কিছু জয়িফও রয়েছে- শাস্ত্রিক বিশ্লেষণের দিক থেকে। সামগ্রিকভাবে এসব হাদিস গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনের বহু উক্তি রয়েছে। শায়খ আলবানি (রহ.) বলেন, শবেবরাত সম্পর্কিত হাদিসগুলোর সারকথা হলো, এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো সামগ্রিকভাবে নিঃসন্দেহে সহিহ। হাদিস অত্যধিক দুর্বল না হলে এর চেয়ে কমসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হাদিসও সহিহ হিসেবে গণ্য হয়। -সিলসিলাতুস সহিহা : ৩/১৩৮। পবিত্র ও ফজিলতপূর্ণ এ রাতে বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করা। এসব আমলের অন্যতম হলো- এশা ও ফজর নামাজ ওয়াক্তমতো জামাতের সঙ্গে আদায় করা, যথাসম্ভব নফল ও তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা, সম্ভব হলে উমরি কাজা নামাজ ও সালাতুত তাসবিহ আদায় করা। কোরআন মজিদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, বেশি বেশি আল্লাহতায়ালার জিকির করা, বেশি করে দোয়া করা, মাঝে মাঝে শবেবরাতে কবর জিয়ারত করা, পরের দিন রোজা রাখা, সম্ভব হলে রাত জেগে ইবাদত করতে হবে। শবেবরাতে কবর জিয়ারত সম্পর্কে আল্লামা তকি উসমানি বলেন, 'যেহেতু হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) এই রাতে কবর জিয়ারতের উদ্দেশে জান্নাতুল বাকিতে তশরিফ নিয়ে গেছেন, তাই মুসলমানরা শবেবরাতে কবরস্থানে যাওয়ার প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে।' -প্রাগুক্ত। এ ছাড়া ১৫ শাবান রোজা রাখার কথা রয়েছে। সম্ভব হলে রাত জেগে ইবাদত করতে হবে। একই ইবাদত দীর্ঘ সময় ধরে না করে একের পর এক বিভিন্ন নফল ইবাদত করতে থাকলে তন্দ্রাভাব চলে যেতে পারে। গোটা রাত জাগা সম্ভব না হলে রাতের বেশির ভাগ সময় ইবাদতে মশগুল থাকতে চেষ্টা করতে হবে। তাও সম্ভব না হলে শেষরাতের সময়টুকুতে কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না। আর এ বিষয়টিও খুব খেয়াল রাখতে হবে যে রাতের নফল ইবাদতের কারণে যেন ফজরের ফরজ নামাজ ছুটে না যায়। শবেবরাতের নামে কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিকতা কোরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। না কোনো নির্দিষ্ট ইবাদত বা ইবাদতের নির্দিষ্ট নিয়ম প্রমাণিত আছে। তেমনি জামাতের সঙ্গেও শবেবরাতের নামে কোনো ইবাদত করা যাবে না। যেমন- শবেবরাতের নামে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করা ইত্যাদি। শবেবরাতকে কেন্দ্র করে সমাজে কিছু বিদআত ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। যেমন- ঘরবাড়ি, দোকান, মসজিদ ও রাস্তাঘাটে আলোকসজ্জা করা। বিনা প্রয়োজনে মোমবাতি কিংবা অন্য কোনো প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। আতশবাজি করা। পটকা ফোটানো। মাজার ও কবরস্থানে মেলা বসানো। হালুয়া-রুটি, শিরনি ও মিষ্টি বিতরণের আয়োজন করা। কবরস্থানে পুষ্প অর্পণ ও আলোকসজ্জা ইত্যাদি; শরিয়তে এসব কাজের কোনো ভিত্তি নেই। এসব বিদআত ও কুসংস্কার থেকে আমাদের বেঁচে থাকা আবশ্যক। মনে রাখতে হবে, শবেবরাতকে ফজিলতপূর্ণ করা হয়েছে উত্তম আমল করে বেশি বেশি সওয়াব অর্জনের জন্য। এর মধ্যে যদি বিভিন্ন বিদআত, কুসংস্কার ও শরিয়তপরিপন্থী কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়, তাহলে সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের বোঝাই ভারী হবে। স্মরণ রাখতে হবে, পুণ্যময় রাতগুলোতে ইবাদতে যেমন অধিক সওয়াব, তেমনি এসব রাতের গোনাহের শাস্তিও অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি হবে।

নফসের পরিশুদ্ধিতেই প্রকৃত সাফল্য

২৫ পৃষ্ঠার পর

আত্মার দোষ জানার চারটি উপায়। ইবনে কুদামা মাকদিসি (রহ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের দোষ জানতে চায়, তার জন্য চারটি পথ আছে। এক. এমন একজন আলেম ও অভিজ্ঞ শায়খের কাছে বসা, যিনি নফসের রোগ ও তার চিকিৎসা জানেন। আজকের যুগে এমন মানুষ দুর্লভ, তবু তালাশ করলে দেখা মিলবে। যাকে পাওয়া যায়, সে যেন একজন দক্ষ আত্মার চিকিৎসক হন আর তাকে আঁকড়ে ধরা উচিত। দুই. একজন সৎ, দ্বীনদার ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বন্ধুকে নিজের নফসের তত্ত্বাবধায়ক বানানো, যাতে সে তার দোষত্রুটি স্মরণ করিয়ে দেয়। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলতেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে আমাদের দোষ আমাদের উপহার দেয়।' পূর্বসূরি সালাফরা তাদের দোষ জানিয়ে দেওয়া মানুষকে ভালোবাসতেন। অথচ আজ আমরা আমাদের দোষ বলে দিলে মানুষকে অপছন্দ করি। তিন. শত্রুর মুখ থেকেও নিজের দোষ শেখা। কারণ ক্রোধের চোখ দোষ প্রকাশ করে। তোষামোদকারী বন্ধুর চেয়ে সমালোচনাকারী শত্রু অনেক সময় বেশি উপকারী হয়। চার. মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা। অন্যদের মধ্যে যে আচরণকে নিন্দনীয় মনে হয়, তা নিজে পরিহার করা। এগুলো আত্মশুদ্ধির চারটি পথ। কিন্তু আজ কোথায় সেই মানুষরা, যারা সত্যিই নিজেদের সংশোধনে আগ্রহী? (মুখতাসার মিনহাজুল কাসিদিন : ১৫৬)। আত্মসংস্কারের চারটি স্তর। হে মুসলিম ভাই, জেনে রাখুন, নিজেকে সংশোধনের চারটি ধাপ আছে। এক. হৃদয়ের সংশোধন। নবীজি (সা.) বলেন, 'শরীরে একটি মাংসপিণ্ড আছে, তা ঠিক হলে পুরো শরীর ঠিক হয়। আর তা নষ্ট হলে পুরো শরীর নষ্ট হয়। সেটি হলো হৃদয়।' (সহিহ বুখারি) দুই. আচরণের সংশোধন। আচরণই একজন মুসলিমের দ্বীনদারির পরিচয়। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।' (সুরা নাজিয়াত : ৪০-৪১) তিন. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রস্তুত করা। হৃদয় ও আচরণের সংশোধন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও প্রভাব ফেলে, তাই সেগুলোকেও সৎপথে পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। চার. সমাজে ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি। মুসলমানরা শুধু খাওয়া, ঘুমানোর জন্য বাঁচে না, উদ্দেশ্যহীন জীবন পশুর মতো। আল্লাহ বলেন, 'তারা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট।' (সুরা আরাফ :১৭৯) অতএব, মুসলিম ব্যক্তি তার সমাজে দায়িত্ব পালন করার জন্যই জীবনযাপন করে। মহান আল্লাহ এই দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আর তোমরা সৎকর্ম করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।' (সুরা হজ : ৭৭)। ড. মুস্তাফা সাবাঈ বলেন, 'যখন আপনার নফস গুনাহ করতে চায়, প্রথমে তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করান। যদি এতেও সে না থামে, তাহলে জেনে রাখুন, আপনার নফস পশুতে পরিণত হয়েছে।' গুনাহ ছেড়ে দেওয়ারও এক বিশেষ মধুর স্বাদ আছে। যখন কেউ আল্লাহর ভয়ে গুনাহ ত্যাগ করে, তখন আল্লাহ তার হৃদয়ে এমন নুর ও প্রশান্তি ঢেলে দেন, যা কোনো গুনাহের আনন্দের সঙ্গে তুলনীয় নয়। (হাকাজা আল্লামাতনি আল হায়াত)। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নফস মানুষকে মন্দের দিকে টানে।' (সুরা ইউসুফ : ৫৩) তাহলে আপনি কি আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার রহমত আশা করেন? মনে রাখবেন, এক মুহূর্তের কামনা বহুদিনের লাঞ্ছনায় পরিণত হয়। গুনাহের সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া। ইবনে জাওজি (রহ.) বলেন, 'বনি ইসরাইলের কোনো কোনো শাস্ত্র থেকে এ কথা প্রচলিত আছে যে, একজন বান্দা বলল, হে রব! আমি এত গুনাহ করি, তবু তুমি আমাকে শাস্তি দাও না! তাকে বলা হলো, তুমি কি জানো না, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে কথোপকথনের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত করেছি?' আল্লাহর কাছে আমাদের ফরিয়াদ, হে আল্লাহ! আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করুন, আমাদের গুনাহ থেকে ফিরিয়ে আনুন, আমাদের অন্তরকে আপনার নুরে ভরিয়ে দিন এবং আমাদের ইবাদতের আস্বাদ দান করুন! আপনিই তো বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন।

লেখক : ইমাম, বাইতুর রহমান, জামে মসজিদ, কিশোরগঞ্জ।

হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

হারিয়েছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আজ জ্যোতিরা বাছাইপর্বের সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছেন। কীর্তিপুরে আজ নামিবিয়াকে ৮০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৮ দল আগেই ঠিক হয়েছে। বাকি ৪ দল চূড়ান্ত পর্বে যাবে বাছাইপর্ব খেলে। বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও খেলছে আরও ৯টি দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে দলগুলো। 'এ' গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে যুক্তরাষ্ট্র, পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড। 'বি' গ্রুপে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গে নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে। বাছাইপর্বের গ্রুপ পর্বেই খেলা শেষ হয়। সুপার সিক্সে প্রত্যেকে এক অপরের বিপক্ষে একবার করে খেলবে। এখান থেকে শীর্ষ চারে থাকাটা নিশ্চিত করতে পারলেই মূলপর্বে উঠবে বাংলাদেশ।

টস জিতে গতকাল আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নামিবিয়া অধিনায়ক সুন উইটম্যান। টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ পুরো ২০ ওভার খেলে ৭ উইকেটে ১৪৪ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সোবহানা মোস্তারি। ২৩ বল খেলে ১ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন তিনি। নামিবিয়ার নাইমা ফুয়েনেলিন, সিলভিয়া শিহেপো দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। জবাবে লক্ষ্যে নেমে নামিবিয়া ১৭.৫ ওভারে ৬৪ রানে গুটিয়ে গেছে। নামিবিয়ার অধিনায়ক উইটম্যান (১৯) ও উইকেটরক্ষক ম্যারনেলি গোরানেন (১২) শুধু এই দুই ব্যাটার দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন। বাংলাদেশের সানজিদা আক্তার মেঘলা ৪ ওভারে ১৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন। তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন রাবেয়া খান ও ফাহিমা খাতুন।

তিন ম্যাচে তিন জয়ে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ। ৪ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। চার ও পাঁচে থাকা পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া এখনো কোনো পয়েন্ট পায়নি। পরশু মুলপানিতে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।

দান-সদকায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা

২৫ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে অবগত হন, তখন তিনি মিসতাহ (রা.)-এর প্রতি রাগান্বিত হন এবং শপথ করে বলেন যে, মিসতাহ (রা.)-এর জন্য পূর্বনির্ধারিত ভাতা বন্ধ করে দেবেন এবং এ সহায়তা তিনি আর কখনো করবেন না। এর প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন নিকটবর্তীদের সহায়তা না করার ব্যাপারে শপথ না করে।' অর্থাৎ গ্রহীতা যদিও পীড়াদায়ক কোনো কাজ করে তবুও দাতা যেন সাহায্য-সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়। এ ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো, গ্রহীতা যদিও দাতার বিরোধী হয়, তবুও দাতার উচিত হলো সাহায্য অব্যাহত রাখা। কারণ আমার দান কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান পাওয়ার জন্য নয়। এ আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ যখন বলেন, 'তোমরা কি চাওনা আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুক?' তখন আবু বকর (রা.) মিসতাহ (রা.)-কে ক্ষমা করে দেন এবং পুনরায় ভাতা চালু করেন।

লেখক : শিক্ষক, বাইতুল কোরআন মাদ্রাসা, গাজীপুর।

নেতৃত্বের আবশ্যিক গুণাবলি

২৫ পৃষ্ঠার পর

ভয় করে, সে এ কারণে অন্যায় করে না। ব্যক্তিগত লাভ বা গোষ্ঠীর চাপে ন্যায়বিচার বিসর্জন দেয় না। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে।' (সহিহ বুখারি) তাকওয়া নেতৃত্বকে সঠিক পথে রাখে। ক্ষমতার মোহ, পার্থিব স্বার্থ কিংবা মানসিক দুর্বলতা যখন নেতাকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাকওয়াই তাকে থামিয়ে দেয়।

সত্যবাদিতা ও আমানতদারি : নেতৃত্ব মানেই আমানত। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন, তোমরা আমানত তার হকদারের কাছে পৌঁছে দেবে।' (সুরা নিসা ৫৮) নেতা যখন সৎ হয়, তখন তার সিদ্ধান্ত জনগণের আস্থা অর্জন করে। সত্যবাদিতা ছাড়া নেতৃত্ব কেবল বাহ্যিক কাঠামো হলেও অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিহাসে খলিফা আবু বকর (রা.) সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে শক্তিশালী না বানালে আমি দুর্বল, আর তোমরা সংশোধন না করলে আমি শক্তিশালীও হতে পারব না।' একজন নেতার জন্য ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সবক্ষেত্রে সততার বিকল্প নেই।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা : নেতৃত্বে ন্যায়বিচার একটি মূল ভিত্তি। কোনো পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি বা বৈষম্য ছাড়া সমানভাবে বিচার করা নেতৃত্বের অন্যতম কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের ওপর দৃঢ় থাকো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই হয়।' (সুরা নিসা ১৩৫) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা কেবল সৎ ও সাহসী নেতার পক্ষেই সম্ভব। ওমর (রা.) তার শাসনকালে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এটাই প্রকৃত ন্যায়ের দৃষ্টান্ত।

জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা : নেতৃত্বের জন্য জ্ঞান অপরিহার্য। কোরআন বলে, 'যাকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তাকে মহত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে।' (সুরা বাকারা ২৬৯) শুধু ধর্মীয় জ্ঞান নয়, সামাজিক বাস্তবতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, মানুষের মানসিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, এসব ক্ষেত্রেও জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হতে হয়। প্রজ্ঞা নেতাকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, যা দীর্ঘমেয়াদে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনে। দূরদর্শিতা ছাড়া নেতৃত্ব সবসময়ই সংকটমুখী হয়ে ওঠে। নবী করিম (সা.) সর্বদা ভবিষ্যৎ ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনায় পরিকল্পনা করতেন। হিজরতের পরিকল্পনা, বদরের পূর্ব প্রস্তুতি এবং হুদায়বিয়ার দূরদর্শী চুক্তি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দয়া, নম্রতা ও মানবিকতা : নেতৃত্ব কখনোই কঠোরতা বা অহংকারের প্রতিচ্ছবি নয়। ইসলাম শিখিয়েছে, যে নেতা মানুষের প্রতি দয়ালু, আল্লাহ তার প্রতি দয়ালু হন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি যদি কঠোর হৃদয় হতে তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে ছুটে যেত।' (সুরা আলে ইমরান ১৫৯) একজন নেতা জনগণের সেবক। করুণা, সহানুভূতি, নম্রতা, এসব গুণ তাকে মানুষের কাছে কাছে নিয়ে যায়। মহানবী (সা.) ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু, এতেই তার নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।

পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতা : নেতৃত্বের আরেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পরামর্শ গ্রহণ। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শে পরিচালিত হয়।' (সুরা শুরা ৩৮) নেতা সবসময় সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জানেন, এমন নয়। যোগ্য, অভিজ্ঞ ও নৈতিক মানুষদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করলে সিদ্ধান্ত অধিকতর সুচিন্তিত হয়। রাসুল (সা.) যুদ্ধ, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ পরিচালনাসহ সবক্ষেত্রেই সাহাবিদের পরামর্শ নিতেন। এতে নেতৃত্বে স্বচ্ছতা, ঐক্য ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

সাহস, স্থিরতা ও ধৈর্য : সংকটময় সময়ে নেতা যদি স্থিরতা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে পুরো জাতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাহস, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সমন্বয় নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা। ধৈর্য মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, বরং সমস্যার মুখোমুখি হয়ে শান্তভাবে সমাধান বের করা। বদর, ওহুদ, হুনাইনসহ প্রতিটি যুদ্ধে নবীজির ধৈর্য ও সাহস নেতৃত্বের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। প্রকৃত সাহস ছাড়া সত্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে বৈরিতার মুখোমুখি হওয়া নেতৃত্বের দায়িত্ব।

জনগণের প্রতি জবাবদিহি : নেতৃত্বে জবাবদিহি একটি মৌলিক নীতি। নেতাকে বুঝতে হবে, ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত পরীক্ষা। সমাজের সম্পদ, অধিকার ও কল্যাণ রক্ষায় নেতার অবহেলা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ক্ষেত্র। ওমর (রা.) বলেছিলেন, 'যদি দজলায় (ইরাকে) একটি কুকুরও ক্ষুধায় মারা যায়, তার হিসাবও ওমরকে দিতে হবে।' এমন জবাবদিহিমূলক চিন্তা না থাকলে নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তা : নেতার সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন, যুক্তিনিষ্ঠ ও সময়োপযোগী হতে হবে। সুযোগ বুঝে মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেতৃত্বকে সফল করে তুলতে পারে। অতিরিক্ত দ্বিধা বা ভীরুতা নেতৃত্বকে দুর্বল করে। রাসুল (সা.) মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যেমন হুদায়বিয়ার চুক্তি। তখন অনেক সাহাবি সিদ্ধান্তটি বুঝতে পারেননি, কিন্তু পরে দেখা গেল, তার ফলাফল অসাধারণ কল্যাণ নিয়ে আসে।

নৈতিক চরিত্র ও শুদ্ধ জীবনধারা : ইসলামে নেতৃত্ব কেবল বাহ্যিক প্রশাসনিক দক্ষতা নয়, বরং চরিত্রই এর ভিত্তি। একজন নেতার ব্যক্তিজীবন যদি দুর্নীতি, মিথ্যা, অবৈধ স্বার্থ বা অনৈতিকতায় ভরা থাকে, তবে তার নেতৃত্ব মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যার চরিত্র উত্তম।' শুদ্ধ চরিত্র নেতৃত্বকে বিশ্বাসযোগ্য, দৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য করে।

কর্মদক্ষতা ও সংগঠনের নৈপুণ্য : ইসলামে নেতৃত্ব কেবল সৎ হওয়া নয়, যোগ্য হওয়াও জরুরি। যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনের দক্ষতা নেতা ও কর্মকর্তার থাকতে হবে। ইউসুফ (আ.) মিসরে কোষাগারের দায়িত্ব পাওয়ার আগে বলেছিলেন, 'আমাকে কোষাগারের দায়িত্ব দাও, আমি হেফাজতকারী ও জ্ঞানী।' (সুরা ইউসুফ ৫৫) দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতার স্বীকৃতি নেতৃত্বের একটি মৌলিক শিক্ষা।

সর্বজনীন কল্যাণের মানসিকতা : ইসলামে নেতৃত্বের লক্ষ্য হলো, সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। নিজের দল, অঞ্চল বা সমর্থকের জন্য নয়, সব মানুষের প্রতি সমান দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যক। জনগণের সুখ-দুঃখ, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য, ন্যায়বিচার, সবক্ষেত্রেই নেতার সংবেদনশীলতা থাকতে হবে। যে নেতা জনতার কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন, তিনিই প্রকৃত নেতা।

নেতৃত্বের মূল ভিত্তি : ইসলামে নেতৃত্বের মূল ভিত্তি হলো নৈতিকতা, তাকওয়া ও দায়িত্ববোধ। নেতৃত্ব কোনো বিশেষ সুবিধা নয়, বরং এটি একটি ভারী আমানত। ন্যায়বিচার, মানবিকতা, জবাবদিহি, জ্ঞান, সাহস, সততা এসব গুণ মিলেই তৈরি হয় প্রকৃত ইসলামি নেতৃত্ব। আজকের বিশ্বে নেতৃত্বের সংকট লক্ষ করা যায় প্রায় প্রতিটি স্তরে, কারণ এই গুণগুলোর ঘাটতি রয়েছে সর্বত্র। যদি সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব শান্তি কামনা করে, তবে ইসলামি নেতৃত্বের এসব গুণ ধারণ করা ছাড়া বিকল্প নেই।

লেখক : মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল মুফতাহ আল ইসলামিয়া গাজীপুর।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

KARNAFULLY TRAVEL INC.

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা রয়েছে।

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372

Karnafully Hajj & Umrah service

Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)

karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444
NY
CAR & LIMO
SERVICES INC
BO2902

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

EXPATRIATE PROTECTION ACT IMPLEMENTATION COMMITTEE, USA INC.
প্রবাসী সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন কমিটি, ইউএসএ ইনক।
কার্যকরী কমিটি
২০২৬ -২৭
এ্যাডঃ মাহাবুবার রহমান বকুল
সভাপতি
মোঃ রাকিবুজ্জামান খান তনু
সাধারন সম্পাদক
প্রফেসর শাহাদাত হাসান
সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ আব্দুস সালাম
সহ-সভাপতি
মোহাব্বত আলী আকন্দ
সহ-সভাপতি
এ্যাডঃ মোহাম্মদ আলী
সহ-সভাপতি
এ্যাডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিক
সহ-সভাপতি
এ্যাডঃ নজরুল ইসলাম
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
এ্যাডঃ শাহ আলি পিন্টু
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
মোঃ মমিনুল ইসলাম
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
এ্যাডঃ সামিউল করিম আলমগীর
কোষাধ্যক্ষ
মোঃ আমিনুল ইসলাম মুছা
সহ-কোষাধ্যক্ষ
দিলীপ কুমার সাহা
সাংগঠনিক সম্পাদক
এ্যাডঃ তাহমিনা আক্তার সুইটি
আইন বিষয়ক সম্পাদক
এ্যাডঃ কাওসার পারভীন চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
এ্যাডঃ মোঃ জাহিদুর রহমান মোল্লা
প্রচার সম্পাদক
এ্যাডঃ মোঃ আবুল বাসার
কার্যকরী সদস্য
মোঃ আব্দুল বাকী
কার্যকরী সদস্য
মোঃ নাছির উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
মোঃ আলাল উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
এ্যাডঃ এ কে শাহ জালাল টগর
কার্যকরী সদস্য
মোঃ শহিদুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
এম এ এইচ মোস্তফা কামাল
কার্যকরী সদস্য
খন্দকার মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য
এ্যাডঃ কোবরাতুন নেছা
কার্যকরী সদস্য
শেখ মোহাম্মদ রাসেল
কার্যকরী সদস্য
এ কে এম রেজাউল কবীর
কার্যকরী সদস্য
NUHAMONY57@GMAIL.COM
646-318-4737, 718-200-4383

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-4

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নের সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com

বেপরোয়া ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ধস

১ পৃষ্ঠার পর

মিছিল করেছেন। মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারি দেশটির বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইমিগ্রেশন, পররাষ্ট্র ও অর্থনীতির বিবেচনায় ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বা এপ্রুভাল রেটিং কমতে শুরু করেছে। গত ১ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সবকটি জরিপে তা ফুটে উঠেছে। মারিস্ট কলেজ জরিপে তার এপ্রুভাল শতকরা ৮ ভাগ। ডিসএপ্রুভাল ৫৬ ভাগ। কুইনিপ্যাক ইউনিভারসিটির জরিপে তাকে সমর্থন দিয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। অপক্ষের তার শতকরা ৫৪ ভাগ। অতীতে জর্জ বুশ ও বারাক ওবামার দ্বিতীয় মেয়াদ কালে এই সময়ে যে জনপ্রিয়তা ছিল ট্রাম্পের তা থেকে ৫ পয়েন্ট নীচে। বিশ্ব সম্প্রদায় তার এক গুঁয়েমী নীতির কারনে ফুঁসে উঠছে। বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইমিগ্রেশন ইস্যুতে দেশটিতে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। জন্মসূত্রে আমেরিকানরাও আতংকিত। ইমিগ্রান্টরা আতংকের মধ্যে বসবাস করছেন। অনেকে এখন ঘর থেকে বের হতেও শংকিত হন। একটি স্বাধীন দেশ ভেনিজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছেন। বাহুবলে দখল করে নিয়েছেন দেশটি। গ্রীণল্যান্ড দখলের ঘোষণা দিয়েছেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের বর্ষপূর্তির দিনে তার অভিবাসন দমননীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মিনিয়াপোলিসে ফেডারেল এজেন্টদের এক মার্কিন নাগরিক নারীকে গাড়ি থেকে টেনে নামানো এবং ৩৭ বছর বয়সী রেনে গুডকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অনলাইন ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ওয়াশিংটনসহ নর্থ ক্যারোলিনার অ্যাশভিলের মতো ছোট শহরগুলোতেও শত শত বিক্ষোভকারী জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেন এবং 'নো আইসিই, নো কেকেকে, নো ফ্যাসিস্ট ইউএসএ' স্লোগান দেন।

ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে, দেশটিতে অবৈধভাবে বসবাসরত লাখ লাখ অভিবাসীকে বহিষ্কারের বিষয়ে ভোটারদের কাছ থেকে তারা ম্যান্ডেট পেয়েছে। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) ও অন্যান্য ফেডারেল সংস্থার কর্মকর্তাদের শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করছেন অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক।

ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'নো হেইট, নো ফিয়ার, রিফিউজিস আর ওয়েলকাম হিয়ার' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একই সময়ে নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফেতে হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ছেড়ে রাজ্য ক্যাপিটলে আয়োজিত 'স্টপ আইসিই টেরর' সমাবেশে যোগ দেয়।

ইন্ডিভিজিবল ও ৫০৫০১-এর মতো দেশটির বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়ন ও তৃণমূল সংগঠন এসব কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এসব সংগঠন অভিবাসী আটক কেন্দ্রগুলোর বিরোধিতা করছে।

টেক্সাসের এল পাসোর একটি কেন্দ্রে গত ছয় সপ্তাহে আটককৃত তিন অভিবাসীর প্রাণহানির ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের সান ফ্রান্সিসকো ও সিয়াটলের মতো শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

গাড়ির ইন্সুরেন্স ও চুরি কমানোর উদ্যোগ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

৪,০৩০ ডলার (ফুল কভারেজের জন্য)। এই প্রিমিয়াম আমেরিকার জাতীয়ভিত্তিক প্রিমিয়ামের চেয়ে প্রায় ১,৫০০ ডলার বেশি। তিনি বলেন, কেবলমাত্র ব্রুকলন ও ব্রুকলীনের গাড়ির চালকরা পে করেন বছরে প্রায় ৬,০০০ ডলার। তিনি বলেন, এটা কোনো সংখ্যাতত্ত্ব নয়, এটা নিউইয়র্ক সিটির মানুষদের যন্ত্রণা।

যাদের ভোটে বদলে যেতে পারে সমীকরণ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

দিনমজুর, নারী ভোটারের মতো নীরব ভোটাররা ভোট বিপ্লব ঘটাতে পারে। প্রবাসীদের ভোট না এলে ফলাফল ঘোষণা করা হবে না। নির্বাচন কমিশন এমন ঘোষণা দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোট কিছুটা হলেও ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। যদিও প্রবাসীদের মধ্যে ভোট সরাসরি দুই ভাগ হয়ে আছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ এগিয়ে আসার সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়ছে। শুরু হয়ে গেছে ভোটের প্রচারযুদ্ধ। প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘন করছে। প্রার্থীদের প্রভাব ও বেপরোয়া আচরণের কারণে নির্বাচন কমিশনের অসহায় অবস্থা। আচরণবিধি লংঘন করে প্রার্থীরা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি পর্যন্ত দিচ্ছে। সম্প্রতি বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত রুমিন ফারহানা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সরকারিভাবে প্রচার শুরুর আগেই ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছেন। আচরণবিধি লংঘন করায় কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট বাঁধা দিলে রুমিন ফারহানা তাকে হুমকি দেন। এই বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। প্রচারে নানা রকমের কৌশল গ্রহণ করেছে দলগুলো। বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃত্বাধীন পৃথক জোট দুলপ্রমান ভোটার, নারী ও তরুণ ভোটারদেরকে নিজ নিজ দল ও জোটের পক্ষে নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রথমত হজরত শাহজালাল (রহঃ) এবং শাহ পরান (রহঃ) এর মাজার জিয়ারত করার মাধ্যমে ভোটের প্রচার শুরুর পথ বেছে নিয়েছেন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেও নির্বাচনী জনসভা করবেন। তবে জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা শফিকুর রহমান প্রচার শুরু করতে বেছে নিলেন উত্তরাঞ্চল সফর। প্রচারের শেষ দিন পর্যন্ত দুই নেতা পর্যায়ক্রমে সারাদেশে অনেকগুলো নির্বাচনী জনসভা করবেন বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। জনসভা ও পথসভাগুলোতে ব্যাপক শোডাউন করা হবে। দুই জোটেই ভোটারদের কাছে টানতে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে নারী ও তরুণ ভোটার, আওয়ামী লীগের সমর্থক ভোটার এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের উভয় দল ও জোট টার্গেট করে প্রচার করছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি নারী ভোটার। বিএনপি এই ভোটারদের ভোট পাবার লক্ষ্যে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমান এক আলোচনায় নারীদের সামনে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। যদিও দলগুলো নারী প্রার্থী মনোনয়ন অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে মাত্র চার দশমিক ছয় শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে দলগুলো। বিগত নির্বাচনগুলোতে প্রায় ২০ শতাংশ নারী প্রার্থী দিয়েছিলো বিভিন্ন দল। এবার জামায়াতে ইসলামী কোনও নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি। জাইমা রহমান স্পষ্ট করেছেন, রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এসব ব্যাপারে বিএনপি উদার অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে হিজাব কিংবা বোরখা পরিধানের ব্যাপারে বিএনপি নারীর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেবে। কেউ ইচ্ছা করলে হিজাব কিংবা বোরখা পড়তে পারেন। জামায়াতে ইসলামী এই বিষয়ে তাদের অবস্থান নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তারা নারী সংগঠনের মাধ্যমে নারীদের ভোট তাদের পক্ষে নেবার চেষ্টা করছে।

জামায়াতে ইসলামী টার্গেট করেছে মূলত নতুন ভোটার। এবার প্রায় চার কোটি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন যারা প্রথমবারের মতো ভোট দিতে যাবেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির বিপুল বিজয় লাভ করে। তখন থেকে জামায়াত খুব চাঙ্গা। নতুন ভোটাররা তাদের পক্ষে যাবে বলে দলটি মনে করে। যদিও ক্যাম্পাসের প্রেক্ষাপট এবং ক্যাম্পাসের বাইরের অবস্থা এক নয় বলে বিএনপি নেতারা বলছেন। তরুণ ভোটারদের সমর্থন পেতে নতুন নতুন ধারনা সামনে আনছে বিএনপি। ইশতেহারে তার বিস্তারিত থাকছে। অনেকে মনে করেন, এবারের ভোটে বড় ফ্যাক্টর হবে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ভোট। অর্ন্তবর্তি সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শেখ হাসিনাসহ দলটির সিনিয়র নেতাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত রেখেছে। তার সূত্র ধরে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করে। ফলে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট পাবার জন্যে মুখিয়ে আছে সবাই। আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংকে হাত দিতে চায় বিএনপি, জামায়াত উভয়ে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অবশ্য তাদেরকে অনলাইন করে ভোটকেন্দ্রে না যাবার জন্য দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তারা বলছেন, আওয়ামী লীগকে বাদ দেওয়ায় এটা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হচ্ছে না। তবে মাঠ পর্যায়ের খবর, আওয়ামী লীগের কিছু ভোটার ভোট কেন্দ্রে যাবেন না। কিছু ভোটার বিএনপিকে ভোট দেবেন। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে জামায়াতকেও ভোট দিতে পারে কেউ কেউ।

সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট নিয়ে উদ্বেগ আছে। হিন্দুরা সাধারনত নৌকায় ভোট দিয়ে থাকে। তাদেরকে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক মনে করা হয়। বাংলাদেশের মোট ভোটারের প্রায় ১০ শতাংশ সংখ্যালঘু। এবার আওয়ামী লীগ ভোটের লড়াইয়ে না থাকার কারণে সংখ্যালঘুদের ভোট নিয়ে টানাটানি তৈরী হয়েছে। বিএনপি ও জামায়াত উভয়ে চাইছে এই ভোট। তবে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুরা শঙ্কায় আছে ভোটের আগে, ভোটের সময় কিংবা পরে তাদের ওপর হামলা করতে পারে কোনও পক্ষ।

ভোটার উপস্থিতি কেমন হয় এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। নির্বাচনে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ভোটার উপস্থিতি কমে যেতে পারে। বিশেষ করে ভয়-ভীতি থাকলে নারী ভোটারের উপস্থিতি কম হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিএনপি কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। তবে জামায়াতের জোটে ইসলামী আন্দোলন না থাকায় তাদের জোট ছোট হয়েছে। জোটের হিসাব, ভোটের হিসাব এবং নানা ফ্যাক্টরের মধ্য দিয়ে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একই দিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সংস্কার প্রশ্নে গণভোট।

পারকিনসনস কি শুধু বয়স্ক ব্যক্তিদের হয়

২০ পৃষ্ঠার পর

যায়। কথা বলা বা বক্তৃতা করার সময় সমস্যা হয়। আপনা বাক্য, দ্বিধাগ্রস্ত কথা বা ধীর কণ্ঠস্বর লক্ষণীয়। মাইক্রোগ্রাফিয়া অর্থাৎ ছোট ও সংকুচিত হাতের লেখা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে পারে। ধীরে ধীরে রোগটি আরও খারাপ হয়। এসব লক্ষণের সঙ্গে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাবের অসংযম, অস্বাভাবিক ঘাম, বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও স্মৃতিশক্তির সমস্যা অনুভব করতে পারেন। তরুণ পারকিনসনস রোগীদের সাধারণত আচরণগত পরিবর্তন বা স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় না, যা অনেক বয়স্ক রোগীর মধ্যে দেখা যায়। তবে তরুণ রোগীদের পারকিনসনস রোগ পেশাগত, পারিবারিক জীবন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রাখা ভালো। লেখক: অধ্যাপক, (ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল।

নিউইয়র্ক কমিউনিটির সঙ্গে সেলিম রেজার সাক্ষাৎ

৩ পৃষ্ঠার পর

আহমদ আব্দুল্লাহ বাবুল প্রমুখ।

এ সময় সবাই প্রবাসজীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জমজমাট চায়ের আড্ডায় কিছুটা সময় কাটান।

ডুমুরিয়া উপজেলার বাসিন্দা বর্তমানে যুক্তরাজ্য লন্ডনের ক্যামডেন এলাকায় বসবাসকারী সেলিম রেজা পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রবাসে থেকেও নিজ উপজেলার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।

নিউইয়র্কে বসবাসরত তার আত্মীয়স্বজন নিজ এলাকার বন্ধু ও পরিচিতদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে সংক্ষিপ্ত সফরে নিউইয়র্ক ও মিশিগান বেড়াতে আসেন তিনি।

এ ছাড়াও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক বাহুবল উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান বসিরসহ অন্যান্যদের সাথে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স বাবা হতে চলেছেন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

দিকে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার সেকেন্ড লেডির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ঊষা এবং গর্ভের শিশুটি দুজনেই ভালো আছেন। জেডি ভ্যান্স ও তার স্ত্রী ঊষা ভ্যান্সের (৪০) বর্তমানে তিনটি সন্তান রয়েছে। তারা হলো ইওয়ান, বিবেক ও মিরাবেল।

ঊষা ভ্যান্স ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোর শ্রমজীবী অধ্যুষিত উপশহরে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠেন। তার বাবা একজন যান্ত্রিক প্রকৌশলী এবং মা একজন মলিকিউলার বায়োলজিস্ট, যিনি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে ইয়েল ল স্কুলে পড়াশোনার সময় ঊষা ভ্যান্সের সঙ্গে জেডি ভ্যান্সের পরিচয় হয়। সে সময় তারা 'শ্বেতাঙ্গ আমেরিকার সামাজিক অবক্ষয়' বিষয়ক একটি আলোচনা গ্রুপে একসঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সেকেন্ড লেডি হওয়ার আগে ঊষা ভ্যান্স একজন আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক আইন ফার্ম মাঙ্গার, টোলস অ্যান্ড অলসন-এ করপোরেট লিটিগেটর হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের জন্য এবং আপিল আদালতের বিচারপতি ব্রেট কাভানার জন্য আইন সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

প্রবাসী খোকন তারেকের প্রতিদ্বন্দ্বি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বিএনপির টিকেটে ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সাংসদ। কিশোরগঞ্জে দাপুটে বিএনপি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এরশাদের শাসনামলে পাড়ি জমান মার্কিন মুলুকে। রূপসী বাংলা নামে একটি কমিউনিটি টিভি চালু করেন। নিউইয়র্ক আপস্টেটে গড়ে তুলেছিলেন গরু ও মুরগীর ফার্ম। ৮০ ও ৯০ দশকে এই টিভি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। পরবর্তীতে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও অত্যাধুনিক টেকনোলোজির জোয়ারে হারিয়ে যায় রূপসী বাংলা। কমিউনিটির পরিচিত সাংবাদিক আনিসুজ্জামান খোকনের নামের ব্যাপ্তিও হারিয়ে যেতে থাকে। কমিউনিটিতেও তাকে কম দেখা যায়।

ঢাকার গত মেয়র নির্বাচনে আলোচনায় আসে তার নাম। নিজের প্রার্থীতা ঘোষণা করেন মেয়র পদে। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা ও জিয়াউর রহমানের স্নেহভাজন উল্লেখ করে প্রচারণা চালান। এ নির্বাচনে তিনি হাজারের নীচে ভোট পেয়েছিলেন। তারপর ফিরে আসেন নিউইয়র্কে। এবার সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী। অনেক টিভি মিডিয়ায় তিনি নিজেকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ঢাকা-১৭ আসন থেকে। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী তারেক রহমান ও জামায়াতের ডা.খালিদুজ্জামান।

উল্লেখ্য, আনিসুজ্জামান খোকন বিএনপির সাবেক সাংসদ ও সদ্য জামায়াতে যোগদানকারি মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান এর ভাই।

আরও ৩৬ বাংলাদেশি ডিপোর্ট

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্লাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, "প্রবাসে উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে দেশে পরিবার-পরিজনের জমি, গয়না বিক্রি করে কিংবা ঋণ নিয়ে জনপ্রতি ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা কেউ কেউ ৬০ থেকে ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে তারা যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে ফিরে এলেন শূন্য হাতে।"

মঙ্গলবার এক বার্তায় ব্র্যাক জানিয়েছে, ফেরত আসা এই ৩৬ জনের মধ্যে নোয়াখালীর ২১ জন, লক্ষ্মীপুরের ২ জন এবং মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, বরগুনা, ফেনী, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নেত্রকোণা জেলার একজন করে রয়েছেন।

২০২৫ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৯৩ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র।

ফেরত আসা কর্মীদের বরাত দিয়ে ব্র্যাক জানিয়েছে, এই ৩৬ জনের অধিকাংশই প্রথমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিলে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করলেও দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন।

ফেরত আসা নোয়াখালীর জাহিদুল ইসলাম জানান, দক্ষিণ আমেরিকা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আশায় তিনি দালালদের হাতে তুলে দেন প্রায় ৮০ লাখ টাকা।

আর গাজীপুরের সুলতানা আক্তার বলছেন, ব্রাজিল হয়ে মেক্সিকো সীমান্ত পার হতে দালালদের তিনি দেন ৩০ লাখ টাকা। কিন্তু সব বৃথা গেল।

এভাবে নোয়াখালীর মীর হাসান ৫৫ লাখ, রিয়াজুল ইসলাম ৫০ লাখ এবং রাকিব ৬০ লাখ টাকা খরচ করে স্বপ্নের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে পারলেও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে তাদের দেশে ফিরতে হল।

ব্র্যাকের শরিফুল হাসান বলছেন, "গত কয়েক দফায় যারা ফেরত এসেছেন, তাদের অনেকেই প্রথমে ব্রাজিল গিয়ে সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র যান। প্রশ্ন হল, সরকার যখন ব্রাজিলে বৈধভাবে কর্মী পাঠানোর অনুমোদন দেয়, তখন তারা সত্যিই ব্রাজিলে কাজ করতে যাচ্ছেন, নাকি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন, সেটা খতিয়ে দেখা উচিত।

"এই যে একেকজন ৪০ থেকে ৫৫ লাখ টাকা খরচ করে শূন্য হাতে ফিরে আসছেন, এই দায় কারও? যেসব এজেন্সি এই কর্মীদের পাঠিয়েছে এবং যারা এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত।"

তিনি তথ্য দেন, ২০২৫ সালে জনশক্তি ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে মোট ১ হাজার ৩২০ জন বাংলাদেশি ব্রাজিলে গেছেন, তাদের মধ্যে নোয়াখালী জেলারই ৯৫১ জন।

"ধারণা করা যায়, তাদের একটি বড় অংশ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারের আরও সতর্ক হওয়া উচিত।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসীদের সরাতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন। সর্বশেষ বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা বন্ধ রেখেছে দেশটি।

কড়াকড়ির অংশ হিসেবে গত বছর থেকে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠাতে শুরু করে ট্রাম্প প্রশাসন। এ নিয়ে দেশে-বিদেশে সমালোচনাও হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই) তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে পাঠানোর কাজটি দ্রুত সারতে চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার বেড়েছে। এই ফ্লাইটগুলো আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে তারপর ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

একই ফ্লাইটে বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন দেশগামী অভিবাসীদের তুলে নেওয়া হয়। ফলে এই ফ্লাইটগুলোতে সময় লাগে নিয়মিত ফ্লাইটের কয়েক গুণ বেশি।

এই পুরোটা সময় অভিবাসীদের হাতকড়া ও শেকল পরিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। *(সূত্র-আওয়াজ)*

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ বাড়লো

৩ পৃষ্ঠার পর

সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক সভাপতি বদরুল নাহার খান মিতা, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ইসরুল নূর, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বাংলাদেশ সোসাইটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান বুরহান, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য মকবুল রহিম চুন্নু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জোবায়েল আহমেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ-সভাপতি মো. লুৎফুর হোসেন লুতু, সহ-সভাপতি মো. শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সভাপতি মো. জাবেদ উদ্দিন এবং কোষাধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম আলীম।

এছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক রুহুল আলম, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নুরুল উদ্দীন, এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হুমায়ুন কবির সোহেল, আব্দুল আজিজ ও মো. দেলোয়ার হোসেন মানিকসহ অন্যান্যরা।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রবাসে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রয়াত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন সভাপতি বদরুল খান। এরপর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম ও কোষাধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম আলীম তাঁদের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে সংগঠনের সাম্প্রতিক কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি জানান, সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, শিগগিরই এ বিষয়ে সমাধান আসবে।

সভায় উপস্থিত জালালাবাদবাসী সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদনের ওপর মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন এবং তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, বিয়ানীবাজার সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সহ সভাপতি মোহ জোবায়েল আহমেদ চৌধুরী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সভাপতি সাবির হোসেন, বিয়ানীবাজার সমিতির সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান রুহুল, লীগ অব আমেরিকা সাবেক সভাপতি ইমাম চৌধুরী, বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন কমিশনার আমিনুল হোসাইন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ মিসবাহ আহমেদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি নুমান আহমেদ টুটুল, কুলাউড়া সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ প্রমুখ।

সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সদস্য ও সাবেক কর্মকর্তারা বর্তমান কার্যকরী পরিষদকে অন্তত আরও এক বছর দায়িত্বে থাকার অনুরোধ জানান, যাতে চলমান কয়েকটি ইস্যু সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। তাঁরা ২০২৭ সাল পর্যন্ত বর্তমান কমিটিকে বহাল রাখার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি বলা হয়, মামলা যদি এর আগেই নিষ্পত্তি হয়, তাহলে সে সময় নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে।

দীর্ঘ আলোচনার পর কার্যকরী পরিষদ শুরুতে তাঁদের মেয়াদ বাড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে জ্যেষ্ঠ সদস্য ও সাধারণ উপস্থিত সদস্যদের বারবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে এবং সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন অব্যাহত থাকার শর্তে কার্যকরী পরিষদ নির্ধারিত সময়ের জন্য দায়িত্ব পালনে সম্মতি প্রদান করে। উল্লেখ্য দ্বিতীয়বারের মতো এই কমিটির মেয়াদ বাড়লো। সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে জানান, সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও সম্মান রক্ষা করে যে কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধানে বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সর্বদা প্রস্তুত। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান এবং উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রব ও মান্না নেই বিএনপির সাথে

১ পৃষ্ঠার পর

এ দুটি দলই বছরের পর বছর ধরে বিএনপির সাথে যুগপৎ আন্দোলনে থাকলেও নির্বাচনে তাদের কোন প্রার্থীকে জোটের মনোনয়ন দেয়নি। লক্ষীপুর আসনে আসম রবের স্ত্রী তানিয়া রবকে জোটের প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। তাকে মনোনয়ন দিতে বিএনপি অপারগতা প্রকাশ করে। সরকারে গেলে জেএসডিকে মূল্যায়ন করা হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়। আসম রব তা মানেন নি। তানিয়া রব জেএসডির টিকেটে নির্বাচন করছেন।

নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্নার নির্বাচন করবেন ২টি আসন থেকে। ঢাকা-১৮ ও বগুড়া-২। শুরুতে কেবল ঢাকা থেকে করার কথা থাকলেও জোটের সিদ্ধান্তে বগুড়া থেকে নমিনেশন নেন। তখন মোটামুটি ঠিক ছিল তিনি বগুড়া থেকে নির্বাচন করবেন জোটের প্রার্থী হিসেবে। তবে সেখানে ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপি নেতা শাহে আলমকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এতে করে অসন্তোষ সৃষ্টি হলেও ভরসা ছিল বিএনপি হাইকমান্ডের উপর। তবে শাহে আলম আর শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। ক্ষমতায় গেলে মান্নাকে মন্ত্রী করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয় বিএনপির শীর্ষ মহল থেকে। মান্না এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। জোট থেকে বেরিয়ে গেছেন মান্না।

তিনি এখন বগুড়া-২ এর পাশাপাশি ঢাকা-১৮ আসনেও নির্বাচন করবেন। এর বাইরে আরও ১০টি আসনে তার দলের প্রার্থী রয়েছে। আরেক দল জেএসডিও এককভাবে নির্বাচন করবে। দলের সভাপতি আ স ম আবদুর রব তার স্ত্রীর জন্য লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে মনোনয়ন চান। ২০১৮ সালে এই আসনে তিনি বিএনপি জোটের প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু বিএনপি আসনটি ছাড়েনি। ফলে তারাও শেষ পর্যন্ত জোট থেকে বের হয়ে গেছে। বিএনপি ২৯২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে এবং ৮টি আসন জোটসঙ্গীদের দেয়। কিন্তু এই ৮ আসনের ৬টিতেই দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে।

আ স ম রব ও মাহমুদুর রহমান মান্না ডাকসুর ভিপি ছিলেন। ছিলেন স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জাসদের ডাকসাইটে নেতা। আ স ম রব স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক। সাবেক মন্ত্রী। মান্না জাসদ-বাসদ হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। সংস্কারবাদী তকমায় ছিটকে পড়েন আওয়ামী লীগ থেকে। রাজনীতির পিচ্ছিল পথে তারা আজ একা হয়ে পড়েছেন। লড়াইয়ের পথটি এখনও ছাড়েন নি।

কুফরি ও হঠকারিতার বিরুদ্ধে তারেক

১ পৃষ্ঠার পর

এই প্রিয় মাতৃভূমি, সেই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার সময় অনেকের ভূমিকা আমরা দেখেছি। যাঁদের ভূমিকার জন্য এই দেশের লক্ষ লক্ষ ভাইয়েরা শহীদ হয়েছেন। এই দেশের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি হয়েছে। তাঁদের তো বাংলাদেশের মানুষ দেখেই নিয়েছে।' সিলেট নগরের সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে আজ বৃহস্পতিবার প্রথম নির্বাচনী জনসভায় দেশবাসীর সাহায্য ও দোয়া কামনা করে তারেক রহমান ধানের শীষকে জয়যুক্ত করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বিএনপি দেশের প্রত্যেক মানুষকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে চায় উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, 'এই কুফরির বিরুদ্ধে, এই হঠকারিতার বিরুদ্ধে, এই মিথ্যার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের টেক ব্যাক বাংলাদেশে থাকতে হবে। আমরা দেশকে স্বৈরাচার থেকে মুক্ত করেছি। এখন মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শুধু ভোট, শুধু কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলে হবে না, মানুষকে স্বাবলম্বী করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি মাঠভর্তি মানুষের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন, 'কারা শরিকের মালিক কে? এই দিনদুনিয়া, আমরা যে পৃথিবী দেখি, এই পৃথিবীর মালিক কে? এই সূর্য-নক্ষত্র যা দেখি, এর মালিক কে? বেহেশতের মালিক কে? দোজখের মালিক কে?' তারেক রহমানের প্রশ্নের উত্তরে সবাই 'আল্লাহ' বলে সমস্বরে উচ্চারণ করলে তিনি বলেন, 'আপনারা সকলেই সাক্ষ্য

দিলেন, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, বেহেশতের মালিক আল্লাহ, কবরের মালিক আল্লাহ। আরে ভাই, ভোটের মালিক আল্লাহ, সেটা কী অন্য কেউ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেও রাখে না। তাহলে কী দাঁড়াল? নির্বাচনের আগেই একটি দল এই দিব, ওই দিব বলছে, টিকিট দেব, বলছে না? ভোটের মালিক মানুষ নয়, ভোটের কথা যদি সে বলে, তাহলে সেটা শিরক করা হচ্ছে না? ভোটের মালিক আল্লাহ একমাত্র। সবকিছুর ওপরে আল্লাহর অধিকার। অনেক আগেই তো আপনাদের ঠকিয়েছে, নির্বাচনের পর কেমন ঠকালো ঠকাবে, আপনারা বুঝেন এবার।' জনসভায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমানসহ বিএনপি-মনোনীত প্রার্থীও কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের নির্বাচন প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, '১৫ থেকে ১৬ বছর ধরে আমরা দেখেছি কীভাবে একের পর এক নির্বাচনে ব্যালট বক্স ছিনতাই হয়েছে, কীভাবে আমি-ডামি নির্বাচন হয়েছে, কীভাবে নিশিরাতে নির্বাচন হয়েছে। এই তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।' তারেক রহমান বলেন, 'আমরা দেখেছি, বিগত ১৫ থেকে ১৬ বছরে উন্নয়নের নাম করে কীভাবে দেশের মানুষের সম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে।'

সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে কোরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সমাবেশ শুরু হয়। সিলেট জেলা ও মহানগর এবং সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এ সমাবেশ মঞ্চে তারেক রহমান আসেন দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে এবং প্রায় আধা ঘণ্টা বক্তব্য দেন। তিনি আসার আগেই লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে সমাবেশস্থল।

তারেক রহমান জনসভায় আসার পর নেতা-কর্মীরা 'দুলা ভাই, দুলা ভাই'-স্লোগানে চারপাশ মুখর করে তোলেন। মঞ্চে উঠে বিএনপির চেয়ারম্যান হাত নেড়ে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। এর আগে তিনি শহরতলীর বিমানবন্দর এলাকায় গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে প্রায় শতাধিক তরুণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। এ সময় মঞ্চে সিলেট বিভাগের চার জেলার সংসদীয় আসনের বিএনপি-মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী।

এর আগে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সংসদীয় আসনের নেতা-কর্মীরা আজ সকাল থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলে আসেন। তাঁরা ধানের শীষ, বিএনপি, জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নামে স্লোগান দেন। অনেকে মাথায় ধানের শীষের ছবিসংবলিত টুপি আর কপালে দলীয় পতাকা বেঁধে সভায় হাজির হন। বাইরে থাকা ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্লাস্টিকের ধানের শীষ কিনেও অনেকে সভায় আসেন।

এই জনসভায় ব্যানার, ফেস্টুন, স্লোগানে বারবার উঠে এসেছে 'গুম হওয়া' বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর নাম। সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনের সাবেক এই সংসদ সদস্য ঢাকার বনানী থেকে ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল 'গুম' হন। তারেক রহমান তাঁর বক্তব্যে ইলিয়াস আলীসহ সিলেট অঞ্চলের গুমের শিকার বিএনপির নেতা-কর্মীদের নাম উল্লেখ করেন। এ ছাড়া বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও বক্তব্যে ইলিয়াস আলীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এদিকে মাঠের এক পাশে গুম ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের বসার জন্য নির্ধারিত জায়গাও রাখা ছিল।

কবি জহিরুলের 'পাতা ঝাঁঝি' কবিতায় গ্রিক মিথের বিনির্মাণ ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ

৩ পৃষ্ঠার পর

ভিক্ষা করেন। দেবতারা (কোনো কোনো মতে স্বয়ং আফ্রোদিতি অনুতপ্ত হয়ে) মীরাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন, কিন্তু তাকে আর মানুষ হিসেবে রাখেননি। মীরা রূপান্তরিত হন মীর বৃক্ষে (Myrrh Tree)। মীরার নামেই এই গাছের নামকরণ হয় মীর বৃক্ষ। কবিতার সাথে এই অংশের এক গভীর সাযুজ্য রয়েছে। কবিতায় আমরা দেখি এক 'ক্ষুদ্র তৃণ' বা উদ্ভিদ মানবকণ্ঠ পাচ্ছে, আর মিথে আমরা দেখি এক মানবী উদ্ভিদ হয়ে যাচ্ছে। উদ্ভিদ ও মানুষের এই যে পারস্পরিক রূপান্তর (Metamorphosis), তা কাজী জহিরের কবিতার এক কেন্দ্রীয় থিম।

গ. বৃক্ষমাতার গর্ভ ও অ্যাডোনিসের আগমন: মীরা যখন বৃক্ষে পরিণত হন, তখনও তিনি গর্ভবতী। নয় মাস পর সেই বৃক্ষমাতার কাণ্ড বিদীর্ণ করে-কিংবা কোনো বন্য শূকরের আঘাতে গাছের ছাল ফেটে-বেরিয়ে আসে এক অপরূপ শিশু। এই শিশুই অ্যাডোনিস। অর্থাৎ, অ্যাডোনিস কেবল মর্ত্যের মানুষ নন, তিনি এক 'বৃক্ষজাত' মানব। অরণ্যই তাঁর ধাত্রীগৃহ, অরণ্যই তাঁর জন্মস্থান।

কবিতায় কবি যখন 'কটেল-এক অরণ্যের' কথা বলেন, তখন তা কেবল একটি স্থান থাকে না, তা হয়ে ওঠে অ্যাডোনিসের আদিম জন্মস্থলের এক প্রতিচ্ছবি। অ্যাডোনিসের জন্মের এই ট্র্যাজিক ও অস্বাভাবিক ইতিহাস তাকে শুরু থেকেই এক বিষাদ ও মৃত্যুর ছায়ায় ঢেকে রাখে।

ঘ. কবিতার সাথে মিথের সংশ্লেষ: এই জন্মবৃত্তান্তটি কবিতার বিশ্লেষণের জন্য কেন জরুরি? কারণ কবিতায় উল্লিখিত 'পাপবৃত্তি' বা 'পাপবোধ' কেবল ভেনাস ও অ্যাডোনিসের মিলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অ্যাডোনিসের রক্তেই রয়েছে এক আদিম পাপের দাগ। তার জন্মই হয়েছে এক নিষিদ্ধ কামনার ফসল হিসেবে। কবি যখন লেখেন- "পাপবোধে মূর্ছা যায় ক্রন্দনরত ক্ষুদ্র তৃণ"-তখন সেই তৃণটি হয়তো কেবল ভেনাস-অ্যাডোনিসের মিলন দেখেই লজ্জিত হচ্ছে না, বরং সে যেন প্রকৃতির সেই চিরন্তন সাক্ষী, যে জানে এই সুন্দর যুবকটির জন্মের ইতিহাস কতটা কলঙ্কিত। ভেনাস, যিনি অ্যাডোনিসের জন্মের কলকাঠি নেড়েছিলেন, তিনিই আবার সেই যুবকের প্রেমে মত্ত হয়ে অরণ্যের কাদায় লুটিয়ে পড়ছেন। নিয়তির এই নির্মম পরিহাস এবং চক্রাকার আবর্তন কবিতাটিকে এক ধ্রুপদী ট্র্যাজেডির গভীরতা দান করে।

সুতরাং, ভেনাস ও অ্যাডোনিসের মিথ কেবল প্রেমের গল্প নয়; এটি লালসা, প্রতিশোধ, অজাচার এবং প্রকৃতির কোলে মানবসত্তার বিলীন হয়ে যাওয়ার গল্প। কাজী জহিরুল ইসলাম তার কবিতায় এই মিথের নির্যাসটুকুই ব্যবহার করেছেন-যেখানে সৌন্দর্য (ভেনাস/গোলাপ) এবং হিংস্রতা (ফ্লাইট্র্যাপ/মৃত্যু) একাকার হয়ে গেছে, ঠিক যেমন অ্যাডোনিসের জন্ম হয়েছিল পাপ ও সৌন্দর্যের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে।

২. কবিতার মিথিক্যাল কাঠামো ও কবির নিজস্ব ভাষ্য: কবিতাটির শুরুতেই কবি পাঠককে আশ্বস্ত করেন যে, এটি একটি 'খুব সাধারণ এবং পুরনো গল্প'। এই উক্তির মাধ্যমে তিনি মিথের চিরকালীনতাকে স্বীকার করে নেন। তিনি সরাসরি উল্লেখ করেন:

"আপনারা সবাই প্রেমের দেবী ভেনাসের কথা জানেন,
গ্রিকদের কাছে যিনি যৌনতার প্রস্ফুটিত গোলাপ, আফ্রোদিতি
মর্ত্যের মানুষ এডোনিসের সাথে হয়
গভীর প্রণয় স্বর্গের দেবী ভেনাসের।"

এখানে কবি ভেনাস ও আফ্রোদিতি-উভয় নামই ব্যবহার করেছেন, যা পাশ্চাত্যের মিথের দুটি ধারাকে (রোমান ও গ্রিক) একসূত্রে গেঁথেছে। 'যৌনতার প্রস্ফুটিত গোলাপ' উপমাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গোলাপ যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক, তেমনি কাঁটাযুক্ত-প্রেম ও যন্ত্রণার দ্বান্দ্বিক রূপ।

তবে কবিতার মোড় ঘোরে যখন কবি রোমান কবি ওভিদের (Ovid) প্রসঙ্গ টানেন। ওভিদ ছিলেন মিথলজির শ্রেষ্ঠ কথক। কিন্তু কাজী জহিরুল ইসলাম এখানে ওভিদের সঙ্গে 'আরও একজন' সাক্ষীর অবতারণা করেন। এই সাক্ষী কোনো দেবতা বা মানুষ নয়, বরং 'কটেল-এক অরণ্যের' এক 'ক্ষুদ্র তৃণ'।

"কবি ওভিদের সাথে আরো একজন
দেখে ফেলে অসম মৈথুন কটেল-এক অরণ্যের
স্যাঁতস্যাঁতে নরম কাদায়"

এখানে মিথের বিনির্মাণ শুরু। ধ্রুপদী মিথে অ্যাডোনিসের মৃত্যুর পর ফুলের জন্ম হয়। কিন্তু কাজী জহিরুল ইসলাম দেখাচ্ছেন, তাদের মিলনমুহূর্তেই এক নতুন প্রাণের বিবর্তন ঘটছে। 'অসম মৈথুন' শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। দেবী ও মানুষের মিলন চিরকালই 'অসম' এবং অনেক ক্ষেত্রে 'নিষিদ্ধ' বা ট্যাবু হিসেবে গণ্য। এই নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখে ক্ষুদ্র তৃণটি আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় মানবকণ্ঠ পায়। এটি এক জাদুবাস্তবতা (Magical Realism)। জড় বা উদ্ভিদজগতের মধ্যে মানবিক অনুভূতির সঞ্চার-এটি মিথের এক শক্তিশালী প্রয়োগ।

৩. পাপবোধ, রূপান্তর এবং মিথের জৈবিক ব্যাখ্যা: এই কবিতায় মিথ কেবল গল্পের খাতিরে আসেনি, এসেছে একটি জৈবিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা হিসেবে। ক্ষুদ্র তৃণটি যখন ভেনাস ও অ্যাডোনিসের মিলন দেখে, তখন সে 'পাপবোধে মূর্ছা যায়'। এই 'পাপবোধ' ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতা বা সামাজিক সংস্কারের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু দেবী ভেনাস এই পাপবোধকে খারিজ করে দেন এক অদ্ভুত বরের মাধ্যমে।

"মৈথুনক্রিয়া শেষে ক্ষুদ্র সে তৃণটিকে কোলে তুলে
নেন দেবী, দেন স্বীয় যৌনাঙ্গের বর।"

এই অংশটি কবিতার ক্লাইম্যাক্স এবং সবচেয়ে সাহসী মিথিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। উদ্ভিদবিজ্ঞানে 'ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ' (Venus Flytrap) নামক মাংসাশী উদ্ভিদটির নাম কেন প্রেমের দেবীর নামে রাখা হলো, তার এক কাল্পনিক ও মিথিক্যাল ব্যাখ্যা কবি এখানে দাঁড় করিয়েছেন। উদ্ভিদটির পাতার গঠন অনেকটা নারীর যোনির মতো এবং এটি পতঙ্গ শিকার করে। কবি কল্পনা করেছেন, দেবী ভেনাস তাঁর নিজের শরীরের আদল, বিশেষ করে তার যোনির গঠন দান করেছেন এই উদ্ভিদটিকে। এটি কেবল আকৃতিগত সাদৃশ্য নয়, বরং এর মধ্যে নিহিত আছে এক আদিম ক্ষুধা ও গ্রাস করার ক্ষমতা।

মিথ এখানে সফল কারণ কবি একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে (উদ্ভিদের আকৃতি ও আচরণ) একটি পৌরাণিক গল্পের মোড়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ভেনাসের বর বা আশীর্বাদ হিসেবে উদ্ভিদটি পেয়েছে এক মরণঘাতী সৌন্দর্য।

৪. আধুনিক নগরজীবন ও মিথের প্রাসঙ্গিকতা 'শহরের প্রতিটি শোবার ঘরে': কবিতার শেষ স্তবকে কবি মিথের জগত থেকে আমাদের সরাসরি আছড়ে ফেলেন রূঢ় বর্তমানে। তিনি লেখেন --

"ভেনাসের যোনি নিয়ে ফুটে আছে পাতা ঝাঁঝি শহরের প্রতিটি শোবার ঘরে
প্রতিদিন ফাঁদে ফেলে গিলে খায় অজস্র ভ্রমর।"

এখানেই কাজী জহিরের মিথ ব্যবহারের মুন্সিয়ানা। এতক্ষণ যা ছিল গ্রিক অরণ্যের মিথ, তা মুহূর্তেই হয়ে গেল আধুনিক নাগরিক জীবনের রূপক।

'পাতা ঝাঁঝি' বা ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ এখানে কেবল একটি জংলি উদ্ভিদ নয়। এটি আধুনিক সমাজের ভোগবাদী ও শরীরসর্বস্ব সম্পর্কের প্রতীক। 'শহরের প্রতিটি শোবার ঘরে' এই উদ্ভিদের উপস্থিতি বলতে কবি হয়তো দাম্পত্য বা নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক ধরনের 'ফাঁদ' বা 'ট্র্যাপ'-এর কথা বলছেন।

এখানে 'ভ্রমর' হলো সেইসব পুরুষ বা প্রেমিক, যারা সৌন্দর্যের (ভেনাসের রূপ) আকর্ষণে ছুটে আসে এবং শেষপর্যন্ত সেই ফাঁদে আটকা পড়ে। মিথের অ্যাডোনিস যেমন বন্য শূকরের আঘাতে মারা গিয়েছিল, আধুনিক 'ভ্রমর'রা মারা যায় কামনার ফাঁদে। ভেনাসের 'যোনি' এখানে কেবল প্রজনন অঙ্গ নয়, এটি এক সর্বগ্রাসী গহ্বর-যা শোষণ করে, গ্রাস করে।

এই অংশে মিথের প্রয়োগকে আমরা 'সোশিওলজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন' বা সামাজিক ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রেমের দেবী ভেনাস আধুনিক যুগে এসে হয়ে উঠেছেন এক শিকারি সত্তা। প্রেম এখন আর কেবল স্বর্গীয় অনুভূতি নয়, বরং তা অনেক ক্ষেত্রে একপাক্ষিক শোষণ বা জৈবিক ক্ষুধার নামান্তর। পাঠক যখন জানতে পারেন, ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ বা পাতাঝাঁঝি একটি পতঙ্গভোজী উদ্ভিদ অর্থাৎ নারীর যোনিসদৃশ লাল পত্রযুগলের আকর্ষণে যখনই এখানে কোনো পতঙ্গ এসে বসে তখনই পাতা দুটি বন্ধ হয়ে যায়, পতঙ্গটিকে চেপে ধরে এবং তাকে গিলে খায়, তখন কবিতার উপসংহার আরো সার্থক হয়ে ওঠে।

৫. কবিতার শিল্পগুণ ও মিথের সফল প্রয়োগের কারণসমূহ: কাজী জহিরুল ইসলামের এই কবিতায় মিথের প্রয়োগ কেন সফল, তা কয়েকটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে আলোচনা করা যেতে পারে:

ক. পরিচিত মিথের অপরিচিত বয়ান: সবাই ভেনাস বা আফ্রোদিতি সম্পর্কে জানে। কিন্তু ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ গাছটির উৎপত্তির সাথে দেবীর মিলনের দৃশ্যকে যুক্ত করা-এটি কবির নিজস্ব কল্পনাশক্তির ফসল। তিনি পরিচিত মিথকে ব্যবহার করে পাঠককে কমফোর্ট জোনে এনেছেন, তারপর হঠাৎ করেই এক নতুন আখ্যান শুনিয়ে চমকে দিয়েছেন।

খ. শরীরী চিত্রকল্প ও সাহসিকতা: কবিতাটিতে 'মৈথুন', 'যোনি', 'নরম কাদা', 'স্যাঁতস্যাঁতে'-শব্দগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে কবি এক ধরনের আর্দ্র, আদিম ও শরীরী পরিবেশ তৈরি করেছেন। গ্রিক মিথলজিতে শরীর বা নগ্নতা কখনোই অশ্লীল নয়, বরং তা শিল্পের অংশ। কাজী জহির সেই ধ্রুপদী সাহসটি দেখিয়েছেন। ভেনাসের যোনির সাথে একটি মাংসাশী উদ্ভিদের তুলনা আপাতদৃষ্টিতে গ্রোটেস্ক (Grotesque) মনে হতে পারে, কিন্তু কবিতার শেষে তা এক গভীর দার্শনিক সত্যে পরিণত হয়।

গ. অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধন: মিথ তখনই সফল হয় যখন তা সমকালকে স্পর্শ করে। কবি যদি কেবল ভেনাস-অ্যাডোনিসের গল্প বলে শেষ করতেন, তবে তা হতো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তিনি যখন বলেন, এই উদ্ভিদটি 'শহরের প্রতিটি শোবার ঘরে' ফুটে আছে, তখন মিথটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাঠক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিথের চরিত্রগুলোকে মেলাতে শুরু করেন। মিথ এখানে অতীত থেকে উঠে এসে বর্তমানের আয়না হয়ে ওঠে।

ঘ. প্রতীকী ব্যঞ্জনা: 'ভ্রমর' এবং 'পাতা ঝাঁঝি'-এই দুটি প্রতীক মিথের আবহে নতুন অর্থ পেয়েছে। ভ্রমর এখানে কেবল পতঙ্গ নয়, সে কামাতুর পুরুষসত্তা। আর পাতা ঝাঁঝি হলো সেই মোহময়ী নারীসত্তা বা পরিস্থিতি, যা সুন্দর কিন্তু মরণঘাতী। ভেনাসের বর পাওয়া এই উদ্ভিদটি আসলে প্রকৃতির সেই নিষ্ঠুর সত্যের প্রতীক-যেখানে সৌন্দর্য এবং মৃত্যু পাশাপাশি অবস্থান করে।

ঙ. তুলনামূলক আলোচনা ও উপসংহার : পাশ্চাত্যের সাহিত্যে টি.এস. এলিয়ট বা ইয়েটস যেমন মিথকে ব্যবহার করেছেন আধুনিক মানুষের বন্ধ্যাত্ব ও হাহাকার বোঝাতে, কাজী জহিরুল ইসলামও অনেকটা সেই পথেই হেঁটেছেন। তবে তাঁর ভঙ্গিটি অনেক বেশি সরাসরি এবং শরীরী। তিনি মিথকে কোনো ধূসর পাণ্ডুলিপি হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন রক্তমাংসের এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে।

'পাতা ঝাঁঝি' কবিতাটি প্রমাণ করে যে, মিথ কোনো মৃত ঘটনার নয়। একজন দক্ষ কবির হাতে মিথ বারবার জন্ম নেয় নতুন রূপে। ভেনাস বা আফ্রোদিতি এখানে কেবল স্বর্গের দেবী নন, তিনি প্রকৃতির এক অমোঘ শক্তির প্রতীক-যিনি সৃষ্টি এবং ধ্বংস, প্রেম এবং মৃত্যু সৌন্দর্য এবং বীভৎসতাকে একই বিন্দুতে ধারণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, কাজী জহিরের 'পাতা ঝাঁঝি' কবিতায় গ্রিক মিথের প্রয়োগ অত্যন্ত সার্থক এবং বহুমাত্রিক। তিনি ভেনাস ও অ্যাডোনিসের রোমান্টিক ট্র্যাজেডিকে এক অদ্ভুত উদ্ভিদতাত্ত্বিক মিথের (Botanical Myth) জন্মরহস্যে রূপান্তরিত করেছেন এবং শেষমেশ তাকে আধুনিক নাগরিক জীবনের জটিল মনস্তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

এই অল্প পরিসরে আমরা দেখলাম, কীভাবে একটি ক্ষুদ্র কবিতা মিথের বিশাল ভান্ডারকে ধারণ করে হয়ে উঠেছে কালাতীত। ভেনাসের সেই আদিম অভিশাপ বা আশীর্বাদ আজও আমাদের শোবার ঘরে, আমাদের সম্পর্কের জটিল সমীকরণে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে-কবি জহিরুল ইসলামের এই সতর্কবাণীই কবিতাটিকে মিথের সফল প্রয়োগের এক অনন্য দলিলে পরিণত করেছে।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

নিউইয়র্কে এলাহি ট্যাক্সের নতুন অফিস উদ্বোধন

৬২ পৃষ্ঠার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগামী ট্যাক্স মৌসুমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ওমরা হজ সহ বিভিন্ন পুরস্কারের ঘোষণা দেন এলাহি ট্যাক্সের সিইও রুদরুতে এলাহি। তিনি বলেন, এখানে যারা ট্যাক্স ফাইল করতে আসবেন তাদের প্রত্যেককে একটা করে টোকেন দিব। ট্যাক্স সিজন যেদিন শেষ হবে এর পর দিন কুপনের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রথম পুরস্কার থাকবে ওমরা প্যাকেজ। দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষিত নবজাতকদের জন্য খোলা ট্রাম্প একাউন্টে সরকারি ডোনেশনের সাথে ম্যাচ করে এক হাজার ডলার জমা করা হবে। যাদের বেবির ট্রাম্প একাউন্ট আছে কেবল তারাই এ পুরস্কারটি পাবেন। এছাড়াও থাকছে ১০০ ডলার করে ৫টি গিফটকার্ড।

এসময় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক জাকির এইচ চৌধুরী, কবির হাট উপজেলা সমিতি ইউএসএ এর সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, ট্যাক্স এনরোল এজেন্ট মিয়া আফজাল হোসেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও নোয়াখালী সোসাইটি অব ইউএসএএর সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাঈনুদ্দিন পিটুসহ স্থানীয় ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

এয়ার টিকেটিং

হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

HOTEL
হোটেল বুকিং

ভিসা প্রোসেসিং

ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?
- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA
QATAR AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

বিশ্বরাজনীতিতে 'পিস অব বোর্ড' নিয়ে নয়া মেরুকরণ

৬২ পৃষ্ঠার পর

করবেন এবং যেকোনো সিদ্ধান্তে তার একক ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। বোর্ডের নির্বাহী পরিষদে থাকছেন ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। এছাড়া গাজা প্রশাসনের জন্যন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব গাজা নামে একটি বেসামরিক শাখা এবং স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণের জন্য মার্কিন জেনারেল জ্যাসপার জেফারসের নেতৃত্বে একটি সামরিক শাখা গঠনের কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইসরাইল, পাকিস্তান, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরক্কো, সৌদি আরব এবং হাঙ্গেরির মতো দেশগুলো এই বোর্ডে যোগ দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক যুদ্ধাপরাধের পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এতে যোগ দিচ্ছেন। অন্যদিকে, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেন সরাসরি এই উদ্যোগে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপানের মতো দেশগুলো এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই বোর্ড জাতিসংঘের কার্যকারিতাকে খর্ব করতে পারে। কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক আন্দ্রেয়াস ক্রিগ মনে করেন, অনেক দেশ শুধুমাত্র হোয়াইট হাউসের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা এবং ভবিষ্যতে কোণঠাসা হওয়া এড়াতে এই বোর্ডে যোগ দিচ্ছে। অন্যদিকে, চীন ও রাশিয়া এখনও এ নিয়ে নীরব রয়েছে। চীন গত বছরই নিজস্ব 'গ্লোবাল গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ' চালু করায় ট্রাম্পের এই পরিকল্পনাকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। শেষ পর্যন্ত এই বোর্ড বিশ্ব শান্তির মডেল হবে নাকি জাতিসংঘের বিকল্প হিসেবে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হবে, তা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

বাহরাইন থেকে নিউ ইয়র্ক পোস্ট অফিস: বিতর্কের বেড়াজালে নির্বাচন কমিশন!

১০ পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘদিনের শাসনামলে অবৈধ অস্ত্র সমাজের গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে সশস্ত্র নেটওয়ার্ক। ক্ষমতার পালাবদলের পরও সেই অস্ত্রের বড় অংশই উদ্ধার হয়নি। ফলে নির্বাচন সামনে রেখে এসব অস্ত্র আবারো ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা হওয়ার কথা ছিল কঠোর। দৃশ্যমান। কিন্তু বাস্তবে কমিশন কার্যত নীরব। সহিংসতা নিয়ে তাদের বক্তব্য দুর্বল। প্রতিরোধমূলক কোনো জোরালো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। এতে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে যে, নির্বাচন কমিশন কি শুধু ভোটের দিন ব্যালট বাক্স পাহারা দেবে। নাকি পুরো নির্বাচনী পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও নেবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণও উদ্বেগজনক। অনেক ক্ষেত্রে তা অগণতান্ত্রিক। স্বৈতিক এবং অতীতের কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতির অনুকরণ বলে মনে হচ্ছে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে যেমন শোনা যেত। নৌকায় ভোট না দিলে বাসা থেকে বের হওয়ার দরকার নেই। ভোট দেয়ার দরকার নেই। আজ ক্ষমতার পালাবদলের পর একই ধরনের ভাষা। একই ধরনের শক্তি প্রদর্শন। একই ধরনের পায়ের জোর দেখা যাচ্ছে নতুন বাস্তবতায়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। কারণ গণতন্ত্রের মূল সৌন্দর্য শক্তির প্রদর্শনে নয়। মতের প্রতিযোগিতায়। যদি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় পুরনো দমনমূলক সংস্কৃতি ফিরে আসে তাহলে এই নির্বাচনও প্রকৃত পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠবে না। বরং এটি হবে শুধু ক্ষমতার হাতবদল। ব্যবস্থার বদল নয়। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের নীরবতা আরও বেদনাদায়ক। রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। শক্তি প্রদর্শন করছে। ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করছে। কিন্তু কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো শক্ত অবস্থান দেখা যাচ্ছে না। আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রশ্ন ওঠে। কমিশন কি সত্যিই সব দলের জন্য সমান মাঠ নিশ্চিত করতে পারছে। ধর্মের ব্যবহার নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। টুপির ব্যবহার হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। যেসব প্রার্থী জীবনে কখনো টুপি পরেননি। তারাও এখন নিয়মিত টুপি পরে গণসংযোগ করছেন। ভোট চাইছেন। ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করার এই প্রবণতা নতুন নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু ধর্মকে ভোটের হাতিয়ার বানানো হলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ে। সমাজে বিভাজন গভীর হয়। নির্বাচন কমিশনের এখানেও একটি স্পষ্ট ভূমিকা থাকা দরকার ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই ভূমিকা অনুপস্থিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আতিথেয়তা নিয়ে বিতর্ক। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদেশি পর্যবেক্ষকদের থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করা হবে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্তকে অপরিণামদর্শী এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী বলে আখ্যা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী পর্যবেক্ষকদের আর্থিক স্বাধীনতা থাকতে হয়। না হলে তাদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, তিনি একটি বিশ্বমানের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান। এই ঘোষণা আশার সঞ্চার করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বর্তমান কার্যক্রম সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে যথেষ্ট বলে মনে হয় না। বাহরাইন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালটের যাত্রাপথ। সহিংসতা। রাজনৈতিক হুমকি। ধর্মের ব্যবহার। এবং কমিশনের নীরবতা। সব মিলিয়ে আশঙ্কা ও বিতর্ক দুটোই বাড়ছে। আমি মনে করি, এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। নির্বাচন কমিশন চাইলে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে পারে। পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে পারে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে প্রশাসনকে সক্রিয় করতে পারে। সহিংসতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখাতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে পারে। ধর্মের অপব্যবহার রোধে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

শেষ কথা: নির্বাচন কমিশনকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। সব বিতর্ক মুছে দিতে হবে। তা না হলে ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনও হয়তো অতীতের মতোই বিতর্কের তালিকায় যুক্ত হতে পারে। আর সেটি হলে শুধু নির্বাচন কমিশনই কাঠগড়ায় দাঁড়াবে না, চরম মূল্য দিতে হবে পুরো জাতিকে। আমাদের গণতান্ত্রিক স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটবে আরও একবার।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ঢাকা।

জাতিসংঘ কি জেগে আছে

১২ পৃষ্ঠার পর

তেমন কোনো উচ্চবাচ্য দেখা যায়নি। ইরানের কথায় আসি। কোন দেশে সরকার পতন হবে বা কারা দেশ চালাবে, সেটা সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু সবার আগে মানুষের জীবন ও সম্পদ। সম্পদের কথা তো বাদই দিলাম, পাখির মতো গুলি করে মানুষ মারার পরও জাতিসংঘের ভূমিকা দেখি না। একটি সংস্থা যার জন্ম হয়েছিল যুদ্ধ বন্ধ আর শান্তির জন্য, তার এ দুর্দশা মানা কষ্টকর।

যদি মানবিকতার কথা বলি, রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার কথা আসবে। মানবিক ত্রাণ আর সাহায্যের বাইরে সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কি সফল? মোটেও না। মহাসচিবের আগমন ঘটানো হলেও সমস্যা যায়নি। যায় না। ফলে আমাদের এ কথা মানতেই হবে-হয়তো এই সংস্থা তার সফলতা হারিয়ে ফেলেছে। হয়তো তার কাঠামো আর দর্শন আগের মতো কাজ করছে না। ফলে নতুনভাবে চিন্তা করার সময় উপস্থিত হয়েছে।

জাতিসংঘ ব্যর্থ হলে সারা বিশ্বের মানুষের লোকসান। তাদের ভরসার জায়গা নড়ে গেলে এসব হানাহানি কমবে না। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, এককালে জাতিসংঘের আগমন ও ভূমিকা মানেই যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত ছিল। সে ভরসা এখন অন্তর্হিত। যার মূল কারণ বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। অথচ জাতিসংঘের মূল কাজ ছিল এমন একক আধিপত্যের হাত থেকে বিশ্বকে মুক্ত রাখা।

বর্তমান অবস্থা দেখেশুনে ছড়াকার ফারুক হোসেনের ছড়াটির কথা মনে পড়ছে-

যুদ্ধে যুদ্ধে মলিন বিশ্ব
তাণ্ডবে সারা অঙ্গ
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটান
নিরুপায় জাতিসংঘ।

আমরা এমন একটি জাতিসংঘ চাই, যার ডাকে শান্তি নামবে। যুদ্ধ থামবে। যার প্রতি বিশ্বাস আর সম্মান থাকবে সবার। কারও অঙ্গুলি হেলনে চলবে না এই সংস্থা। আজকের বিশ্ববাস্তবতায় এটি

অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে মানুষ ভরসা হারাবে। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র আর মানুষের ভালোর জন্যই জাতিসংঘ।

লেখক: অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী কলামিস্ট।

মববাজ দমনের অপেক্ষায় জনতা

৬ পৃষ্ঠার পর

সক্ষমতা আরও বাড়ানো, আধুনিক প্রশিক্ষণ ও মানসিক সহায়তা জোরদার করা এখন অপরিহার্য। তাদের উদ্যোগ আরও বিস্তৃত ও দৃশ্যমান হলে সমাজে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছবে-রাষ্ট্র সবার জন্য সমানভাবে কাজ করছে। চব্বিশের চাওয়ার সঙ্গে পঁচিশের প্রাপ্তি না মেলায় ছাব্বিশ নিয়ে আশা দেখবে না, তা হয় না। মানুষ আশায় বাঁচে। আশা না থাকলে বেঁচে থাকা নিরর্থক হয়ে যায়। বিদায়ি বছরে নানা অপ্রাপ্তি ও দুর্দশার মাঝে ভর করেছে মব যন্ত্রণা। বছরটিতে তা শকুনের মতো চেপে বসে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর একটি হিসাব দিয়েছে। তাদের হিসাব মতে, ২০২৫ সালে মব সন্ত্রাসে কমপক্ষে ১৯৭ জন নিহত হয়েছে। আগের বছর এ সংখ্যাটি ছিল ১২৮। তার মানে চব্বিশের চেয়ে পঁচিশে মবে মানুষ হত্যা বেড়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যা, হেফাজতে মৃত্যু, সংখ্যালঘু নির্যাতন, রাজনৈতিক সহিংসতায় হত্যা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় ব্যাঘাতসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বেড়েছে। একদিকে মানুষের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার আশা, আরেক দিকে এ ধরনের অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি। সাধারণত কোনো দেশে বড় ধরনের গণ আন্দোলনে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর নানা অনিয়ম দেখা দেয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে চব্বিশের ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি চরম ও ধারাবাহিক রূপ ধারণ করেছে। ক্ষমতায় অভিষেকের পর থেকে অদ্ভুত একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়ে আসছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসও। তিনি নোবেল জিতেছেন শান্তিতে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার অশান্ত দেশগুলোতে কাজ করছেন আমাদের সেনাসহ বিভিন্ন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। দেখাচ্ছেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় শক্তিসামর্থ্যের দৃষ্টান্ত। মানব ইতিহাসে প্রতিটি সভ্যতার মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা। অস্থিরতা, সংঘাত এবং অনিশ্চয়তা যখন বিশ্বজুড়ে এক নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তবতা, তখন শান্তির প্রকৃত ভিত্তি খুঁজে বের করা আমাদের জন্য সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

ইসলাম মানবজাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক সুদূরপ্রসারী পথনির্দেশনা প্রদান করে। এর পরও দেশটির মানুষ কেন থাকবে অশান্তিতে? কেন ভয়ে-অনিরাপদে থাকা? গোটা বিশ্বেই নানা ক্ষেত্রে একটা ভয়-অশান্তি চলছে সত্য। রাজনৈতিক-কূটনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বকে নতুন নতুন অজানিত সংকটে ফেলেছে, তা-ও সত্য। সেই দৃষ্টে আমাদের কেবল অশান্তি আর ভয়েই থাকতে হবে? ভয়-শান্তির দৃষ্টান্ত দুনিয়া থেকে হারিয়ে যায়নি। সেই শান্তিবলয়ে আমরা নয় কেন? কেন ঘর থেকে বের হতেও ভয় থাকবে? নির্বাচন সামনে রেখে মানুষের ভয়ের রাজ্যে বসবাস কাম্য নয়। কেউ কোথাও মবে পড়বে, হামলার শিকার হবে, চাঁদাবাজির শিকার হবে-তা হতে পারে না। তেমন কিছু ঘটলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নতুন করে কলঙ্কিত হবে। নির্বাচনটিও হবে প্রশ্নবিদ্ধ। ঢাকা, রংপুরসহ কয়েক জায়গায় মব দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েকটি অ্যাকশন শান্তিপ্রিয় মানুষকে আশাবাদী করেছে আরও আগেই।

অজানা কারণে পরবর্তী সময়ে সে ধরনের অ্যাকশন লক্ষ করা যায়নি। বিবেকবান মানুষের বিশ্বাস আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শক্ত হাতে পদক্ষেপে নামলে মব বা যেকোনো বিশৃঙ্খলতা দমাতে বাধ্য। কারণ বিশৃঙ্খলতায় লিপ্তরা কোনোক্রমেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চেয়ে শক্তিমান নয়। তারা জনতার কাছেও ঘৃণিত।

লেখক : সাংবাদিক-কলামিস্ট।

PR Driving School

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ড্রাইভিং প্রশিক্ষক

প্রতি মাসে
$৮,০০০-$১০,০০০
ডলার
আয় করার সুযোগ..!

যোগ্যতা ও শর্তাবলী

- বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স (ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা)
- সাবলীলভাবে ইংরেজী বলতে পারদর্শী হতে হবে
- হিন্দী ও স্প্যানিশ জানা থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে

APPLY NOW

-:Location:-
153-27 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432

Call Now:
(631) 944-8334

ড্রাইভিং স্কুল বিক্রয়

:হিলসাইড এভিনিউতে অবস্থিত
একটি
স্বনামধণ্য এবং প্রতিষ্ঠিত
ড্রাইভিং স্কুল বিক্রয় হবে:

:বিস্তারিত:

- মাসিক ভাড়া: ২০০০ ডলার
- লিজের মেয়াদকাল: ১০ বছর
- ব্যবসা চলমান এবং প্রতিষ্ঠিত

মূল্যঃ
$35,000
(ফিক্সড)

শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতাদের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(917) 264-6008

E-2 VISA

INVESTMENT OPPORTUNITY

Live, Work, and Invest in the United States

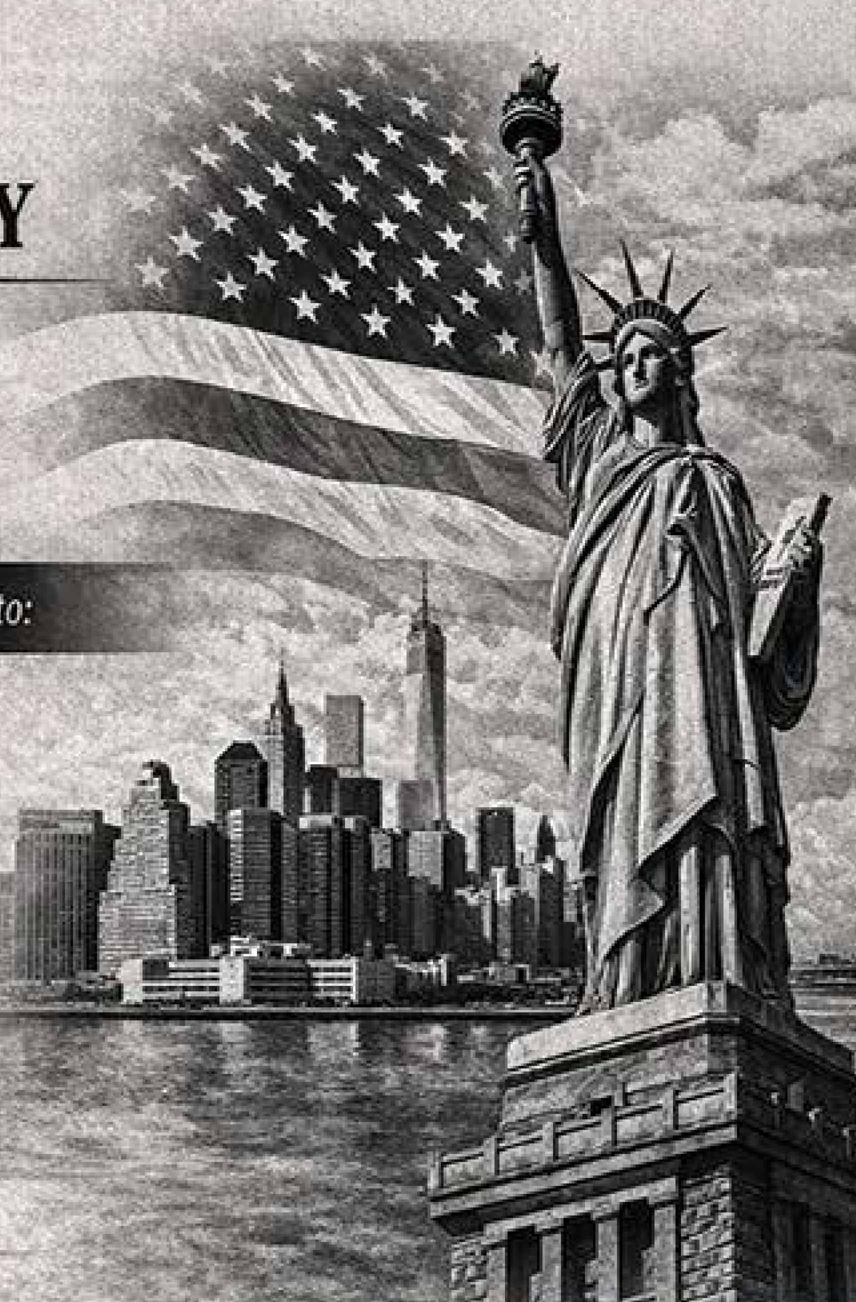

Are you a **foreign entrepreneur** or investor looking to start or expand a business in the U.S.?

The E-2 Treaty Investor Visa *allows eligible investors and their families to:*

- ✔ **Live and work legally** in the United States
- ✔ **Operate and manage** a U.S-based business
- ✔ **Renew indefinitely** as long as the business remains active
- ✔ **Bring spouse and children** under 21
- ✔ **Spouses** may apply for work authorization

Who Qualifies?

- ✔ Citizens of E-2 treaty countries
- ✔ Substantial investment in a U.S. business
- ✔ Active role in business operations

We Provide:

- ✔ Business Setup Guidance
- ✔ Investment Structure Support
- ✔ Visa Application Assistance

Attention: Attorney Pema Lhamu Bhutia PC

তেল নিয়ে ৬ ভুল ধারণা

২০ পৃষ্ঠার পর

ফারেনহাইট। শর্ষের তেলের স্মোকিং পয়েন্ট প্রচলিত তেলগুলোর ভেতর সবচেয়ে কম। ২৪৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় এটির গুণাগুণ নষ্ট হতে শুরু করে। আর এ কারণেই ডিপ ফ্রাইয়ের ক্ষেত্রে শর্ষের তেল বা অলিভ অয়েল এড়িয়ে যাওয়া হয়। বেশি আঁচে শর্ষে বা জলপাই তেলে রান্না না করাই ভালো।

২. যত দামি তেল, তত স্বাস্থ্যকর : এক্সট্রা ভার্জিন অয়েলের দাম যে বেশি, এ তথ্য কমবেশি সবারই জানা। তবে তেল দামি হলেই যে সেটা স্বাস্থ্যকর হবে, তার কোনো মানে নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক সময়ই এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের সঙ্গে অন্যান্য নানা উপকরণ মিশিয়ে বোতলজাত করা হয়। এসব তেলের দাম বেশি হলেও এগুলো স্বাস্থ্যকর নয়।

৩. উদ্ভিজ্জ তেল অস্বাস্থ্যকর : উদ্ভিজ্জ তেল নিয়ে অনলাইনে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা আছে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, উদ্ভিজ্জ তেলও স্বাস্থ্যকর, এতে অনেক উপকারী উপাদান আছে। অপরিশোধিত তেল অতিরিক্ত তাপেও নষ্ট হয় না। তাই রান্নার সময় অতিরিক্ত তাপ নিয়ে তত চিন্তা থাকে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তেলের কিছু খেলে ঘরে খাওয়াটাই ভালো। কারণ, বাইরের খাবারগুলো তৈরির সময় খরচ বাঁচাতে দোকানিরা নিম্নমানের তেল ব্যবহারে করে থাকেন। তাই কী তেল খাচ্ছেন, এর চেয়ে কোথায় খাচ্ছেন, সেটা মাথায় রাখা জরুরি।

৪. নারিকেল তেল খাওয়া ভালো : উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারকেল তেল খাওয়ার চল আছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত আর শ্রীলঙ্কায়। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকায় নারকেল তেল খাওয়া অস্বাস্থ্যকর। নারকেল তেল নিয়ে আরেকটি প্রচলিত ধারণা, এটি মুখের জন্য ভালো। ইন্টারনেট ঘাঁটলে এমনও তথ্য পাওয়া যায়, নারকেল তেলে থাকা লরিক অ্যাসিড মুখের খারাপ ব্যাকটেরিয়াকে দূরে রাখে। তবে নির্ভরযোগ্য কোনো গবেষণায় এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৫. নারিকেল তেলে চুল গজায় : ধারণা করা হয়, নারকেল তেলের ফ্যাটি অ্যাসিড চুল বাড়তে সাহায্য করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যক্তিভেদে তেলের ব্যবহার উপকারের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি! চুলে নিয়মিত রং করলে, হিট দিলে বা ক্ষতিকর বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করলেক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে নারকেল তেল উপকারী হতে পারে, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। মোটাদাগে বলা যায়, নারকেল তেল যে আসলেই চুলের জন্য স্বাস্থ্যকর, এটা কোনো গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি।

৬. তেলে ব্রণ সারে : অনেকেরই ধারণা, চুলের মতো ত্বকে তেল ব্যবহার ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। ত্বকে তেল ব্যবহারে ব্রণ ঠিক হয়, এমন ধারণাও প্রচলিত আছে। তবে গবেষণা বলছে, এমন ধারণা সঠিক নয়। নারকেল তেলের লরিক অ্যাসিডের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই এটি ত্বকে ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া কমায় বলে অনেকের ধারণা। সত্যিটা হলো, নারকেল তেল ব্রণ আরও বাড়াতে পারে! বিশেষ করে যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত।

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে যা করতে হবে

২০ পৃষ্ঠার পর

বসে নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে স্তনে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা বা পরিবর্তন থাকলে তা বোঝা যায়।

* চিকিৎসকের সাহায্যে: একজন চিকিৎসক বা অন্য কোনো পেশাদার স্বাস্থ্যসেবীর মাধ্যমে স্তনের পরীক্ষা করানো উচিত। রক্তচাপ মাপার মতোই এই পরীক্ষাকে একটি রুটিন পরীক্ষায় পরিণত করা উচিত।

* ম্যামোগ্রাফি: ম্যামোগ্রাফি হলো স্তনের একধরনের কম মাত্রার এক্স-রে। ম্যামোগ্রাফি স্তন টিস্যুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর বা মাইক্রোক্যালসিফিকেশন পরীক্ষা করে স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক শনাক্তকরণ নিশ্চিত করা হয়। ঝুঁকির মাত্রার ওপর নির্ভর করে ম্যামোগ্রামের সঙ্গে স্তনের এমআরআইও করা যেতে পারে।

গোয়েন্দাপ কেমন হওয়া উচিত

* ২৯ থেকে ৩৯ বছর বয়সী নারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে প্রতি ১-৩ বছর অন্তর একটি ক্লিনিক্যাল স্তন পরীক্ষা করানো।

* ৪০ বছর বয়সের পর নারীদের প্রতিবছর একজন পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে স্তন পরীক্ষা করানো।

* ২০ বছরের বেশি বয়সী নারীরা প্রতি মাসে একবার নিয়মিতভাবে স্তনের স্ব-পরীক্ষা (সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন) করতে পারেন। এই পদ্ধতি কারও কাছে শিখে নিতে পারেন বা ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন।

* ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সী নারীদের প্রতিবছর একটি ম্যামোগ্রাম করা উচিত। যত দিন তাঁরা সুস্থ থাকেন, তত দিন এই রুটিন চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে স্তনের স্ব-পরীক্ষা করার সময় একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়ে দেখিয়ে নেবেন, তাঁদের স্ব-পরীক্ষার কৌশল সঠিক কি না। স্তন ক্যানসারের জন্য উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা নারীদের প্রতিবছর একটি এমআরআই এবং ম্যামোগ্রাম করা উচিত।

লেখক: ব্রেস্ট, থাইরয়েড ও কলোরেক্টাল সার্জন, সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগ, ল্যাবএইড ক্যানসার স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে
TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES
রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services
Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

শুধু সুষ্ঠু নির্বাচনই নয়, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাও ফেরাতে হবে

৫ পৃষ্ঠার পর

সুযোগ দিতে হবে। সুদের হার ও মুদ্রানীতি বাস্তব অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। সরকারের ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া কমাতে হবে এবং রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে।

খাদ্যবাজারে প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে, সিন্ডিকেট ও মজুতদারি বন্ধ করতে হবে, সংরক্ষণ ও পরিবহন অবকাঠামো উন্নত করতে হবে এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। জ্বালানির দাম নির্ধারণে একটি স্বচ্ছ ও নিয়মভিত্তিক পদ্ধতি চালু করা দরকার, যাতে দামের ক্ষেত্রে হঠাৎ বড় ধাক্কা না আসে।

দ্বিতীয়ত, প্রবৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে বেসরকারি বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি; কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়েছে। সরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের মান ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগও প্রতিবেশী দেশের তুলনায় কম। নীতিগত অনিশ্চয়তা, জটিল নিয়মকানুন, চুক্তি বাস্তবায়নের দুর্বলতা, অবকাঠামোর সমস্যা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্বল ব্যাংক খাত বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমিয়েছে।

ব্যাংক খাত এখন বিনিয়োগের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে না। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্বল সুশাসন এবং বারবার ঋণ পুনঃতফসিলের কারণে ঋণ ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে। দেখা গেছে, ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ পায় না, অথচ প্রভাবশালীরা সহজে ঋণ পায়।

এ জন্য ব্যাংক খাতে সুশাসন জোরদার করতে হবে, খেলাপি ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে, ব্যাংকগুলোর সম্পদের মান যাচাই সম্পন্ন করতে হবে এবং দুর্বল ব্যাংকগুলো সংস্কার করতে হবে। একই সঙ্গে ব্যবসার পরিবেশ সহজ করতে হবে, সরকারি সেবা ডিজিটাল করতে হবে এবং করব্যবস্থা সহজ করতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নে শুধু বড় প্রকল্প নয়, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যুৎ, বন্দর, কাস্টমস ও লজিস্টিকসে দুর্বলতা থাকলে ব্যবসার খরচ বাড়ে এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা কমে।

তৃতীয়ত, তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এই দশকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, কিন্তু সে অনুযায়ী চাকরি তৈরি হচ্ছে না। যুব-বেকারত্ব জাতীয় গড়ের দ্বিগুণের বেশি। অধিকাংশ নতুন চাকরি অনানুষ্ঠানিক, কম আয়ের এবং কম উৎপাদনশীল। শিক্ষিত বেকারত্ব বাড়ছে, যা শিক্ষা ও শ্রমবাজারের মধ্যে বড় ব্যবধানের প্রতিফলন।

চাকরি সৃষ্টি নির্ভর করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর। উচ্চ মূল্যস্ফীতি মজুরি কমিয়ে দেয় এবং নিয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। তাই স্থিতিশীল অর্থনীতি ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ জরুরি। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে শিল্পের চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বড় সম্প্রসারণ দরকার। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ দিতে হবে এবং নিয়মকানুন সহজ করতে হবে।

সবশেষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন শুধু কে দেশ শাসন করবে, সেই প্রশ্ন নয়। কীভাবে দেশ শাসিত হবে, সেটিও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। নতুন সরকারের সিদ্ধান্তই একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। সাহস ও দায়িত্ব নিয়ে দেশ পরিচালনা করলে বাংলাদেশ স্থিতিশীলতা, সুযোগ ও আস্থার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে পারে।

ফাহমিদা খাতুন: নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

জাইমা রহমান রাজনীতিতে নতুন কণ্ঠ, নতুন বার্তা

৬ পৃষ্ঠার পর

কি আদৌ এই সিস্টেম আস্থা সম্ভব? এই ভাবনার মধ্যেই জাইমা রহমানের একটি বক্তব্য শোনা। তাঁর বলার ভঙ্গি, চোখের ভাষা, শরীরী ভাষায়। কথা বলার মধ্যে বাবার ছায়া আছে-এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই চেনা রাজনৈতিক দাম্ভিকতা নেই। নেই "আমি জানি সব" ধরনের অহংকার। বরং ছিল এক ধরনের বিনয়, শোনা আর বোঝার চেষ্টা।

এই অক্টোবরেই জাইমার বয়স ৩১। ২০০৮ সালে, মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে, বাবা-মায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সের একটা বাচ্চা তখন। রাষ্ট্র কী, ক্ষমতা কী, দল কী-এই সবের কিছুই তখন বোঝার বয়স ছিল না। এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। বলা যায়, তিনি বড় হয়েছেন মূলত ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থার ভেতরে, বাংলাদেশি পরিবারে।

তাঁর বাংলা শুনলে বোঝা যায়-একটু বিদেশি টান আছে। বিদেশে বড় হওয়া অনেক বাংলাদেশির মতোই। কিন্তু সেটুকু বাদ দিলে, বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, গুছানো এবং প্রাসঙ্গিক। জাইমা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে প্রবেশের ঘোষণা দেননি। কিন্তু তার বক্তব্য, তার উপস্থিতি এবং তার ভাষা-সব মিলিয়ে এটুকু বলা যায়, এটি ছিল একটি শক্তিশালী সূচনা। শক্তি এখানে সংখ্যায় নয়, শব্দের গভীরতায়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেখানে দীর্ঘদিন ধরে চিৎকার, বিভাজন ও অভিযোগের রাজত্ব, সেখানে জাইমা রহমানের সংযত কণ্ঠ যেন এক ভিন্ন সুর। তিনি দেখালেন, রাজনীতি মানেই কেবল ক্ষমতার লড়াই নয়-এটি মূল্যবোধের চর্চাও হতে পারে। এই প্রথম বক্তব্যেই তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি, কোনো দাবি তোলেননি। বরং তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন আমাদের সবার দিকে-আমরা কি সত্যিই একে অপরের কথা শুনতে প্রস্তুত? আমরা কি নারীদের কেবল আলোচনার বিষয় না বানিয়ে, সিদ্ধান্তের অংশীদার করতে চাই?

জাইমা পড়াশোনা করেছেন আইনে। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যারিস্টার। মানে, রাষ্ট্র কীভাবে চলে, আইন কীভাবে কাজ করে-এই বোঝাপড়া তাঁর আছে। তার সঙ্গে যদি থাকে নৈতিক দৃঢ়তা আর আপসহীন মানসিকতা, তাহলে নতুন কিছু কি অসম্ভব? জাইমা রহমানের এই উপস্থিতি হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাতারাতি কোনো পরিবর্তন আনবে না। কিন্তু এটি একটি বার্তা দিয়েছে-গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এখনো হারিয়ে যায়নি, যদি আমরা তা দেখার চোখ রাখি। সিনিয়র নেতারা জাইমা রহমানের মধ্যে খালেদা জিয়ার প্রতিচ্ছবি দেখছেন। তারা বলছেন, জাইমা রাজনীতিতে এলে বাংলাদেশের রাজনীতি আরও শক্তিশালী হবে। রাজনীতিতে 'জিয়া পরিবারের উত্তরসূরি হিসেবে জাইমা রহমানের রাজনীতিতে আসা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেআইবি মিলনায়তনে তার উপস্থিতি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির অংশ।'

রাজনীতির মাঠে নতুন কণ্ঠ সবসময়ই কৌতূহল জাগায়। কিন্তু কিছু কণ্ঠ থাকে, যা কেবল কৌতূহল নয়-আশাও তৈরি করে। জাইমা রহমানের প্রথম উচ্চারণ সেই আশার দিকেই ইঙ্গিত করে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

রাজনীতি হোক প্রতিযোগিতার

১০ পৃষ্ঠার পর

বদলে, প্রতিযোগিতার রাজনীতিই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে। ২০২৬ সাল হোক অর্জনের বছর। আমরা এমন এক রাজনীতির স্বপ্ন দেখি, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার হবে প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ কাজ করবে জনগণের সেবায়। ক্ষমতার দম্ভ নয়, বরং সেবার মানসিকতা হোক নতুন বছরের রাজনীতির মূলমন্ত্র। নতুন বছরে আমাদের প্রত্যাশা রাজনীতি হবে মানুষের জন্য, মানুষ রাজনীতির জন্য নয়। নতুন বছরে সুস্থধারার রাজনীতির জয় হোক। খালেদা জিয়ার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে বর্তমানে এক নতুন বাস্তবতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বিএনপির ঐক্য ও শক্তির মূল উৎস। তার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে দলের ভেতরে ঐক্য ধরে রাখাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে এটি দলের জন্য একটি নতুন সুযোগও তৈরি করেছে। দীর্ঘদিনের 'ব্যক্তিনির্ভর' রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে দলীয় কাঠামো ও যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে বিএনপি কীভাবে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে নিজেদের প্রমাণ করে, তা দেখার বিষয়। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় দল এখন এক নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর দিকে এগোচ্ছে। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আবেগী ঢেউ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে তার কারাজীবন এবং অসুস্থতা নিয়ে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিতর্কের অবসান ঘটেছে এক গভীর শোকের আবহে। এই জনআবেগ ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ভোটারদের একটি বড় অংশ এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিএনপির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারে, যা ভোটব্যাংকে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে। নতুন প্রজন্মের ভোটারদের একটি বড় অংশ, বেগম জিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রাম ও শাসনামলের চেয়ে পরবর্তী রাজনৈতিক সংগ্রামই বেশি দেখেছে। তার প্রয়াণের পর তরুণরা এখন ব্যক্তিত্বের চেয়ে দলের ইশতেহার, রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং আগামীর নেতৃত্বের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। এটি দেশের রাজনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপাসনা কমিয়ে আদর্শিক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করছে।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা পূরণে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন এখন কেবল ক্ষমতার পরিবর্তনের লড়াই নয়, বরং এটি একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাতের বদলে সমঝোতার একটি সূক্ষ্ম আভাস অনুভব করা যাচ্ছে, যা স্থিতিশীলতার জন্য ইতিবাচক। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু-পরবর্তী বাংলাদেশ এখন এক 'পোস্ট-ক্যারিশমেটিক' নেতৃত্বের যুগে প্রবেশ করেছে। এই নতুন বাস্তবতা আমাদের শেখায় যে, নেতা নশ্বর কিন্তু রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র অবিনশ্বর। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জনগণের রায়ই নির্ধারণ করবে, এই নতুন বাস্তবতায় দেশের রাজনীতি কোন পথে এগোবে। শোককে শক্তিতে পরিণত করে, একটি সুস্থধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলাই হোক ২০২৬ সালের বড় প্রত্যাশা। এ বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, জাতীয় নির্বাচন ও এর মাধ্যমে একটি নতুন সরকারের পথচলা। নির্বাচন হোক বাংলাদেশের গণতন্ত্রের নতুন সূর্যোদয়। যদি এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, তবেই বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং টেকসই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। আমরা প্রত্যাশা করি, ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এবং দেশ এক নতুন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার যুগে প্রবেশ করবে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর বিজয়ী ও বিজিত, উভয় পক্ষকেই জনরায় মেনে নেওয়ার মানসিকতা রাখতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরিহার করে সংসদকে কার্যকর করা এবং দেশের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাই হবে নতুন সরকারের প্রধান কাজ।

গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। টেকসই গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করতে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও দুদককে শক্তিশালী করা ছাড়া বিকল্প নেই। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগ এবং প্রয়োজনে বিতর্কিত প্রযুক্তির পরিবর্তে পুনরায় স্বচ্ছ ব্যালট পেপার ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। বিচারিক নিয়োগের জন্য একটি পৃথক কমিশন গঠন এবং উচ্চতর আদালতকে বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং নেতৃত্বের নির্বাচনে তৃণমূলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে জনপ্রতিনিধিরা জবাবদিহির ঊর্ধ্বে না চলে যান। ব্যাংকিং খাতকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত করা এবং খেলাপি ঋণের সমস্যা সমাধানে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আস্থা ধরে রাখার প্রধান শর্ত। তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করতে পাঠ্যক্রমে সিভিক এডুকেশন বা নাগরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

পুলিশ বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে জনগণের সেবকে পরিণত করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে, যাতে ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ২০২৬ সালে একটি সফল নির্বাচন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারলে, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। অনেক দিন ধরে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার ক্ষমতার পরিবর্তন দেখিনি। সময় আসছে, সেই শুভ দিনের। আমরা যেন এই সুযোগ নষ্ট না করি।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

'আইসিসি করাপ্টেড' ক্রিকেট বিশ্ব ভাঙার গুঞ্জন

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য নেশনের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে 'আইসিসি করাপ্টেড'। আইসিসিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর দাবি তুলে ধরা হয়েছে সেই প্রতিবেদনে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন সময় এসেছে পাকিস্তানের নেতৃত্বে বৃহত্তর ক্রিকেট বিশ্ব- ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশগুলোকে একত্রিত হয়ে এই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ভিলেন নিকশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। যা একটি মাত্র রাষ্ট্রের অতিরিক্ত প্রভাবের কারণে এই সুন্দর খেলাটিকে কলুষিত করছে। এই প্রভাব মূলত ভারতের ১৪০ কোটি জনসংখ্যা এবং সেখান থেকে আসা বিপুল রাজস্বের ফল। কিন্তু অর্থকে কখনোই খেলাধুলাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার বা তাকে জিম্মি করে রাখার সুযোগ দেয়া উচিত নয়।

৩০ বছরের মধ্যে ভয়াবহ তুষারঝড় নিউইয়র্কে!

১ পৃষ্ঠার পর

ইঞ্চি তুষারপাতের আশংকা করা হচ্ছে। এবার ঠান্ডা অনুভূত হবে অকল্পনীয়ভাবে। প্রবীণ আবহাওয়াবিদ টম কাইনন বলেছেন, 'রোববার থেকে রাস্তাগুলি ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। এমন কোনও ভ্রমণ নেই যা নিরাপদ থাকবে, এটি একটি বিপর্যয় হতে চলেছে।' সিটি মেয়র জোহরান মামদানি শুক্রবার বলেছেন, '২ হাজার কর্মী তুষার পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত থাকবে'। আবহাওয়ার এমন অবস্থায় নাগরিকরা গ্রোসারিতে ভিড় করেছেন। অনেক জায়গায় গ্রোসারি খালি হয়ে গেছে। প্রায় তিনদিনের এই তুষার অন্তত কেউ সহজে ঘর থেকে বের হতে পারেন বলে মনে করছেন না। পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। শনিবার মধ্যরাত থেকে রোববার সকালের মধ্যে তুষারপাত ব্যাপক আকার ধারণ করবে। বিমান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্থলপথে ভ্রমণ অসম্ভব না হলেও ধীর গতিতে হবে এবং বিমানবন্দরগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সোমবার দুপুরের দিকে এই তুষার অন্তত থামার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। 'এটি একটি শুষ্ক, ফ্লাফি তুষার হতে চলেছে, যা অনেক জন্য ভাল, যাদের বেলচা চালাতে হবে, তাই এটি একটি উজ্জ্বল জায়গা'। যদি সিটি অন্তত এক ফুট তুষারপাত পায় তবে এটি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে শহরে সবচেয়ে বেশি চিহ্নিত হবে। যখন দুই দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল পার্কে ১৬.৮ ইঞ্চি পড়েছিল। ৩ জন আবহাওয়াবিদ আভাস দিয়ে বলেছেন, যে হাডসন উপত্যকা, প্রায় সমস্ত নিউজার্সি এবং কানেকটিকাটসহ পুরো অঞ্চল জুড়ে ৮ থেকে ১৬ ইঞ্চি তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। ঝড়টি উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি তুষারপাতের সাথে শহরটিকে ঢেকে দিতে পারে। সতর্কবার্তা সত্ত্বেও, মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, শহরটি কতটা খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নিয়ে স্কুল এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। 'আমরা আশা করছি শনিবারের শেষের দিকে বা রোববারের প্রথম দিকে বৃষ্টিপাত শুরু হবে এবং সম্ভবত সোমবার পর্যন্ত চলবে। পূর্বাভাসে ৩ থেকে ১২ ইঞ্চি তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে', শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন মামদানি। তিনি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব যে আমরা তিন ইঞ্চিরও কম পেতে পারি এবং এটা ঠিক ততটা সম্ভব যে আমরা এক ফুট অতিক্রম করতে পারি।' সিটি ইঞ্জিনিয়াররা জানেন যে পূর্বাভাস সবসময় সঠিক হয় না।' মেয়র আরও যোগ করেছেন যে প্রায় ২,০০০ স্যানিটেশন কর্মী চব্বিশ ঘণ্টা তুষার অপসারণ করতে শনিবার ১২ ঘণ্টা শিফটে কাজ করবেন। হাডসন ভ্যালি নিউজ অনুসারে, একজন স্থানীয় আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ হাডসন উপত্যকায় ২ ফুট পর্যন্ত তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন-যা ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পূর্বাভাসকারী বেন নোল বলেছেন, প্রায় ৬ ইঞ্চি তুষারপাতের ১০০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে, এক ফুটেরও বেশি তুষারপাতের ৮০ শতাংশ আশংকা রয়েছে-এবং এই অঞ্চলে ১৮ ইঞ্চিরও বেশি হওয়ার ২০ শতাংশ আশংকা রয়েছে।

জ্যামাইকায় মিরুলি ফাস্টফুড স্টোরের যাত্রা শুরু

৬২ পৃষ্ঠার পর

ও আমান্ত্রা রেজা মালিকানায় জ্যামাইকার ব্যস্ততম এলাকার ১৭৯-৫১ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত মিরুলি স্টোরে সব ধরনের হালাল ফাস্ট ফুড পাওয়া যাচ্ছে। খাবারের তালিকায় রয়েছে হরেক রকমের পিজ্জা, বার্গার, স্যান্ডুইচ, চিকেন ওভার রাইস, সালাদ, আইসক্রিম প্রভৃতি। মিরুলির অন্যতম কর্ণধার ইমন খন্দকার জানান, মূলতঃ মুসলিম কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের কথা বিবেচনা করেই মিরুলি স্টোরটি সম্পূর্ণ হালাল ফুডের স্টোর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সপ্তাহের ৭ দিনই এটি চালু থাকবে। এর মধ্যে সোমবার থেকে শনিবার প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত এবং রোববার বেলা ১১টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। থাকবে হোম ডেলিভারী সার্ভিসও।

মায়ের দুধ কেন পরিপূর্ণ খাবার

২০ পৃষ্ঠার পর

শিশু কম কান্নাকাটি করে ও মানসিকভাবে পরিতৃপ্ত থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে মায়ের দুধ খাওয়া শিশু বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় প্রক্রিয়াজাত গুঁড়া দুধ খাওয়া শিশুর চেয়ে ১০ গুণ ভালো।

অন্যান্য সুবিধা : মা যেকোনো সময় শিশুকে এ দুধ খাওয়াতে পারেন। এ জন্য তাঁকে কোনো বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয় না। কিনতে হয় না বলে এটি অর্থনৈতিকভাবেও সাশ্রয়ী। বাইরের কোনো পাত্র, পানি বা সরঞ্জাম কিছুই প্রয়োজন হয় না। তাই জীবাণুর সংক্রমণের সুযোগ নেই। মায়ের দুধে কোনো জীবাণু নেই বলে শিশুর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি খুব কম থাকে।

রোগপ্রতিরোধী উপাদান : মায়ের দুধে আছে রোগপ্রতিরোধী বহু উপাদান, যা শিশুকে বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে থাকে। এমনই কিছু উপাদান হলো: * জীবাণু ধ্বংসকারী জীবিত শ্বেতকণিকা। * ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা অ্যান্টিবডি। 'বাইফিডাস ফ্যাক্টর'। এটি শিশুর পাকস্থলীতে 'ল্যাকটোব্যাসিলাস' বাড়াতে সাহায্য করে। ল্যাকটোব্যাসিলাস ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে শিশুকে ডায়রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, পাকস্থলীতে লৌহ বেঁধে রাখতে পারে। ফলে যেসব জীবাণু লৌহ ছাড়া বাঁচতে পারে না, সেগুলো ধ্বংস হয় ও শিশু রোগমুক্ত থাকে।

শিশু মায়ের দুধ খেলে পাতলা পায়খানা, শ্বাসনালির অসুখ, এমনকি কান পাকার হারও অনেক কমে। ডায়রিয়াসহ যেকোনো অসুখের সময় শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। ফলে শিশু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

লেখক: অধ্যাপক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান, শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

আদা খেলে পাবেন যেসব উপকার

২০ পৃষ্ঠার পর

গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কারণ, আদার উপাদান জিঞ্জেরল ও শোগাওল অগ্ন্যাশয়কে আরও ইনসুলিন তৈরি করতে উদ্দীপ্ত করে।

উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে : বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, উচ্চ ফাইবার এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার খেলে উদ্বেগ কমে। আদায় এগুলো রয়েছে। উদ্বেগ কমানোর একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার হলো আদা।

বদহজম কমায় : বদহজম কার না হয়! এই বদহজমের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রতিকার আদা। আদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জিঞ্জেরল খাবার হজমে সহায়তা করে। পাশাপাশি এটা প্রদাহ রোধ করে, যা বদহজমের কারণে হওয়া ব্যথাও কমাতে সহায়তা করে। জিঞ্জেরল গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডের উৎপাদন কমায়, যা পেটের আলসার নিরাময়ও করতে পারে। বদহজম কমানোর ক্ষেত্রে আদা চা খেতে পারেন।

হাঁপানি প্রশমন করে : জিঞ্জেরল ফুসফুসের শ্বাসনালির পেশি শিথিল করতে সাহায্য করে। এটি ফোলা কমাতে এবং শ্বাস নেওয়া সহজ করে। আপনার যদি শ্বাস নিতে সমস্যা হয়, তাহলে আদা রস করে খেয়ে ফেলুন, শ্লেষ্মা দূর হবে।

আলঝেইমারের ঝুঁকি কমায় : আদা মস্তিষ্কে ফলক গঠনে বাধা দিয়ে আলঝেইমারের ঝুঁকি কমায়। ফলকগুলো হলো মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষগুলোয় জমা হওয়া অ্যামাইলয়েড বিটা (এ-বিটা) পেপটাইড। পরীক্ষায় দেখা গেছে, আদার রস ৮০ শতাংশ পর্যন্ত এ-বিটা উৎপাদনে বাধা দেয়। এনজাইমগুলোকে বাধা দিয়ে মস্তিষ্কে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতেও সাহায্য করে জিঞ্জেরল। এই এনজাইমগুলো মস্তিষ্কে প্রদাহ তৈরি করে আলঝেইমারের ঝুঁকি তৈরি করে। সূত্র: [illegible]

কবীর সুমনের কথা ও সুরে সিনেমায় আসিফের গান

৪৬ পৃষ্ঠার পর

গেয়েছেন সুমনের গান। তবে ঢাকাই সিনেমায় কখনো পাওয়া যায়নি কবীর সুমনকে। ইয়ামিন ইলানের 'খামোশ' সিনেমা দিয়ে সে আক্ষেপ পূরণ হচ্ছে। এই প্রথম বাংলাদেশের সিনেমার জন্য গান লিখলেন ও সুর করলেন সুমন।

শুধু কবীর সুমনের লেখা ও সুর করা তিনটি গানেই নয়, খামোশ সিনেমার সব গানে কণ্ঠ দিয়েছেন আসিফ আকবর। সবই তাঁর একক গান। এর আগে 'রানী কুঠির বাকী ইতিহাস' ও 'শহীদের গান' সিনেমার সব গান গেয়েছিলেন আসিফ।

খামোশ সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে সিয়া প্রোডাকশনসের ব্যানারে। প্রযোজনা করছেন সিয়া রহীন। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন ডলি জহুর, শাহেদ মাওলা, আনজিকা আমিন, রাশেদ মামুন অপু, কাজী নওশাবা আহমেদ, আবু হুরায়রা তানভীর, আবদুল্লাহ রানা, সাবেরি আলম, ইকবাল হোসেইন, সিয়া রহীন, সাইফুর রহমান ইমন, রেজমিন সেতু, কমলাল বাবু, ফারহানা ইয়াসমিন ইভা, জাহিন (শিশুশিল্পী), আদৃতা (শিশুশিল্পী), নাজনীন শবনম, ইসরাত রহমান, শাহেদ ওসমান রোমেল, রেশমা আহমেদ প্রমুখ।

খামোশ সিনেমা নিয়ে নির্মাতা ইয়ামিন ইলান বলেন, 'এটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশি সিনেমা। তামিল বা ভারতীয় আদলে বানানো নয়। গল্পটি মৌলিক ও পারিবারিক। ইতিমধ্যে দুই লটের শুটিং শেষ হয়েছে। ঢাকা ও গাজীপুরে শুটিং হচ্ছে।'

এ বছর কোনো এক ঈদে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানান নির্মাতা।

ইসলামী আন্দোলন ভোটের খেলা বদলে দিচ্ছে?

৫ পৃষ্ঠার পর

বিরোধী শক্তি নয়। তবে মনে করা হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামীর ভোট উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দলটি নিজেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রধান অংশীদার বলেও দাবি করছে। এনসিপিকে আগ্রহের জোটে নিয়ে এ দাবি হয়তো জোরদার করতে চেয়েছে দলটি। আর তাতে ইসলামী আন্দোলন জোট থেকে ছুটে গেলেও ক্ষতি নেই। তবে আসন্ন নির্বাচনে এর ফল জামায়াতকে হতাশ করতে পারে। কারণ এনসিপির প্রতি জনসমর্থন স্পষ্টতই ক্রমহ্রাসমান। কতিপয় অবমূর্তির কারণে বিএনপি তাদের খুব একটা কাছে টানতে চায়নি বলেও কথা চালু রয়েছে।

এখন ইসলামী আন্দোলনের রেখে যাওয়া আসনগুলো জোটসঙ্গীদের মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হয়, সেটা দেখতে হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার অবধি অবশ্য কোনো জোটেরই আসন সমঝোতার চিত্রটি স্পষ্ট হচ্ছে না। ভোটের আগের দিনেও প্রার্থীদের মধ্যে 'রাজনৈতিক সমঝোতা' হয়ে থাকে এবং এর প্রভাব পড়ে নির্বাচনে। ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে ভোটের মাঠে কি অন্য কারও ওই ধরনের সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে? ৩০-৩২ আসনে তাদের কোনো প্রার্থী নেই। এগুলোয় তারা কাউকে না কাউকে সমর্থন দেবেন। এর বাইরেও বিপুলসংখ্যক আসনে তারা রাজনৈতিক সমঝোতা করে ফায়দা নিতে চাইবেন। এ ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি ক্ষমতাপ্রত্যাশী বিএনপির দিকে কি হেলে পড়বেন তারা? কোথাও কোথাও জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমঝোতা হলেও অবাক হওয়া যাবে কি? জাতীয় পার্টি অবশ্য খণ্ডবিখণ্ড। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পরিবেশ তারা পাচ্ছে না। প্রতিকূল পরিবেশে না থাকলে তারা 'ভোটের খেলা' বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারত বলেও ধারণা। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট থেকে ইসলামী আন্দোলন বেরিয়ে যাওয়ার পর এ দুই পক্ষ ভোটের মাঠে ঠিক বাদানুবাদে জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। সেটা না ঘটলেও এতে বাড়তি সুবিধা পাবে বিএনপি ও তার মিত্ররা। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী দেশে বিএনপির অবস্থান সবচাইতে শক্তিশালী বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন পৃথকভাবে নির্বাচন করার ঘটনা তাদের মনের জোর আরও বাড়িয়ে দেবে।

হাসান মামুন: সাংবাদিক, কলাম লেখক।

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine
Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IT ON App Store

CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

tax refund

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

জব জব হেল্প জব
Job Help Application Processing Service
917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435
Phone/Fax: 917-300-6160

বিউটি সেলুনে বেসমেন্ট স্পেস ভাড়া
বিউটি সেলুনে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ

জামাইকা এভিনিউ-এর উপর অবস্থিত একটি বিউটি সেলুনে বেসমেন্ট স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। এই জায়গাটি অফিস, নেইলস বা যেকোনো ধরনের সার্ভিস কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত। এছাড়াও, ফার্স্ট ফ্লোরে আমরা হেয়ার কাটিং স্টেশনের বুথ ও নেইল স্টেশন ভাড়া দেব এবং বিউটি সেলুনের কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক এবং বিউটি সেলুনের কাজ শিখতে আগ্রহী নতুন লোককেও নিয়োগ করা হবে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন:
929-570-0314
917-373-6931

A basement space is available for rent and Help wanted

A basement space is available for rent in a beauty salon located on Jamaica Avenue.

This space is suitable for an office, nails, or any type of service-related business.

Additionally, hair-cutting station booths on the first floor are available for rent, and we are also hiring both experienced individuals who know beauty salon work and new learners who are interested in learning beauty salon skills.

Interested persons, please contact:

929-570-0314, 917-373-6931

অস্কার মনোনয়নে ইতিহাস গড়ল সিনার্স

১৬টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়ল হরর সিনেমাটি

আজকাল বিনোদন

৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে রেকর্ড গড়ল রায়ান কুগলার পরিচালিত 'সিনার্স'। সেরা সিনেমা, সেরা অভিনেতা, পরিচালক, চিত্রনাট্য, সংগীত, চিত্র গ্রহণসহ মোট ১৬টি বিভাগে মনোনয়ন পেল হরর সিনেমাটি। এর মাধ্যমে অস্কারের এত বছরের রেকর্ড গেল ভেঙে। এর আগে সর্বোচ্চ ১৪টি মনোনয়ন পাওয়ার উদাহরণ ছিল। ১৯৫০ সালে 'অল অ্যাবাউট ইভ', ১৯৯৭ সালে 'টাইটানিক' এবং ২০১৬ সালে 'লা লা ল্যান্ড' প্রতিটি পেয়েছিল ১৪টি করে মনোনয়ন।

সিনার্স সিনেমাটি তৈরি হয়েছে দুই যমজ ভাইয়ের গল্পে। বেদনাদায়ক অতীত পেছনে ফেলে, নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য মিসিসিপি শহরে ফিরে আসে তারা। তবে সেখানেও অপেক্ষা করছে এক অশুভ শক্তি। এ দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাইকেল বি জর্ডান। সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।

অস্কারের ৯৮তম আসরের মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করা হয় ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। এবার সিনার্স ছাড়াও দর্শকদের নজর ছিল 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'-এর দিকে। লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত সিনেমাটি বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল। এটি পেয়েছে ১৩টি মনোনয়ন। ফলে চূড়ান্ত আসরে এ দুই সিনেমার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অস্কারের এবারের আসরটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ মার্চ। সেদিনই জানা যাবে কাদের হাতে উঠবে পুরস্কার।

অস্কারের উল্লেখযোগ্য বিভাগে মনোনয়ন তালিকা

সেরা সিনেমা: 'বুগোনিয়া', 'এফ ১', 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন', 'হ্যামনেট', 'মার্টি সুপ্রিম', 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার', 'দ্য সিক্রেট এজেন্ট', 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু', 'সিনার্স' ও 'ট্রেন ড্রিমস' এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ইউটিউবে মিথিলার সিনেমা

আজকাল বিনোদন

সার্কাসকন্যা তারা ও হোসেন মাঝির গল্প নিয়ে অরুণ চৌধুরী বানিয়েছেন 'জলে জ্বলে তারা'। সরকারি অনুদানে নির্মিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। এবার সেটি মুক্তি পেল ইউটিউবে। তবে বদলে গেছে নাম। টৈন স্টুডিওস নামের ইউটিউব চ্যানেলে 'তারার সার্কাস' এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

কবীর সুমনের কথা ও সুরে সিনেমায় আসিফের গান

আজকাল বিনোদন

কবীর সুমনের সঙ্গে আসিফ আকবরের যুগলবন্দী অনেক দিনের। ছোটবেলা থেকেই কবীর সুমনের গানের বড় ভক্ত আসিফ। সে মুগ্ধতা থেকেই একসময় তাঁর কথা ও সুরে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও হয়। কবীর সুমনেরও ভালো লাগে আসিফের গায়কি। তাঁর জন্য বেশ কয়েকটি গান লেখেন সুমন। 'সিরিয়াস ছেলে', 'পরোয়া করি না', 'আমার একার নয়', 'একুশে ফেব্রুয়ারির ডাক', 'এই আকবর ঐ সুমন', 'লুকোনো মানিক', 'সুন্দরকেই মানি', 'এখনো সেই আসিফ আমি' শিরোনামে কবীর সুমনের লেখা ও সুর করা গানগুলোতে কণ্ঠ দেন আসিফ। কয়েক বছর আগে প্রকাশ পায় সেসব গান। এবার কবীর সুমন-আসিফ আকবর জুটির গান পাওয়া যাবে সিনেমায়।

পারিবারিক গল্প নিয়ে 'ঝামেলা' নামের সিনেমা বানাচ্ছেন ইয়ামিন ইলান। এই সিনেমায় গান থাকবে ছয়টি। এর মধ্যে তিনটি কবীর সুমনের লেখা ও সুর করা। সংগীত পরিচালনা করেছেন উজ্জ্বল সিনহা ও আজমির বাবু। গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন আসিফ আকবর। বাংলাদেশে কবীর সুমনের ভক্তের সংখ্যা কম নয়। গান শোনাতে বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসেছেন তিনি। সেসব অনুষ্ঠানে শ্রোতারা ভিড় করে, মুগ্ধ হয়ে এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

চঞ্চল-পরীমণির 'শাস্তি'

সিনেমায় তিন দেশের চার প্রযোজক

আজকাল বিনোদন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'শাস্তি' নিয়ে ২০০৪ সালে সিনেমা বানিয়েছিলেন চাষী নজরুল ইসলাম। একই গল্প আবার আসছে পর্দায়। তবে হুবহু নয়, গল্পটিকে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে চিত্রনাট্য। 'শাস্তি' নামের সিনেমাটি বানাচ্ছেন লিসা গাজী। এর আগে 'বাড়ির নাম শাহানা' বানিয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন লিসা। শাস্তি সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী, পরীমণি, আনান সিদ্দিকা ও অর্ক দাস।

ঢাকার জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার লাকির রহস্যময় মৃত্যুকে ঘিরে সিনেমার গল্প। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় একটি পরিবারের গোপন অন্ধকার, বিশ্বাসঘাতকতা ও নীরব লড়াইয়ের গল্প।

শাস্তি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিন দেশের চারজন প্রযোজক। বাংলাদেশ থেকে আছেন লিসা গাজী ও আরিফুর রহমান, পাকিস্তান থেকে আবিদ আজিজ মার্চেন্ট এবং ভারত থেকে আছেন অপূর্বা বক্সী। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর এক হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রযোজক আরিফুর রহমান বলেন, 'আমরা একসঙ্গে হচ্ছি কারণ, সাউথ এশিয়ান স্টোরি এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

শাকিব খানের শিডিউলে নেই রায়হান রাফি

আজকাল বিনোদন

ঢাকাই সিনেমার সবচেয়ে বড় তারকা শাকিব খানকে নিয়ে রায়হান রাফী নির্মাণ করেছিলেন 'তুফান'। ২০২৪ সালে সিনেমাটি মুক্তির পর দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা তৈরি করে সাফল্য পায়। পরে গেল বছরে তিনি নির্মাণ করেন 'তাণ্ডব নামের আরেকটি সিনেমা। সেটিও বেশ আলোচনা তৈরী করে।

তবে 'তুফান' মুক্তির পর থেকে দু বছর ধরে এর সিকুয়েল দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শক। কয়েকদিন পর পর 'তুফান ২' নিয়ে ছড়ায় নানা গুঞ্জন। সেই আলোচনায় নতুন করে ঘি ঢালতে সম্প্রতি পরিচালক রাফী একটি পডকাস্টে বলেছেন, ২০২৭ সালেই 'তুফান ২' আসবে, চলতি বছরে শুটিং শুরু হবে।

তবে খোঁজ নিয়ে যানা যায়, 'তুফান ২' নিয়ে শাকিব খান ও রায়হান রাফীর সঙ্গে তেমন কোনো ফলপ্রসূ আলোচনাই হয়নি। রাফীর এই দাবি মোটেও সত্য নয় বলে জানিয়েছে শাকিবের ঘনিষ্ঠসূত্র।

জানা গেছে, 'তুফান'-এর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শাকিবের অন্য সিনেমা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলমান থ াকলেও সেখানে নেই রায়হান রাফী।

শাকিবের বিশ্বস্ত ওই সূত্রটি আরো জানায়, ২০২৬ ও ২০২৭ সালে রাফীকে কোনো শিডিউল দেননি শাকিব খান। বাংলাদেশের অন্যান্য নির্মাতাদের সঙ্গে এই তারকা অভিনেতার নতুন সিনেমা নিয়ে আলাপ হলেও সেই শিডিউলের তালিকায় রায়হান রাফী নেই। তাই সূত্র জানাচ্ছে, আপাতত 'তুফান ২' এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

অস্কার থেকে ছিটকে পড়ল ভারত

আজকাল বিনোদন

আরও একবার অস্কার থেকে বঞ্চিত ভারত। চূড়ান্ত পর্বের আগেই ছেঁটে ফেলা হলো 'হোমবাউন্ড'। ভারতে মুক্তির আগেই ৯৮তম অস্কারের দৌড়ে নাম লিখিয়েছিল নীরজ ঘাওয়ান পরিচালিত সিনেমাটি। কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসা কুড়ালেও চলচ্চিত্রটি অস্কার কমিটির কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেল না। দেশ-বিদেশের তাবড় সিনেব্যক্তিত্বরাও 'স্ট্যান্ডিং ওভেশন' দিয়ে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন নীরজের ফ্রেমে ধরা এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ব্রংকসে এসেন্ড এবিএ ও চিশতি সিপিএ অফিস উদ্বোধন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এবিএ থেরাপী সেন্টার ও চিশতি সিপিএ অফিসের শাখা চালু করলাম। এখানে ট্যাক্স ফাইলিং সুবিধা ছাড়াও এসেন্ড এবিএ থেরাপীর সেন্টার থাকছে। ব্রংকসে বিশাল বাংলাদেশি কমিউনিটির সেবা দেবার জন্যই আমার এ সিদ্ধান্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ব্রংকসে আগমন উপলক্ষ্যে স্থানীয় কমিউনিটি লিডার এম এন মজুমদার, সিপিএ জাকির চৌধুরী ও জগলুল চৌধুরী ফুল দিয়ে স্বাগত জানান মোহাম্মদ চিশতিকে।এ সময়য় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাইনুদ্দিন পিন্টু, কাজি হাসান, জয় চৌধুরী,তরিকুল ইসলাম মিন্টু, তুষার পিক ও এম এ মামুন।

এসেম্বলিম্যান পদপ্রার্থী জাকিরের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে আগামী নির্বাচনে তিনি প্রার্থী। এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৮৭ এ প্রায় ৫ হাজার বাংলাদেশি ভোটার বাস করেন। তারা ভোট দিতে গেলে এবং দেশি প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানালে তার বিজয় নিশ্চিত। অতীতে এই আসনে ৪ হাজার ভোট পেয়ে এসেম্বলিম্যান নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি এবং স্টেটের মূলধারায় বাংলাদেশী আমেরিকানদের সরব উপস্থিতি ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে সিটি কাউন্সিলে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শাহানা হানিফের পরপর দুবার জয় আর জজ পদে বাংলাদেশী-আমেরিকান সোমা সাঈদের জয়ের ঘটনায় কমিউনিটির অনেকেই মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে

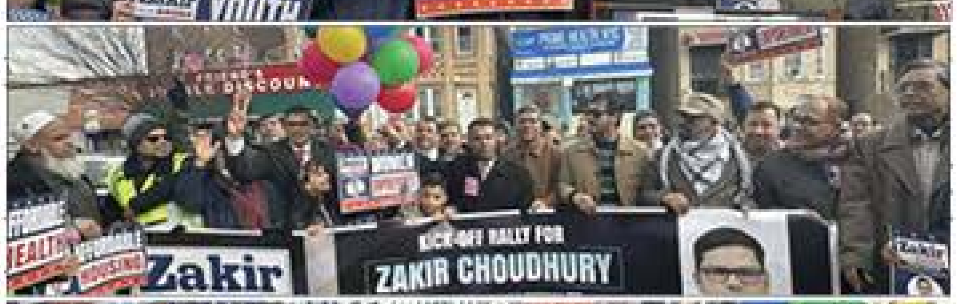

র‍্যালিতে জাকির চৌধুরী সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান। এর আগে রং বেরংএর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করা হয়।

কিক-অফ র‍্যালিতে জাকির চৌধুরী নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করে বলেন, মাত্র ২১ বছর বয়সে আমি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হিসেবে আসি। আমি বেসমেন্টে থেকেছি, ট্যাক্সি চালিয়েছি, উবার ও লিফট চালিয়েছি। কিন্তু কখনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সরে যাইনি। আমি বিশ্বাস করতাম শিক্ষাই পরিবর্তনের একমাত্র পথ। তাই কষ্ট করে, সংগ্রাম করে লেখাপড়া চালিয়েছি এবং পরবর্তীতে অ্যাকাউন্টিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করে সিপিএ হয়ে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছি। তিনি বলেন, আমি অভিবাসীদের সমস্যার কথা জানি। তাই ইমিগ্রান্টদের অধিকার, যুব উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মূলধারার রাজনীতিতে এসেছি। তিনি বলেন, সবার সহযোগিতার সুযোগ পেলে শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে পরিবর্তন আনতে কাজ করবেন তিনি।

নিউইয়র্কে জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মদিবস পালন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন খোকন এবং গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জনাব জসিম ভূঁইয়া, বিশেষ অতিথি বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম , লিয়াকোত আলী, সেফুল খান মাসুদ, মোহাম্মদ আলী রাজা , মোঃ মমতাজ উদ্দীন , সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকী ও নাসিমা আক্তার। কোরআন তেলাওয়াত করেন আশিকুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএনপিনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মোস্তাফিজুর রহমান প্রিন্স , বেগ হুসাইন ইসলাম মিন্টু, আব্দুল আহাদ হেলাল, মোঃ জামাল হোসেন ,মোঃ হানিফ মিয়া, আব্দুল মুক্তাদির ,তপদী রায় রূপ, মোহাম্মদ জাকির হোসেন বাচ্চু ,মোঃ বাদল হোসেন, মোহাম্মদ আলী মিলন মো. সৈকত আহমেদ, মাসুদুর চৌধুরী মো. মুরাদ হোসেন, মো. সাদিক আলী মোঃ সোহেল আহমেদ, চৌধুরী মোমিত আনিস, শাহ স্বপন, মো. জাহির হোসাইন,

আব্দুল ওয়াদুদ খোকন, মোঃ শফিকুল ইসলাম ,হাজী ইকবাল হোসেন সামসুল হক , রাসেল আহমেদ ও শাহ ইকবাল রাজু। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, শহিদ জিয়াউর রহমান সত্যিকার অর্থে ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ । তিনি যেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন তেমনি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করেছেন। তাঁর শাসনামলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে একটি স্বাবলম্বী দেশ হিসাবে গড়ে উঠেছিলো। অনুষ্ঠানে শহিদ জিয়া ও সদ্য প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আব্দুল আহাদ হেলাল।

First Time in NY
COMMUNITY
CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

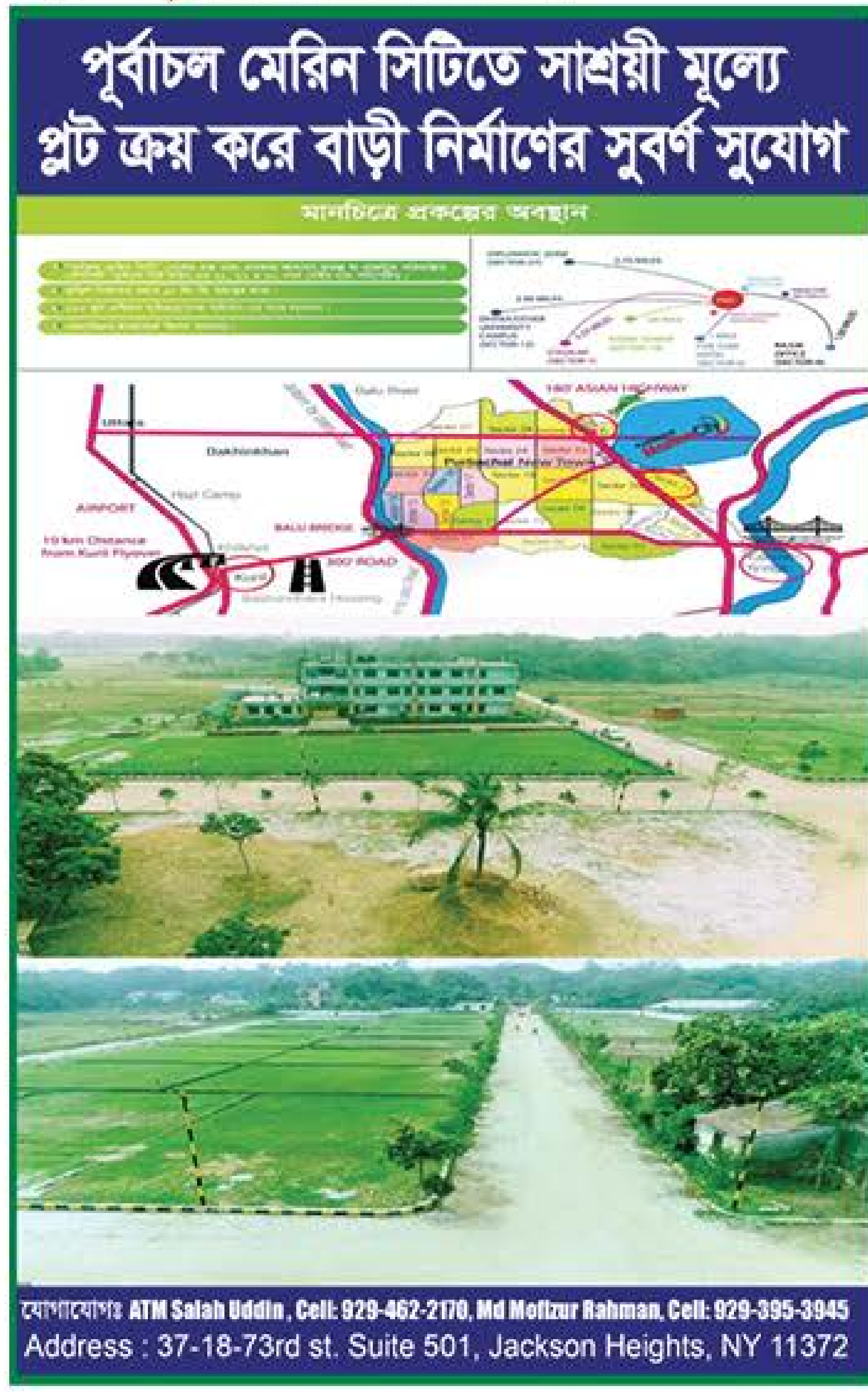
পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo
PRODUCTION SERVICES
DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE
• Brand Videos
• Event Coverage
• Product Demos
• Corporate Videos
• Video Editing
সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!
আমাদের সেবাসমূহ: ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন) কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube) ডকুমেন্টারি
ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও –সবকিছু এক ছাতার নিচে!
Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE Realty Inc.
WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.
রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর
Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760
Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

খবর
Weekly Ajkal সাপ্তাহিক আজকাল

ফ্লোরিডায় 'এসএসসি ৯১'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

ওইদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বনভোজনের বিভিন্ন আয়োজনে আবৃত্তি পরিবেশন করে রনিত ও সংগীত পরিবেশন করে সবাইকে আনন্দ দেন সংগীতশিল্পী সোহাগ উদ্দিন ।

বনভোজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন লিপ, লীনা, শিউলি, ফাহিমা, আসাদ, অসীম, আলম, সোহাগ, নূর, রিপন, জাকির, রকিব, রাসেল প্রমুখ ।

আয়োজকরা জানান, বনভোজন আয়োজন এর উদ্দেশ্য ছিল পুরোনো বন্ধুদের পুনরায় একত্রিত করা, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা, স্মৃতিচারণ করা এবং নতুন জীবনের গল্প ভাগাভাগি করা। বনভোজন শেষে আগামী বছর আবার মিলনের প্রত্যাশায় সবাই একরাশ সুখ স্মৃতি নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান।

শেখ আকতার উল ইসলামে স্মরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

আইনজীবী, সাংবাদিক, ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শোক সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল আনসারী, বাংলাদেশ স'সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট এম.মতিউর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক ও কন্ঠস্বর-৭১ নিউইয়র্কের উপদেষ্টা হাকিকুল ইসলাম খোকন, বাংলাদেশ ল'সোসাইটির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল, মিজুন আহমেদ, বাংলাদেশ ল'সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুয়েল, উদীচীর সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাস, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুলেখা পাল, বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, প্রগ্রেসিভ ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক আলিম উদ্দিন, ডাঃ আজিজুল হক, ডিস্ট্রিক্ট এলাহী লিয়াকত, ড.ওবায়েদ উল্লাহ মামুন, কালচুম খন্দকার, এম.এ করিম জাহাঙ্গীর, প্রয়াত শেখ আখতার উল ইসলাম এর ছোট ভাই শেখ আতিকুল ইসলাম, আল আমিন বাবু, সাংবাদিক উত্তম কুমার সাহাপ্রমুখ। শোক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ল'সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম, মুনমুন সাহা, সাংবাদিক সোহেল চৌধুরী ও মুজাহারুল ইসলাম চৌধুরী মুন্না।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে প্রয়াত অ্যাডভোকেট শেখ আকতার উল ইসলামের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও তার সাংগঠনিক কর্মকান্ডের জন্য তিনি সকলের নিকট অক্ষয় হয়ে থাকবেন। জাতীর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সিনিয়র আইনজীবী হিসাবে দেশ ও সমাজের জন্য অনেক অবদান চীর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রমাদান উপলক্ষ্যে মুনার মুয়াল্লিম ট্রেনিং কোর্স

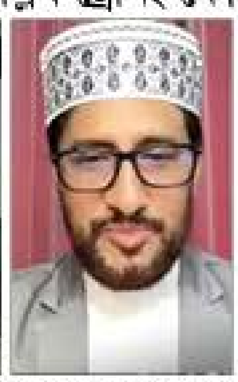

৬২ পৃষ্ঠার পর

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুনা একাডেমীর ডিরেক্টর ও ন্যাশনাল এসিসটেন্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর প্রফেসর ড. রুহুল আমিন। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে পবিত্র কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন সারা পৃথিবী থেকে মুয়াল্লিম ভাই-বোনদের অংশগ্রহনের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া এবং অংশগ্রহনকারীদেরকে ধন্যবাদ জানান মুনার এ প্রয়াসে আল্লাহ সাহায্য কামনা করেন । মুনা একাডেমির প্রশিক্ষক ইমাম জুনাইদ হোসাইন, এডমিন শাহিদী রিদওয়ানও বক্তব্য রাখেন।

এই ৩৫ দিনব্যাপী কোর্সের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট স্কলার ও খ্যাতিসম্পন্ন প্রশিক্ষক শায়খ মাঈনুদ্দীন হাসান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২৪৬ জনে মুয়াল্লিম অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। মুনার ফ্রি সহীহ কুরআন তা'লিম কোর্স আগামী ১ রমাদান শুরু হয়ে ১৬ রামাদান শেষ হবে। প্রতিদিন বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত জুমে এ কুরআন তা'লিম অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের এজিএম

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথি ছিলেন এটর্নী মঈন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, ঢাকা জেলা সমিতির সভাপতি দুলাল রেহেনু। বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের ও সাবেক কোষাধক্ষ লিশান রহিম এবং পোস্ট মাষ্টার মোঃ হুমায়ুন কবির। সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তব্য পর্ব শুরু হয় সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্য পর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মু. এন আলম মিনা। তিনি সংগঠনের নানান দিক নির্দেশনা বিগত বছর গুলোর সংগঠনের কার্যক্রম সকলের কাছে তুলে ধরেন।

অর্থ সম্পাদক মোঃ আমানুল ইসলাম বিগত বছরের আয় ব্যায় হিসাব নিকাশ প্রদান করেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে হস্তান্তর করেন। আরও বক্তব্য রাখেন, সহ সভাপতি মো. মোজাম্মেল হক, সহ সভাপতি মতিলাল দাস, সহ সভাপতি সানিগোপ, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ বাবুল হোসেন সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, ওয়েলফেয়ার সম্পাদক উত্তম সমদার, নির্বাহী সদস্য এম জি কামাল।

প্রধান অতিথি এটর্নী মঈন চৌধুরী সংগঠনের মঙ্গল কামনা ও সকল প্রকার সাহায্যের কথা ব্যাক্ত করেন।

পোষ্ট মাষ্টার মোঃ হুমায়ুন কবির পোস্ট অফিসে কর্মরত সকল কর্মীদের একটা দিক নির্দেশনা পূর্বক বক্তব্য দেন। উপদেষ্টা মন্ডলীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিজানুর রহমান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব সংগীত ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যে অংশ গ্রহন করেন পৃথিলা সাহা, শ্রেয়া সাহা, ও প্রানাম্বিকা গোপ। গানে অংশ গ্রহন করেন প্রামী গোপ ও নিউইয়র্ক এর স্বনামধন্য শিল্পী রাজিব ভট্টাচার্য ।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার তার সমাপনী বক্তব্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ও সকলের সহযোগিতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

‘আইসিসি করাপ্টেড’ ক্রিকেট বিশ্ব ভাঙার গুঞ্জন

আজকাল স্পোর্টস

একটা সময়ে খেলা ছিল নিছক আনন্দের। খেলার মাধ্যমে শারীরিক ব্যায়াম, ফিটনেস ধরে রাখা, মানসিক প্রশান্তিই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু খেলায় অর্থের মোহ ঢুকে যাওয়ায়; খেলোয়াড়দের কদর বাড়লেও কমেছে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ। অর্থের মোহে অবৈধ সুবিধা নিচ্ছে ক্রিকেটে নিজেদের এলিট দাবি করা ভারত।

বর্তমান ক্রিকেটে পরাশক্তি দল ভারত। ভারতীয়রাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের হর্তাকর্তা। তাদের কথায় সব হয়। আইসিসি থেকে যা আয় হয় তার সিংহভাগ নিয়ে নেয় ভারত। বাকিদের দেওয়া হয় নামকা ওয়াস্তে কিছু অর্থ। শুধু তাই নয়, ভারত চাইলে ক্রিকেটে সব কিছুই সম্ভব।

সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন ট্রফির আয়োজক ছিল পাকিস্তান। দেশটিতে খেলতে যেতে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। আইসিসি ভারতের সব ম্যাচের ভেন্যু ঠিক করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ভেন্যু নিয়ে জটিলতার পর অবশ্য একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ ভারত-পাকিস্তান। যে কারণে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে হচ্ছে না পাকিস্তানকে। তাদের ম্যাচগুলো হবে শ্রীলংকার মাঠে।

ভারত-পাকিস্তানের টানাপড়েনের মধ্যে নতুন করে নাম চলে আসে বাংলাদেশের। যার কারণটা অবশ্য আইপিএলকে ঘিরে। উগ্রবাদীদের হুমকিতে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। আইসিসি সাফ জানিয়ে দিয়েছে বিশ্বকাপ খেলতে হলে বাংলাদেশকে ভারতেই যেতে হবে। তবে বাংলাদেশ গতকাল বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবে না।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের ভেন্যু পরিবর্তন না করে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। একটি ছোট ক্রিকেট খেলুড়ে দেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার কৌশল; তাদের সামনে আল্টিমেটাম ছুড়ে দেয়া- মেনে নাও, না হলে বাদ পড়ো। এই পুরো ঘটনার ভাষা, যুক্তি, অসঙ্গতি এবং নগ্ন ক্ষমতার প্রদর্শন গভীরভাবে লজ্জাজনক।

এমন পরিস্থিতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে বর্তমান ক্রিকেট ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বলেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ। পাকিস্তানের এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

‘আইসিসি ও ভারত কনভিন্স করার চেষ্টাই করেনি’

আজকাল স্পোর্টস

ভারতীয় উগ্রবাদীদের তোপের মুখে আইপিএল খেলতে পারেননি মুস্তাফিজুর রহমান। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া সমীচিন মনে করেনি বিসিবি। তাই আইসিসির কাছে ভেন্যু পরিবর্তনের আবেদন করে। তবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা তা মানেনি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এ বিষয়ে বাংলাদেশকে মানাতে ন্যূনতম চেষ্টাও করেনি আইসিসি। বিসিসিআইও ছিল এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে ফুটবল বিশ্বকাপেও ‘বয়কট’ প্রসঙ্গ

আজকাল স্পোর্টস

গ্রিনল্যান্ড ইস্যু ও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতিকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক রাজনীতিতে উত্তেজনা বাড়ছেই। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ বয়কটের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জিবি নিউজের খবরে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বিবেচনা করতে পারে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার আহ্বান ইতোমধ্যে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে উঠেছে। এমনকি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের দিকেও চাপ দেওয়া হচ্ছে।

এ তালিকায় জার্মানির নামও আলোচনায় এসেছে। তবে দেশটির ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ানে শেভারলাইন স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরে অংশগ্রহণ বা বয়কটের সিদ্ধান্ত রাজনীতিকদের নয়, সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থার এখতিয়ার। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

নতুন কীর্তি গড়লেন অভিষেক শর্মা

আজকাল স্পোর্টস

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি জয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান অভিষেক শর্মা। তিনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুত ৫ হাজার রান করার কীর্তি গড়েছেন।

গত বুধবার নাগপুরে বাঁহাতি ওপেনার অভিষেক মাত্র ৩৫ বল খেলতে খেলতে ৮৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন। তার এই ইনিংসে ছিল ৫টি চার এবং ৮টি ছক্কা। এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি মাত্র ২,৮৯৮ বল খেলে টি-টোয়েন্টিতে ৫ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন, যা এই ফরম্যাটে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দ্রুততম। এর আগে এই রেকর্ডটি রাখতেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেল, যিনি ২,৯৪২ বল খেলে ৫ হাজার রান করেছিলেন।

২৫ বছর বয়সী অভিষেকের এই বিস্ফোরক ইনিংসের সাহায্যে ভারত ৭ উইকেটে ২৩৮ রানের বিশাল সংগ্রহ তৈরি করেছিল। পরে কিউই দল ৭ উইকেটে ১৯০ রানে থামায়, ফলে স্বাগতিক ভারত ৪৮ রানের বড় জয় পায়।

ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন অভিষেক নিজেই। ম্যাচ শেষে তিনি জানান, তিনি রেঞ্জ হিটিংয়ের ওপর নির্ভরশীল নন। বরং নিজের স্বাভাবিক খেলার ধরণ এবং টাইমিংয়ের ওপরই ভরসা রাখেন।

তিনি বলেন, ‘আমার খেলা মূলত আমার প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে। আমি সহজাত খেলায় বিশ্বাস করি। আমি মনে করি না যে আমার ভূমিকা ঝুঁকিপূর্ণ। প্রথম ছয় ওভারে বড় শট মারার জন্য অনুশীলন করি, কিন্তু রেঞ্জ হিটিং করি না। আমি টাইমিং নির্ভর ব্যাটসম্যান এবং ভালোভাবে বল দেখা ও কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’

বিশ্ব ক্রিকেট কাঁপিয়ে দেওয়া বাংলাদেশের ‘উত্তাল’ ২০ দিন

আজকাল স্পোর্টস

৩রা জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি। ২০ দিনের নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের পর আজ বাংলাদেশ তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল আইসিসিকে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে খেলবে না লিটন-মোস্তাফিজরা। ফলে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেওয়া আইসিসি কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। বাংলাদেশ কী বিশ্বকাপে খেলতে পারবে নাকী তাদের জায়গায় কপাল খুলবে স্কটল্যান্ডের? এই গল্পের সমাপ্তির আগে একনজরে দেখে নিতে পারেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমানের ইস্যুকে কেন্দ্র করে গোটা ক্রিকেট দুনিয়ায় কীভাবে, কেমন উত্তাপ ছড়িয়েছে গত ২০ দিন।

৩ জানুয়ারি ২০২৬ গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে অবাক করেই গত ৩রা জানুয়ারি বিসিসিআইয়ের নির্দেশে কেকেআর মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল দল থেকে বাদ দেয়। এ ঘটনা রীতিমতো ঝড় তুলে। এমন সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়? জবাবে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ করেন।

৪ জানুয়ারি ২০২৬ মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার একদিন পর ৪ঠা জানুয়ারি টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে বাংলাদেশ। এরপর আসিফ নজরুল জানান, বাংলাদেশ ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো অন্য দেশে সরানোর অনুরোধ জানায় আইসিসিকে।

৫ জানুয়ারি ২০২৬ শুধু কথায় নয়? এবার কথার প্রতিফলন দেখা গেল বাস্তবেও। মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রচারমাধ্যমগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়।

৬ জানুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশের এমন ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে পড়ে গোটা ক্রিকেট দুনিয়া। আইসিসির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক হয় বিসিবির। ক্রিকইনফোর খবরে বলা এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব

হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ

আজকাল স্পোর্টস

দাপুটে জয়ে বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আজ নেপালের কীর্তিপুরে নামিবিয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বের আরও কাছে এখন বাংলাদেশ। ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও পাপুয়া নিউগিনিকে ২১ ও ৩০ রানে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

চঞ্চল-পরীমণির 'শাস্তি'

৪৬ পৃষ্ঠার পর

এখন অনেক ভালো করছে। বাংলাদেশের সিনেমা অনেক বড় বড় উৎসবে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সিনেমা অনেক ভালো হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে জায়গা করে নিতে পারছে না। তবে আমি কথা দিতে পারি, শাস্তি বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হবে, যেটি নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে। সে জন্য যত স্ট্রং কোলাবোরেশন হবে, বাংলাদেশের সিনেমা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তত ভালো করবে।'

পাকিস্তানের প্রযোজক আবিদ আজিজ মার্চেন্ট বলেন, 'পরিচালক শিলা গাজীর প্রতি আমার আস্থা আছে। আমি তাঁর "বাড়ির নাম শাহানা" দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ২০২৪ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কয়েক মাস আগে শিলা জানান, তিনি নতুন সিনেমা বানাচ্ছেন, আমি সেই সিনেমায় যুক্ত হতে চাই কি না জানতে চান। চিত্রনাট্য পড়ে আমার ভালো লাগে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের এই আধুনিক সংস্করণ শুধু ফেস্টিভ্যালে নয়, আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মেও সাড়া ফেলবে।'

শাস্তি দিয়ে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো গল্পে কাজ করছেন চঞ্চল চৌধুরী। তিনি বলেন, 'গত ২০-২৫ বছরে বাংলাদেশের সিনেমা অনেকটা এগিয়েছে। জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যে বিচরণ, এটার জন্য আমরা গর্বিত। আমরা সব সময় চেষ্টা করি ভালো কাজ করার জন্য, যাতে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বে আমাদের সিনেমা আলাদা জায়গা দখল করতে পারে। এ ধরনের প্রজেক্ট যখন করার সুযোগ আসে, তখন তো আর না করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ তো সব সময়ই সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পে আমার এখন পর্যন্ত কাজ করা হয়নি। সে জায়গা থেকে এটা একটা বড় সুযোগ। যদিও এটা অ্যাডাপটেশন। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, শাস্তি গল্পের চরিত্রদের হুবহু দেখা যাবে। তা নয়, গল্পটি এই সময়ের উপযোগী করে বানানো হচ্ছে।'

পরীমণিরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে এই প্রথম কাজ। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'সারা জীবন মুখিয়ে ছিলাম কবে রবীন্দ্রনাথের কোনো চরিত্রে কাজ করতে পারব। অবশেষে সে সুযোগটা পেলাম। দর্শকদের কাছে দোয়া চাই, যেন আমরা ভালোভাবে কাজটি করতে পারি।'

নির্মাতা শিলা গাজী জানান, আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে শাস্তি সিনেমার শুটিং হবে। এর আগে সেপ্টেম্বর থেকে চলবে শিল্পীদের নিয়ে রিহার্সাল। এরপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নেবে সিনেমাটি।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন

Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !

মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন

YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:

Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়

Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%

Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় এবং লোন পেতে
বিশ্বস্ত রিয়েলটরের সেবা নিন

- Residential
- Foreclosures
- Short Sale
- Bank Owned/ REO Properties
- Commercial
- Auctions
- Hud
- Investment
- Co-Op & Condo
- Rentals

- List Your Property Faster with TOP $$$
- Free Market Analysis
- Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor

realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64
AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

অস্কার মনোনয়নে ইতিহাস গড়ল সিনার্স

৪৬ পৃষ্ঠার পর

সেরা অভিনেতা: টিমোথি শ্যালামে (মার্টি সুপ্রিম), লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), ইথান হাওকি (ব্লু মুন), মাইকেল বি জর্ডান (সিনারস) এবং ওয়াগনার মৌরা (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)

সেরা অভিনেত্রী: জেসি বাকলি (হ্যামনেট), রোজ বায়ার্ন (ইফ আই হ্যাড লেগস আই উড কিক ইউ), কেট হাডসন (সং সাং ব্লু), রিনেট রেইনসভে (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু) ও এমা স্টোন (বুগোনিয়া)

পরিচালক: ক্লোয়ে ঝাও (হ্যামনেট), জশ সাফদি (মার্টি সুপ্রিম), পল থমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), জোয়াকিম ট্রায়ার (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু) ও রায়ান কুগলার (সিনারস)

ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম: 'দ্য সিক্রেট এজেন্ট' (ব্রাজিল), 'ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট' (ফ্রান্স), 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু' (নরওয়ে), 'সিরাত' (স্পেন) ও 'দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব' (তিউনিসিয়া)

অ্যানিমেশন সিনেমা: 'আর্কো', 'এলিয়ো', 'কে-পপ ডেমন হান্টারস', 'লিটল এমিলি অর দ্য ক্যারেক্টার অব রেইন' ও 'জুটোপিয়া ২'

ইউটিউবে মিথিলার সিনেমা

৪৬ পৃষ্ঠার পর

নামে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি। জলে জ্বলে তারা ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে প্রায় তিন মাস আগে। তবে বিষয়টি ছিল অনেকের অজানা। অবশেষে ফেসবুকে জলে জ্বলে তারা সিনেমার ইউটিউবে মুক্তির বিষয়টি জানিয়েছেন অরুণ চৌধুরী। নাম পরিবর্তনের বিষয়ে নির্মাতা জানান, ডিস্ট্রিবিউটরের ইচ্ছার কারণে ইউটিউবে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। জলে জ্বলে তারা সিনেমায় সার্কাসকন্যা চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিথিলা। তাঁর অভিনীত চরিত্রের নাম তারা। নদীর পাড়ে যার বাস, ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়ায় নানা ধরনের সার্কাস। মিথিলা জানিয়েছিলেন, চরিত্রটি ধারণ করতে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। এই সিনেমায় মিথিলার বিপরীতে আছেন মাঝির চরিত্রে অভিনয় করেছেন এক এস নাঈম। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, আজাদ আবুল কালাম, মোস্তাফিজ নূর ইমরান, মনিরা মিঠু প্রমুখ।

শাকিব খানের শিডিউলে নেই রায়হান রাফি

৪৬ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে না।

২০২৫ সালের তুমুল জনপ্রিয় সিনেমা 'বরবাদ'র পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয়কে দিয়ে নতুন ক্যারিশমা দেখিয়েছিলেন শাকিব খান। এই সিনেমাটি গেল কয়েকবছরের সবচেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয় বলে মনে করেন দর্শকরা। শোনা যাচ্ছে, আগামীতেও একাধিক নতুন নির্মাতা রয়েছেন শাকিবের লাইনআপে, যারা শাকিবকে ভিন্নভাবে এবং নতুনভাবে হাজির করতে প্রি-প্রডাকশনে লেগে পড়েছেন। তাদের মধ্যে একেবারেই নেই রায়হান রাফী।

অস্কার থেকে ছিটকে পড়ল ভারত

৪৬ পৃষ্ঠার পর

ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকদের করুণ কাহিনিকে। কিন্তু আশা জাগিয়েও ফের একবার ভারতকে বঞ্চিত করা হলো অস্কার থেকে।

দফায় দফায় বৃদ্ধির পর সোনার দাম কমল, ভরি ২ লাখ ৪৯ হাজারদফায় দফায় বৃদ্ধির পর সোনার দাম কমল, ভরি ২ লাখ ৪৯ হাজার

বন্ধুত্ব ও বাস্তবের প্রেক্ষাপটে নির্মিত নীরজ ঘাওয়ানের ছবি 'হোমবাউন্ড' বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল ২০২৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। গত বছরই ছবির প্রযোজক করণ জোহর জানিয়েছিলেন যে, অ্যাকাডেমি পুরস্কারের 'সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম' বিভাগের তালিকায় 'হোমবাউন্ড' পনেরোটি ছবির মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে। সেই থেকেই দেশবাসীর নজর ছিল ৯৮তম অস্কার অনুষ্ঠানের দিকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার অ্যাকাডেমির তরফে প্রকাশ্যে আনা তালিকায় দেখা গেল, ব্রাজিল, ফ্রান্স, নরওয়ে, স্পেনের মতো দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছিটকে গেছে 'হোমবাউন্ড'।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite#5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

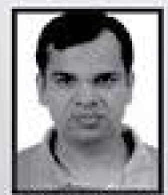
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

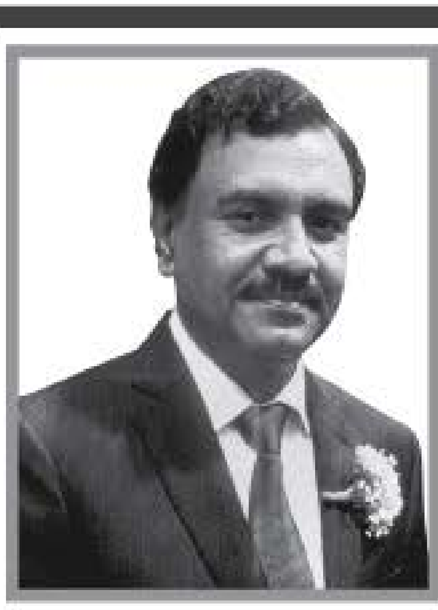

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center**

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

**Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM**

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

**Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)**

Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

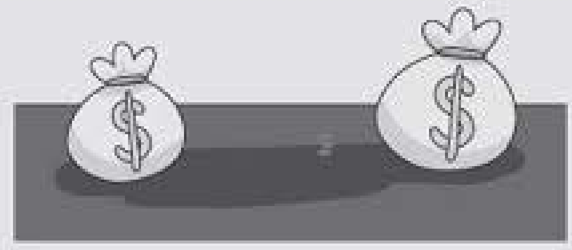

**Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months**

**BAVLS
Media Group**

Please call for more information

(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখ থেকে
নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে
৩ বেডের বাসা
ভাড়া দেওয়া হবে।
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড (লিটল বাংলাদেশ)

মসজিদ, স্কুল, সাবওয়ে, বাস, গ্রোসারী
সব কিছুই এক ব্লকের মধ্যে

যোগাযোগ
917-494-5316

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়ষ্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই
646-637-7590
Email: khanma663@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসংগত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যশীল।
- আমাদের স্কুলে পাসের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারণার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টাইলে একই মুল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ★ ৫টি রোড লেসন,
- ★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- ★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- ★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- ★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · h2o · T-Mobile · Univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

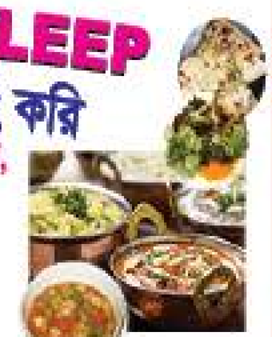

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

---

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।

By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES

জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized e-file Provider

- **TAX SERVICES**
- **INSURANCE**
  - Life Insurance (MassMutual)
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- **Immigration Services**
- **DDC.** (6 Hrs. Defensive Class)
- **Private Service Bureau** (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

Hajj & Umrah Specialist

৭ দিনই খোলা

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | Egyptair | Qatar | Etihad | Kuwait Airways | Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়া

One bedroom at 32-17 72 street, East Elmhurst, NY11370, rent $2500. 2 Bedrooms apt. in house at 104-32 165th Street, Jamaica, NY 11433, Rent $2550. One bedroom at 1935 McGraw Ave. Bronx, Parkchester condo, Rent $2000.

Two Bedrooms at 145-54 107th Ave, Jamaica, NY 11435, Rent $2700.

One bedroom basement at 114-49 155th Srteet, Jamaica, Rent $1650.

Two bedrooms at 2124 Mermaid Ave, Coney Island, Brooklyn, NY-11224, Rent $2,500.

One bedroom at Vally Stream, Long Island, Rent $2000.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। ভাড়া নিতে বা দিতে যোগাযোগ করুন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েল্টর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/পি)

বাসা ভাড়া

১৬২ স্ট্রিট, ৮৫ এভিনিউ এন্ড ৮৪ ড্রাইভের মাঝখানে ২ বেডরুম, লিভিংরুম, কিচেন বাথসহ সেকেন্ড ফ্লোরে বাসা ভাড়া হবে।
ফোন : ৯২৯-২৯৩-৫২৪১
(০১/২৩/০২/০২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় প্রাইভেট বাসার দোতলায় তিন বেডরুম ও এক বাথরুম এবং বেসমেন্টে তিন বেডরুম ও এক বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ই ও এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং বাস স্টপের কাছেই।
ফোন : ৯২৯-৫৪৪-৮০৪৯.
(০১/২৩/০২/০৩)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৬৪ স্ট্রিট ও ৩৫ এভিনিউর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলায় দুই মাস্টার বেডরুম, কিচেন ও বাথরুমসহ (লিভিংরুম নাই) বাসা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ৬৫ স্ট্রিট সাবওয়ে এক মিনিট হাটাপথ।
ফোন : ৩৪৭-৯২৪-৪০৩১
(০১/২৩/০১/০৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২০৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ও ড্রাইভওয়ে ভাড়া হবে।
ফোন : 646-753-4883
(০১/১৬/০২/১৬)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে, সেমি বেসমেন্টে ওয়ান বেডরুম ও টু বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। বাসার আশেপাশে গ্রোসারি, স্কুল, কলেজ, মসজিদ ইত্যাদি ওয়াকিং ডিসটেন্স।
ফোন : ৩৪৭-৫৩৬ ৯৪৩৫, ৩৪৭-২৮৫-৪৮৪১.
(০১/২৩/০২/০৬)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৪৩৪ মেডলি স্ট্রিটে ব্রিক হাউজের ২য় তলায় সুপরিসর তিন বেড, ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। স্কুল, সাবওয়ে, মসজিদ, লাইব্রেরী ও হাইওয়ে বাসার সন্নিকটে।
ফোন : ৭১৮-৮৬৫-৭৪০৮
(০১/২৩/০১/০৭)

এপার্টমেন্ট রেন্ট

ব্রুকলিনে Glenmore Avenue এবং Crescent Street এর কর্নারে একটি Fully Renoveted 3 Bedrooms, 1 Full Bathroom, Kitchen-সহ এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার।
ফোন : ৬৪৬-৭৫২-৭০৫৮
(০১/২৩/০২/০৯)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেলিপার্ক, মান্নান সুপার মার্কেট এবং এফ ট্রেনের সাবওয়ের সন্নিকটে দুই বেডরুম, লিভিং, কিচেন-বাথসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪
(০১/২৩/০১/১৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা এভিনিউ ১১৭ স্ট্রিট রিচমন্ডহিল ই-জে-এফ-ট্রেন এবং কিউ-১০ বাসের সন্নিকটে দ্বিতীয় তলায় দুইবেডরুম, কিচেন বাথসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
(০১/২৩/০১/১৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেলিপার্ক, মান্নান সুপার মার্কেট এবং এফ ট্রেনের সাবওয়ের সন্নিকটে দুই বেডরুম, কিচেন-বাথ, লিভিংসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।
ফোন : 347-255-4846, 347-259-2954
(০১/১৬/০১/০৩)

Duplex Apartment Rent

4 Bedrooms and 1 and half bathrooms Duplex apartment for rent.Mosque in 2 minutes walking distance. Address is 144-14 Tuskegee Airmenway Jamaica NY 11435. Rent-$3200(utilities not included) Proof of income required. 1 month deposit and 1 month advance required.
Call or txt-347-753-5500.
(01/09/02/17)

House For Rent

Hollis, 180 St & 90 Ave, Near Subway, 3 Bed, Full Bath, 1st Floor. 2nd Floor : 4 Bed, 2 Bath,
City Program Accepted
Call : 646-302-2153, 646-291-9845, Realtor Sayed

Apartment Rent

Apartment for rent (there bedrooms and two bathrooms). Address : 173-18 89th Avenue , 4th floor, Jamaica, Queens. Cross street of 175th street and Hillside ave. Closer to Masjid mission. Available on 1st February-2026. Inquiry with good credit only.
Call : 516-637-7247
(01/23/02/13)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রিট হলিসে ফুললি রেনোভেটেড প্রাইভেট হাউজে ২ বেডরুম, আলাদা কিচেন বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 718-715-5381
(০১/১৬/০২/০৪)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

এফ ট্রেনের নিকটবর্তী, ১৮৪ স্ট্রিট ও ৯১ রোড, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝখানে ফুললি রেনোভেটেড আকর্ষণীয় মনোরম দুই বেডরুম, ১ লিভিং রুমের সেমিবেসমেন্ট আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : 347-744-4454
(০১/১৬/০১/০৭)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রিট এবং হলিস এভিনিউর কাছে, ১ বেডরুম, ১ কিচেন ও লিভিং রুম, ১ বাথরুমের বা সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: 267-516-2734
(০১/০৯/০২/০৩)

সাউথ রিচমন্ড হিলে এপার্টমেন্ট ভাড়া

১১২-০১ ৯৫ এভিনিউ সাউথ রিচমন্ড হিলে প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় দুই বেডরুম, স্মল লিভিং স্পেস, কিচেন, বাথসহ চারটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে আলাদা এন্ট্রান্স রয়েছে। নিউলি রেনোভেটেড। সবকিছু ব্র্যান্ড নিউ।

ফোন : 934-444-1863

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজোন পার্কে ৯৫ স্ট্রিটের উপর পিটকিন এভিনিউ এবং ১৪৯ এভিনিউর মাঝে ৫ বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেনসহ ডুপ্লেক্স এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এ ট্রেনের সাবওয়ে হাটা দূরত্বে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।

ফোন : 347-858-1286

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ইয়র্ক কলেজের পেছনে ১৬৪ স্ট্রিটে তিন বেডরুম ও দুই বাথরুম, ব্যাকইয়ার্ড এক্সেস-সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি-২০২৬ থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : 347-446-1388, 646-684-6875
(০১/১৬/০২/১০)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭২-১১ ১১১ এভিনিউ মেরিক বুলেভার্ডের উপরে প্রাইভেট হাউজে ২ বেডরুম, ১ এবং হাফ বাথরুমের বাসা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া হবে। বাসার সামনে কিউ ৪, ৫, ৮৫, ৮৩, ৮৭, ৪২ বাস স্ট্যান্ড। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 929-418-7414, +8801710980900(Whatsapp
(০১/১৬/০২/০৭)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড 8434 মেডলি স্ট্রিটে ব্রিক হাউজের ২য়/৩য় তলায় তিন বেড, ২ বাথরুম বেলকনিসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। স্কুল, সাবওয়ে, মসজিদ, লাইব্রেরী ও হাইওয়ে বাসার সন্নিকটে।
ফোন : 718-865-7408
(০১/১৬/০১/১৪)

বাসা ভাড়া

সুন্দর লোকেশন, বাসে মাত্র ১০মিনিটে সাবওয়ে E & F ট্রেন (Guy R blvd & Sayres Ave) ১ বেডরুমের বাসা ফেব্রুয়ারি থেকে ছোট ফ্যামিলির নিকট ভাড়া হবে, ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। চাকুরীজীবি অধূমপায়ী হতে হবে।
ফোন : 347-720-0884
(০১/০৯/০২/০২)

বাসা ভাড়া

৬৪ স্ট্রিট ৩৫ এভিনিউ উডসাইডে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ১ ফুল বাথ ও ১ হাফ বাথ সহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : 718-424-8141
(০১/১৬/০২/২৯)এবিএস

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের স্প্রিং ফিল্ড বুলেভার্ড ও মিরিক বুলেভার্ড এলাকায় বাসা বাঙালী মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
নতুন সাজানো ২ বেডরুম, খোলা রান্নাঘর, একটি সুন্দর বাথরুম, আলাদা প্রবেশপথ, মালামাল রাখার জন্য খোলা জায়গা আছে।
বাসার ঠিক সামনে কিউ৭৭ বাস স্টপ, যা স্প্রিং ফিল্ড বুলেভার্ড ও মিরিক বুলেভার্ড এর মাঝে।
বাসার কাছেই আর্জেন্ট কেয়ার, মেডিকেল কেয়ার, অটোজোন, রেস্টুরেন্ট স্টপ এন্ড শপ মার্কেট প্লেসসহ অনেক কিছু আছে
ফোন : 332-203-5806
(১২/২৬/০৫/১৬)

বাসা ভাড়া

হলিসে ৯৯ এভিনিউ ও ১৯৬ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসার প্রথম তলায় ২ রুম, কিচেন ফুলবাথরুমসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র হিন্দু ফ্যামিলি।

বাসা ভাড়া

৬৪ স্ট্রিট ৩৫ এভিনিউ উডসাইডে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ১ ফুল বাথ ও ১ হাফ বাথসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

ফোন : 718-424-8141

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

Carpet World

উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service

আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
১৬১-০৭ ৮৫ এভিনিউ জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২-এ ১টি মাস্টার বেডরুম বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে।
ফোন : 646-610-2145, 718-362-7295
(০১/২৩/০২/০১)

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের ৭৫-১২ ৩৫ এভিনিউতে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম স্বামী-স্ত্রীর নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ১৩০০ ডলার। বাচ্চা এলাউড না।
ফোন : 646-272-8828, 929-641-2828
(০১/২৩/০১/০৮)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকার ভালো লোকেশনে রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন বাথরুম শেয়ার। একজন/দুইজন ব্যাচেলর, অথবা স্টুডেন্ট।
ফোন : 646-409-5901, 631-805-8809
(০১/০৯/০২/২০)

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও ব্রেসগড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এম ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৬৫০ ডলার।
ফোন : ৯২৯-৪৬২-৩৬৪৩
(০১/২৩/০১/১২)

রুম ভাড়া
১৭১ হিলসাইডে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ব্যাচেলর মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-484-5851, 347-593-5089
(০১/১৬/০২/১২)

রুম ভাড়া
নিরিবিলি পরিবেশে জ্যামাইকা ১৬১ স্ট্রিটে, ৮৬ এভিনিউতে একটি রুম ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ছেলেদের জন্য।
ফোন : 646-644-4980
(০১/১৬/০০/১৩)এইচ

রুম ভাড়া
ইস্ট এলমার্স্ট্রের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রিটের উপরে এক তলায় একজন পুরুষ লোকের জন্য একটি রুম নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : 917-301-2063
(০১/২৩/০১/১০)

রুম ভাড়া
কুইন্সের সানিসাইড এলাকায়-হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর সাথে থাকার জন্য একটি আলাদা রুম একজন হিন্দু মেয়ে/মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ- 646-964-8723, 347-822-7474
(০১/০৯/০২/২২)

রুম ভাড়া
৪২২৫ লেইটন স্ট্রিট এল্মহার্স্ট-এনওয়াই-১১৩৭৩, এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে রুম ভাড়া হবে। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য।
ফোন : 917-285-4441
(০১/০৯/০২/০৬)

আরবি পড়তে শিখুন

আমরা বাচ্চাদের এবং বড়দের আরবি পড়তে শেখাই।
শুদ্ধভাবে নামাজ পড়তে শেখাই।
অর্থসহ প্রয়োজনীয় সব কালিমা
এবং দোয়া শেখাই।
মাসিক ফি মাত্র ৭৫ ডলার।
যোগাযোগ : (646) 400-0786

হালাল মাংস ও মুদি দোকান বিক্রি

জ্যামাইকা, কুইন্সের একটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত সুপ্রতিষ্ঠিত, ও সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় একটি হালাল মাংস ও মুদি দোকান বিক্রি করা হবে। এই প্রশস্ত দোকানটির কম ভাড়া এবং পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে, যা ব্যবসার জন্য আদর্শ প্রস্তুত ব্যবসা সুযোগ করে তুলেছে।
প্রতিষ্ঠানটির একটি বিশ্বস্ত গ্রাহক ভিত্তি রয়েছে।
লোকেশন : পার্সন্স বুলেভার্ড ও হিলসাইড অ্যাভিনিউ এলাকা
এই ব্যবসাটি বিশেষ করে E-2 ভিসা, L-1A ভিসা, বা EB-5 বিনিয়োগ কর্মসূচির অধীনে যোগ্য বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মালিকানা অর্জনের একটি লাভজনক এবং সহজ পথ প্রদান করে।
বিক্রয়ে আগ্রহী বিক্রেতার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে নির্ধারিত হবে। শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।
929-401-7906

বসুন্ধরায় প্লট বিক্রি

বসুন্ধরায় এন ব্লক-এ ৫ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন।
ফোন : 929-519-6615

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের ৯০ স্ট্রিট এবং ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্টে ৪র্থ তলায় একরুমে একজন রুমমেট আবশ্যক, ভাড়া বিলসহ ৪০০ ডলার। এছাড়া একটি স্বতন্ত্র রুম বিলসহ ৭৫০ ডলারে ভাড়া দেওয়া হবে। এখনই উঠা যাবে। এলিভেটর আছে।
ফোন : 929-346-9156
(০১/১৬/০২/০৬)

Rooom Share
Looking for one bachelor male near 69 street and 37 Avenue, near R&7 trains. No drinking/smoking. Share kitchen/bathroom. Available February 1st.
Contact 646-331-3976. I speak Bangla.
(01/16/02/11)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসে ৭৭-১০-৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ৩ তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্টের ১টি রুমের জন্য আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। পুরো রুমও ভাড়া দেওয়া যাবে। ইন্টারনেট, লিফট, ও লন্ড্রির ব্যবস্থা আছে।
ফোন : 929-605-8419, 929-235-2065 (2pm-8pm)
(০১/১৬/০২/১০)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ এভিনিউ ও ৭২ স্ট্রিটে একটি এপার্টমেন্টে ২ জন রুমমেট আবশ্যক। কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : ৯২৯-৫৯৯-০৫৩৫, ৩৪৭-৩০০-৬৮৩৩
(০১/০২/০২/১১)

Booking Parties / Jackson Heights

* BIRTHDAY * GRADUATION
* ANNIVERSARIES * COMPANY EVENTS
* For Any other Occasions

Call and Visit : SubCafe Inc.
74-23 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Call : 347-506-8864

PROFIT SHARING Jackson Heights

* SubCafe Restaurant Ownership
* Only $5000 to Start*
* Possible Good 2nd Income

*For details : SubCafe Inc.
74-23 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Call : 347-506-8864

Pizza Party / Hall Rental JACKSON HEIGHTS

* $400/day-time-slot, Up to 20 kids/adults
* You may include Pizza plus 2/rental at nominal fees
* You may also bring food of your choice
* You may invite more kids/adults at nominal fees

Call And Visit : SubCafe Inc.
74-23 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
(Between Romeo & Sagar Restaurant)
Call : 347-506-8864

Medical Practice/ Jackson Hts. For Sale / Olny 1 yr revenue

* 20 yrs old Practice * thousands of patients
* mixed communities
* Bengali, Hindi, Spanish plus
* possible immediate transfer

Call : 347-506-8864

House Sale

বাড়ি/ কন্ডো বিক্রি
ব্রুকলের ১৭১৫ সেইন্ট পিটার এভিনিউতে ৪ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ১,৫৫০,০০০ ডলার।
লং আইল্যান্ডের লেভিটাউনে রেনোভেটেড চার বেডরুম দুই বাথরুম ৮১৫,০০০ ডলারে বিক্রি হবে।
লং আইল্যান্ডের বেথপেজে বড় ৪ বেডরুম, ৪ বাথরুমের ১,১০০,০০০ ডলারে বিক্রি হবে।
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

House For Sale
Jamaica, 150-37 119 Ave, One Family Mint Condition Full Finished Basement with Garage, Deck is for sale.
Call : Realtor Sayed.
646-302-2153, 646-291-9845,

House For Sale
Jamaica, 106 Ave 156St Big Two Famiy Brick- 3 Bed, 2 Full Bath & 3 Bed, 2 Full Bath, 2018 Built Full Basement
Call : Realtor Sayed.
646-302-2153, 646-291-9845

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

অফিস স্পেস ভাড়া

পারসন বুলেভার্ডের নিকটে হিলসাইড এভিনিউর ওপরে এক বা একাধিক স্টোর ফ্রন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ১০০০ থেকে ৩০০০ ডলার। (অফিস সাইজের উপর নির্ভরশীল)

–অতিসত্বর যোগাযোগ করুন–

917-264-6008

লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে গ্যাস স্টেশনের জন্য দক্ষ একজন কর্মঠ ক্যাশিয়ার এবং একজন ম্যানেজার আবশ্যক। কাজের জায়গার পাশেই থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

561-827-3966

মিট কাটার আবশ্যক

ব্রুকলিন নসট্রান্ড এভিনিউতে গ্রোসারি শপে একজন মিট কাটার ও একজন মিট কাটার হেলপার আবশ্যক।

ফোন : **469-888-3853, 817-323-5812**

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্র চাই : নিউইয়র্কের বসবাসরত একজন ডাক্তার, সুশ্রী, মার্জিত, জন্মের বছর ১৯৯৬, পাত্রীর জন্য একজন আমেরিকায় বেড়ে উঠা সিটিজেন উচ্চ শিক্ষিত পাত্র চাই।
ফোন : **347-273-8892**
(০১/১৬/০৭/০১)

পাত্র চাই : আমেরিকান সিটিজেন, বয়স ৪৫ বছর, মুসলিম, বিধবা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর কোন সন্তান নেই।
ফোন : **646-716-2456**
(০১/১৬/০২/১৫)

১১. পাত্র চাই : আমেরিকায় বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত, ফার্মেসীতে অনার্স, নামাজী, ফর্সা সুন্দর পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্র উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে।
allow1686@gmail.com
ফোন : **718-912-8057, 929-462-3643**
(০১/২৩/০১/১১)

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বেড়ে উঠা সিটিজেন, বয়স ৩০, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি হাইট, ব্যাচেলর সম্পন্ন, মার্কেটিং-এ জব করা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। বায়োডাটাসহ আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৪ বছর বয়সী সিটিজেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য হিজাবী ও নামাজী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছর হতে হবে। টুরিস্ট ভিসায় আসা পাত্রী হলেও সমস্যা নেই। গার্জিয়ানরা সরাসরি বায়ো ডাটা পাঠাতে পারেন।
Tuhin671@gmail.com, ফোন : **631-933-**

পাত্রী চাই

বাংলাদেশী আমেরিকান মুসলিম পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র প্রয়োজন। পাত্রীর বয়স ৩০ বছর। পাত্রী গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন।

ফোন : **929-418-0731**

লোক আবশ্যক

জাইরো গাড়িতে কাজের জন্য লাইসেন্সধারী লোক প্রয়োজন।

ফোন : **347-813-5301**

লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি পোল্ট্রি ফার্মে যাবতীয় কাজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে লোক আববশ্যক।

347-683-6382

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি।
Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।
সাইফুল ইসলাম মিলন : **646-261-3040**

২টি রুম ভাড়া দেয়া হবে

এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউতে চলমান বাংলাদেশী ডাক্তার অফিসের সাথে সাবলেট হিসেবে ডাক্তারি অফিসের জন্য ভাড়া দেয়া হবে

বর্তমানে শিশু বিশেষজ্ঞ ও দন্ত চিকিৎসক কর্মরত আছেন

HOSNEARA MASUB , MD
NABILA MANNAN, DDS

MEDICAL AND DENTAL OFFICE
25-09, 36th AVE, ASTORIA, NY 11106
Telephone :
718-433-0515
718-482-0209

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : **৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮**

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

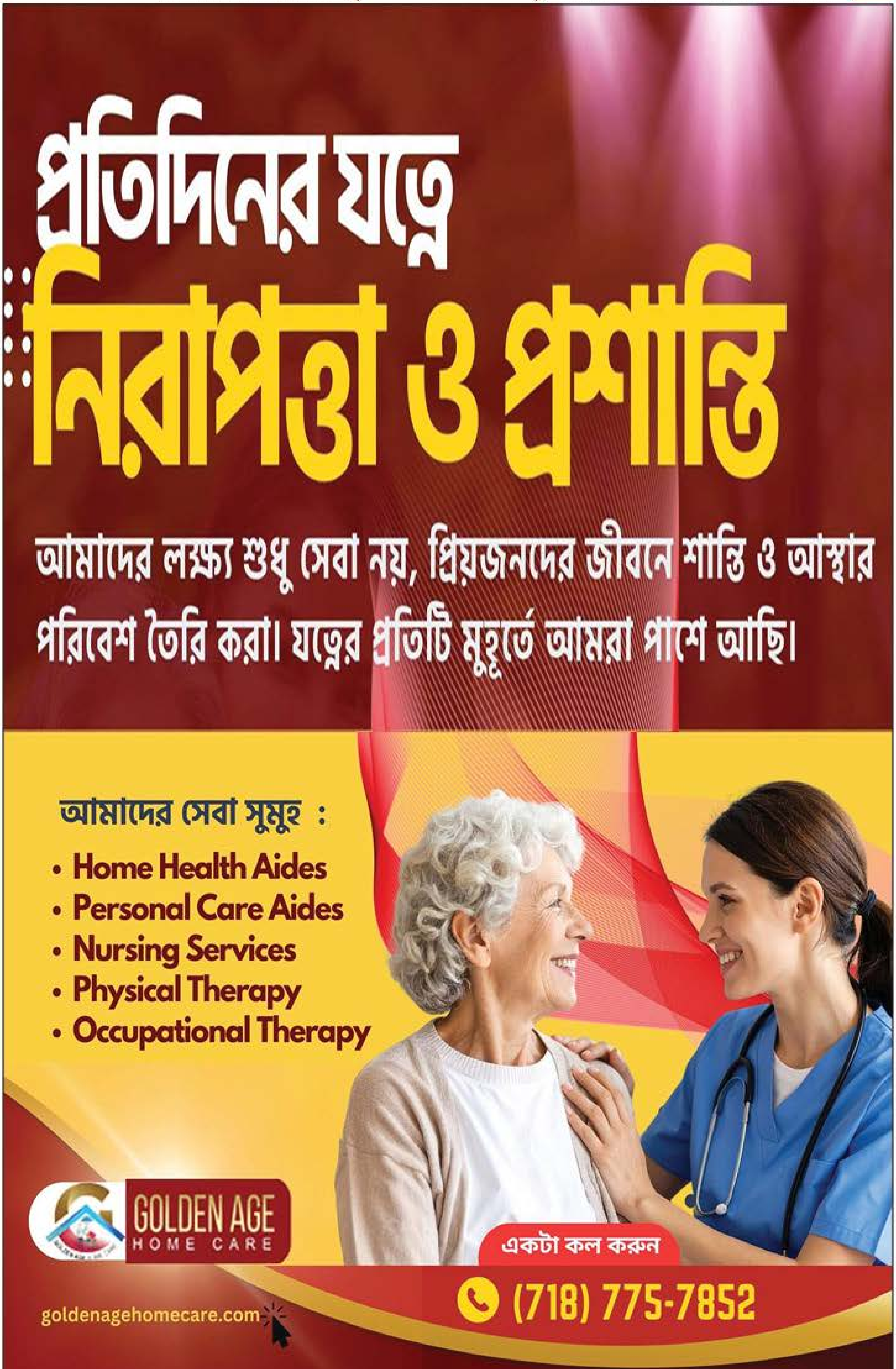

প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম
জাইমা রহমান রাজনীতিতে নতুন কণ্ঠ, নতুন বার্তা
০৬ পৃষ্ঠায়

হাসান মামুন-এর কলাম
ইসলামী আন্দোলন ভোটের খেলা বদলে দিচ্ছে?
০৫ পৃষ্ঠায়

বিমল সরকার-এর কলাম নির্বাচন বড় মজার জিনিস
১২ পৃষ্ঠায়

বিশ্বরাজনীতিতে 'পিস অব বোর্ড' নিয়ে নয়া মেরুকরণ

আজকাল রিপোর্ট

সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাইডলাইনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'পিস অব বোর্ড' নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এই বোর্ড গঠনের জন্য একটি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্পের দাবি, গাজা পুনর্গঠন এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এই বোর্ড গঠন করা হলেও এর কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বনেতাদের মধ্যে গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে। ২১ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে দেওয়া এক ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের ছাড়া বিশ্বের অধিকাংশ দেশ সঠিকভাবে চলতেই পারে না।' তার এই মন্তব্য বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

প্রাথমিকভাবে গাজা পুনর্গঠনের জন্য দুই বছরের জাতিসংঘ ম্যান্ডেটের কথা বলা হলেও, বোর্ডের ১১ পৃষ্ঠার খসড়া সনদে 'গাজা' শব্দের কোনো উল্লেখ নেই। পরিবর্তে, এটি একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায় যা বর্তমান জাতিসংঘ ব্যবস্থার বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। এই বোর্ডের কাঠামো অনুযায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

শেখ আকতার উল ইসলামে স্মরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ এবং রুদ্ধপথ'৭১ নিউইয়র্ক এর উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট শেখ আকতার উল ইসলামে স্মরণে শোক সভা গত ১৮ জানুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রগ্রেসিভ ফোরামের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদ উল ইসলাম ও সঞ্চালনা করেন রুদ্ধপথ'৭১ এর যুগ্ম আহবায়ক অ্যাডভোকেট মিয়া এইচ জাকির। শোক সভায় প্রয়াত শেখ আকতার উল ইসলামের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাইয়ুম।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রগ্রেসিভ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাচ্চু ও রুদ্ধপথ-৭১ এর সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট জয়জিত আচার্য্য। শোক সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকায় মিক্সলি ফাস্টফুড স্টোরের যাত্রা শুরু

আজকাল রিপোর্ট

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রবাসী বাংলাদেশী-আমেরিকানরা ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সকল ক্ষেত্রেই সংগ্রাম করে এগিয়ে চলছেন, ব্যবসায় সাফল্যও দেখাচ্ছেন। এ ধারাবাহিকতায় নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় গত ১৬ জানুয়ারী উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশি মালিকানায় 'মিক্সলি' নামের নতুন ফাস্টফুড স্টোর। এই তিন বাংলাদেশী-আমেরিকান কাজী অপু আহমেদ, ইমন খন্দকার এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে এলাহি ট্যাক্সের নতুন অফিস উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে এলাহি ট্যাক্সের নতুন অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার ওজন পার্ক ও ব্রুকলিনের কর্ণারে অবস্থিত নতুন এ অফিসটি দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বাইতুল মামুর মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা দেলোয়ার হোসেন। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

রমাদান উপলক্ষ্যে মুনার মুয়াল্লিম ট্রেনিং কোর্স

আজকাল রিপোর্ট

আসন্ন পবিত্র রমাদানকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবারো ফ্রি সহীহ কুরআন তালিম কোর্স চালু করতে যাচ্ছে মুনা একাডেমী। এ উপলক্ষ্যে মুনা একাডেমী প্রশিক্ষকদের জন্য গত ১২ জানুয়ারি ৫ দিনের মুয়াল্লিম ট্রেনিং কোর্স আয়োজন করে। অনলাইন এ কোর্সের উদ্বোধন করেন মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা -এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন।

হাসান আহমেদ নুমানের সঞ্চালনায় ইমাম জুনাঈদ হোসাইনের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

ফ্লোরিডায় 'এসএসসি ৯১'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সংগঠন 'এসএসসি -৯১' ব্যাচের বাৎসরিক বনভোজন গত ১৮ জানুয়ারি ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বীচের ডায়ার পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বনভোজনে আনন্দ, আড্ডা, গান এবং খেলাধুলার মধ্য দিয়ে পুরনো বন্ধু ও তাদের পরিবার পরিজন একত্রিত হয়েছিল, যা স্মৃতিচারণ এবং নতুন গল্প ভাগাভাগি করার এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের এজিএম

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ইউ এস এ ইনক এর বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৬, বার্ষিক ডিনার পার্টি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত রোববার আগ্রা পার্টি হল এন্ড রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুঃ এন আলম মিনা। মৈত্রী আবহাওয়ার মাঝে সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মিলন মেলায় পরিনিত হয়। অনুষ্ঠানের এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 906 | 23 January 2026

সাহিত্য পাতায় কাজী হেলাল-এর লেখা কবি আহম্মদ হোসেন বাবু'র কবিতায় পথচলা!
>> ১৬ পাতায়

গাড়ির ইন্সুরেন্স ও চুরি কমানোর উদ্যোগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের গভর্নরের স্টেট অব দ্য স্টেট ভাষণে গাড়ির ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তার গৃহীত উদ্যোগের কথা জানান ক্যাথি হকুল। গত মঙ্গলবার ১৩ জানুয়ারি তিনি স্টেট অব দ্য স্টেট ভাষণ দেন। গাড়ির দুর্ঘটনার সাজানো নাটক করে কার ইন্সুরেন্স থেকে মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেয়ার যেসব চক্র নিউইয়র্কে সক্রিয়, তাদের জালিয়াতি নস্যাৎ করারও প্রতিশ্রুতি দেন গভর্নর। তিনি তার ভাষণে নিউইয়র্ক সিটির ইন্সুরেন্স ক্রাইসিসের মূলে কুঠারাঘাত করার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন তার মধ্যে অন্যতম গাড়ি চুরির বিরুদ্ধে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ইন্সুরেন্স দ্রুত বন্ধ করতে 'মোটর ভেহিকেল থেফট এন্ড ইন্সুরেন্স ফ্রড প্রিভেনশন বোর্ড'কে আরো সক্রিয় করা। এর জন্য তিনি ডিপার্টমেন্ট অব ফাইনানশিয়াল সার্ভিসেস, ডিপার্টমেন্ট অব মোটর ভেহিকেলস, ডিভিশন অব ক্রিমিনাল জাস্টিস সার্ভিসেস ও নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের সমন্বয় করবেন। তিনি তার ভাষণে উল্লেখ করেন, কেবল ২০২৩ সালেই নিউইয়র্ক স্টেটে ১,৭২৯টি সাজানো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ইন্সুরেন্স ক্লেইম করা হয়েছে। এই ধরনের জালিয়াতির ঘটনার জন্য অপরাধ প্রমাণ হলে তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করা হবে। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক স্টেট এই ধরনের ঘটনায় মেডিকেল অফিসগুলোতেও তদন্ত চালাবে।

নিউইয়র্কের অটো ইন্সুরেন্স কমানোর দাবিতে সোচ্চার প্রতিষ্ঠান সিটিজেন্স ফর এ্যাফোর্ডেবল রেটস বা 'কার' এর মুখপাত্র হোজে বেয়োনা সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য গভর্নর ক্যাথি হকুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নিউইয়র্কের গাড়ির চালকরা বর্তমানে গড়ে প্রতিমাসে গাড়ির ইন্সুরেন্স বাবদ ৩৩৬ ডলার প্রিমিয়াম পে করেন, যা বছরে দাঁড়ায় এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

ব্রংকসে এসেন্ড এবিএ ও চিশতি সিপিএ অফিস উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

ব্রংকসে উদ্বোধন হলো এসেন্ড এবিএ থেরাপী সেন্টার ও চিশতি সিপিএ অফিস। গত রোববার ১৮ জানুয়ারি পার্কচেষ্টারের ম্যাকগ্রো এভিনিউয়ে এ অফিস উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ চিশতি সিপিএ বলেন, আমাদের হেড অফিস জ্যাকসন হাইটসে। কিন্তু সেখানে কার পার্কিং ও যানজট সমস্যা প্রকট। আমাদের অনেক কাষ্টমার ব্রংকসে বাস করেন। তাদের টোল দিয়ে কুইন্সে যেতে হয়। এসব কথা বিবেচনা করে ব্রংকসে বাংলাদেশিদের হাব পার্কচেষ্টারে এসেন্ড এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মদিবস পালন

আজকাল রিপোর্ট

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের ৯০ তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে গত ২০শে জানুয়ারি নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে ।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্যে রাখেন বিএনপির এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

প্রবাসী খোকন তারেকের প্রতিদ্বন্দ্বি

আজকাল রিপোর্ট

আনিসুজ্জামান খোকন আছেন। ছিলেন। এক সময়ের ডাকসাইটে ছাত্রনেতা। ঢাকায় সরকারি তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন। এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

এসেম্বলিম্যান পদপ্রার্থী জাকিরের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি

আজকাল রিপোর্ট

ব্রংকসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাকির চৌধুরীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ। নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৮৭'র এসেম্বলিম্যান এরপর ৪৭ পৃষ্ঠায়

আরও ৩৬ বাংলাদেশি ডিপোর্ট

আজকাল রিপোর্ট

বৈধ কর্মী হিসেবে ব্রাজিলে গিয়ে সেখান থেকে অবৈধ পথে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে নোয়াখালীর জাহিদুল ইসলামের খরচ হয়েছে প্রায় ৮০ লাখ টাকা। মার্কিন সরকারের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে জাহিদুলসহ ৩৬ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে এক নারীসহ ওই ৩৬ জন অভিবাসীকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামিয়ে দেয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও এভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) সহায়তায় বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের পক্ষ থেকে তাদের পরিবহনসহ জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়। ব্র্যাকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

যাদের ভোটে বদলে যেতে পারে সমীকরণ

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

গণ আন্দোলনে শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধরনে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তরুণ ভোটার যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর তাদের সংখ্যা চার কোটি। তাদের ভোটে বদলে যেতে পারে সমীকরণ। এছাড়াও, গার্মেন্টস শ্রমিক, বস্তিবাসী, রিকশাচালক, এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স বাবা হতে চলেছেন

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স চতুর্থ সন্তানের বাবা হতে যাচ্ছেন। তিনি নিজেই এ ঘোষণা দিয়েছেন। এক্সে দেয়া এক পোস্টে সেকেন্ড লেডি উষা জানান, আগামী জুলাইয়ের শেষ এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিজে কোরআন হাদিছ শিখুন ও বাচ্চাদের শিক্ষা দিন
অনলাইনে কোরআন মজিদ শেখার সুবর্ণ সুযোগ
প্রয়োজনে কল করুন;
৩৪৭-৮৭২-৪৫৭৭

MOHAMMED ATAUR RAHMAN
Licensed Real Estate Salesperson
EXIT REALTY PROME
বাড়ি বেচা-কেনায় বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রিয়েল্টর
Contact: 347-279-1096
More Details- REALTORMITHU25@GMAIL.COM
TEL: 718-262-0205/0254
189-10 HILLSIDE AVE, SUITE- E, HOLLIS,NY 11423.

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
EmaiL: hasanbrokerage@gmail.com

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

ইস্ট এলমহার্স্টের আবু হোরায়রা মসজিদের সন্নিকটে হালাল বাংলাদেশী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ফ্রেশ মাছ -মাংস ও ফল মূলের বিশ্বস্ত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* আমরা EBT গ্রহণ করি
* ক্রেতাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
৩১ এভিনিউ গ্রোসারি এন্ড ৯৯ সেন্ট স্টোর
৮০-০৫, ৩১ এভিনিউ , ইস্ট এলমহার্স্ট
সিইও : নাদিম হোসেন
ফোন : ৭১৮-২১০-১৯৯৬ / ৬৪৬-৭২৬-৮২১০

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. STEINWAY ST. 25 AVE 49ST 50ST BROOKLYN QUEENS EXPY. W
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী স্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

আপনার স্বপ্ন পূরণের লাইসেন্স রিয়েলেটর
WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Mohammed F Alam (Firoz Mahmud)
Licensed Realtor Salesperson
Cell: 718-690-1383
Office: 718-899-7000
E-mail: firozstw84@usps.gov
firozmahmud71@gmail.com
81-15 Queens Blvd. Elmhurst, NY 11373
Buying * Selling * Investment * Auction * Rent
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com